কিশোর ক্লাসিক
লাস্ট ডেজ অভ পম্পেই
লর্ড লিটন
সেবা

কিশোর ক্লাসিক-২৮

লাস্ট ডেজ অভ পম্পেই

লর্ড লিটন

রূপান্তর ঃ নিয়াজ মোরশেদ

হঠাৎ প্রাণ পেয়ে লাফিয়ে উঠলো নীল উজ্জ্বল আগুন।
দ্রুত পায়ে আয়োনের পাশে এসে দাঁড়ালো
মিশরীয় আর্বাসেস, বিড় বিড় করে আউড়ে গেল কিছু শব্দ।
মুহূর্ত পরে আয়োনের সামনে ভেসে উঠলো
বিশাল প্রাসাদ, দাস দাসী, রত্নখচিত সিংহাসন—
সিংহাসনে বসে আছে এক নারী মূর্তি।
অবাক হয়ে আয়োন দেখলো, মূর্তি আর কেউ নয়, সে নিজে!

ইটালির ভিসুভিয়াস পর্বতের পাদদেশে ছোট্ট শহর পম্পেই।
খ্রীস্টীয় উনআশি সালে একদিন প্রবল এক ভূমিকম্প
সাবধান করে দিলো নগরবাসীদের।
কিন্তু মূর্খ নাগরিকরা বুঝতে পারলো না প্রকৃতির
সাবধানবাণী। ক'দিন পর অকস্মাৎ জেগে উঠলো
হাজার বছর ধরে ঘুমিয়ে থাকা ভিসুভিয়াস।
ছাই, ভস্ম আর লাভার নিচে হারিয়ে গেল গোটা শহর।

সেবা প্রকাশনী

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

বুক
রোড,
খুলনা।

বিশ টাকা

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম ঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

লর্ড লিটন www.boiRboi.net

এডওয়ার্ড জর্জ আর্ল বুলওয়ার লিটন-এর জন্ম খ্রীস্টীয় ১৮০৩ সালে। তাঁর পিতার নাম জেনারেল উইলিয়াম বুলওয়ার।

ছেলেবেলা থেকেই বুলওয়ার লিটন-এর বহুমুখী প্রতিভার স্ফুরণ ঘটতে থাকে। 'স্কাল্পচার' নামক এক কাব্যগ্রন্থ রচনা করে মাত্র কুড়ি বছর বয়েসে তিনি 'চ্যান্সেলার পদক' লাভ করেন। এর তিন বছর পর প্রকাশিত হয় তাঁর আরেকটি গ্রন্থ 'পেলহ্যাম'।

১৮৩১ সালে লিটন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৮৩৭ সালে ব্যারনেট উপাধি পান। ১৮৫২ সালে আবার পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হন। লর্ড ডার্বি যখন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী তখন লিটনকে নিয়োগ করা হয় 'সেক্রেটারী ফর কলোনীজ' পদে। পরের বছর রানী ভিক্টোরিয়া তাঁকে লর্ড উপাধিতে ভূষিত করেন।

লর্ড লিটনের লেখা বহু উপন্যাসের মধ্যে 'ইউজিন অ্যারাম', 'দ্য লাস্ট ডেজ অভ পম্পেই', 'রিয়েনজি দ্য লাস্ট অভ দ্য ট্রিবিউনস', 'হ্যারল্ড দ্য লাস্ট অভ দ্য স্যাক্সনস', এবং 'দ্য লাস্ট অভ ব্যারনস' অন্যতম।

১৮৭৩ সালের ১৮ জানুয়ারি মারা যান এই রাজনীতিক সাহিত্যিক। ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবিতে সমাহিত করা হয় তাঁকে।

www.boiRboi.net

এক

'আরে, ডাওমেড, কি ভাগ্য আমার, তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আজ রাতে গ্রকাসের বাড়িতে খেতে যাচ্ছো তো ?'

কথাগুলো বললো বেঁটেখাটো এক তরুণ। মেয়েদের মতো কুঁচি দেয়া ঢোলা পোশাক পরনে ; ভদ্রঘরের, একটু বাবু গোছের ছেলেরা যেমন পরে।

'না, ক্লোডিয়াস, আমি দাওয়াত পাইনি,' জবাব দিলো ডাওমেড নামের মাঝবয়েসী, স্থূলদেহী লোকটি। 'শুনেছি ওর বাড়ির মতো খাবার নাকি পম্পেই-এ আর কোনো বাড়িতে হয় না।'

'ঠিকই শুনেছো। তবে মদের ব্যাপারে বড্ড কৃপণ লোকটা। বলে রাতে বেশি মদ খেলে পরদিন সকালে তার বুদ্ধি ঘোলা হয়ে যায়।'

'নাকি ওপরে ওপরে যতখানি দেখায় আসলে ওর থলেতে তত টাকা নেই ?' সন্দেহের সুর ডাওমেডের গলায়।

'জানি না, ভাই, শুধু জানি যতখানি পারো খেয়ে নাও, পরের বছর ওর এই দিল দরিয়া ভাব না-ও থাকতে পারে।'

'শুনেছি পাশা খেলারও নাকি খুব ভক্ত ?'

'শুধু পাশা খেলা ?—দুনিয়ার যাবতীয় আমোদ প্রমোদের ভক্ত ও। যতক্ষণ ভালো খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারছে ততক্ষণ

আমরাও ওর ভক্ত।'

'হা, হা, ক্লোডিয়াস, বলেছো বটে একখানা কথা! ···আমার মদ রাখার তলকুঠুরিটা দেখেছো তুমি?'

'না, ডাওমেড, সুযোগ পেলাম কই।'

'তা ঠিক, তা ঠিক। ···তা একদিন এসো না আমার বাড়িতে, রাতে খাবে। এডিল (সে-যুগের একটি সরকারি পদ) পানসাকে বলবো, তোমাকে নিয়ে যাবে।'

'না, না, কাউকে বলতে হবে না, সময় পেলে নিজেই একদিন যাবো।' একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ মনে পড়ে গেছে এমন ভঙ্গিতে ক্লোডিয়াস বললো, 'ওহহো, বেলা গেল, আমি স্নানাগারে যাচ্ছি। তুমি—'

'আমি আগে যাবো ক্যাস্টোর-এ, একটু কাজ আছে। ওখান থেকে আইসিসের মন্দিরে। তুমি তাহলে যাও, স্নান করো গে, আমিও চলি।'

চলে গেল ডাওমেড।

'ব্যাটা হাম্বড়া ছোট জাত,' বিড়বিড় করতে করতে এগোলো ক্লোডিয়াস। 'ভেবেছো মদ আর ভোজের লোভ দেখিয়ে ভোলাবে আমাকে? কিন্তু বাবা, আর যে-ই ভুলুক, আমি ভুলছি না, মুক্তি পাওয়া ক্রীতদাসের ছেলে তুমি।'

হাঁটতে হাঁটতে ভায়া ডোমিটিয়ানা সড়কে এসে পড়লো ক্লোডিয়াস। পথচারী, রথ আর ঘোড়ার ভীড় চারপাশে। নারী-পুরুষের হৈ-চৈ, চিৎকার। আজকের নেপলস-এর রাস্তায় যেমন দেখা যায় তেমনি প্রাণোচ্ছল গতিময়তার প্রদর্শনী যেন। ঘন্টা বাজিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে ঘোড়ায় টানা গাড়ি, রথ। পরিচিত কারো সাথে

www.boiRboi.net

দেখা হয়ে গেলে মৃদু হেসে অভিবাদন জানাচ্ছে ক্লোডিয়াস। কুশল বিনিময় করছে দু'এক কথায়। তারপর এগিয়ে যাচ্ছে নিজের পথে।

'আহ, ক্লোডিয়াস! কি খবর? রাতে ঘুম হলো কেমন?'

দারুণ একটা রথের ওপর থেকে চিৎকার করলো সুদর্শন এক যুবক। গ্রীসীয় কারিগরদের নিপুণ কাজের ছাপ রথটার সর্বাঙ্গে। পার্থিয়ার দুষ্প্রাপ্য জাতের দুটো তেজী ঘোড়া টানছে ওটা। রথের মতো তার মালিকের চেহারা, পোশাক আশাকও দেখবার মতো। সাক্ষাৎ অ্যাপোলোর নকল যেন। পেশল, উন্নত দেহ। নিখুঁত মুখশ্রী। পরনে গ্রীক ধাঁচের টিউনিক (খাটো হাতাওয়ালা হাঁটু পর্যন্ত ঝুলে-পড়া পোশাক)। কোমরবন্ধে ঝকমক করছে বড় একটা চুনী। গলায় সোনার শিকল। বুকের কাছে এসে সরীসৃপের চেহারা নিয়েছে সেটা। টিউনিকের ঢোলা হাতার প্রান্তগুলোয় সোনার সুতোর অপূর্ব কাজ।

'আহ্, গ্লকাস!' জবাব দিলো ক্লোডিয়াস, 'আমার ঘুম?—তা যেমনই হোক, তোমার যে ভালো হয়েছে, তোমার চেহারা দেখেই বুঝতে পারছি। তোমাকে আমাকে পাশাপাশি দেখলে যে কেউ ভাববে, তুমি বাজিতে জিতেছো, আমি হেরেছি।'

'তা যদি হারি-ই বা জিতি-ই, কি এমন এসে গেল? পয়সা তো আর কবরে নিয়ে যাবো না। তাহলে?—দুনিয়ার যত আনন্দ কেন ভোগ করবো না?—যাক গে, আজ রাতে আমার বাড়িতে খাচ্ছো, মনে আছে তো?'

'থাকবে না মানে! গ্লকাসের নিমন্ত্রণ কে কবে ভুলেছে?'

'তুমি যাচ্ছো কোথায় এখন?'

'ভাবছিলাম একটু স্নানাগারে যাবো—অবশ্য এখনো ঘণ্টাখানেক

www.boiRboi.net

সময় আছে হাতে।'

'চলো, আমিও যাবো। রথটা তাহলে ছেড়ে দেই।' নেমে এলো গ্লকাস রথ থেকে। কাছের ঘোড়াটার গায়ে মৃদু একটা চাপড় দিয়ে বললো, 'যাও, ফিলিয়াস, আজ তোমাদের ছুটি।'

রথ নিয়ে চলে গেল সারথী। গ্লকাস জিজ্ঞেস করলো, 'আমার ঘোড়া দুটো সুন্দর না, ক্লোডিয়াস?'

'সুন্দর মানে? খোদ ফিবাসের (গ্রীকদেবতা অ্যাপোলোর আরেক নাম) যোগ্য জিনিস। আর—আর যোগ্য গ্লকাসের।'

গ্লকাসের বাড়ি গ্রীসে। গ্রীসের এথেন্স নগরে। বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েও সুখী নয় সে। কারণ তার মাতৃভূমি আজ পরাধীন—নতুন জেগে ওঠা রোমান জাতির পদানত। সেই ক্ষোভ তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় দেশ হতে দেশান্তরে। তাতেও সে শান্তি পায় না। যেখানে যায় সেখানেই সেই এক এবং অদ্বিতীয় রোমের বিজয় পতাকা সদম্ভে উড়ছে। কখনো নিয়াপোলিস (বর্তমান নেপলস), কখনো পম্পেই, কখনো বা রোমে গিয়ে হাজির হয় সে। কিছুদিন বিলাসী, অভিজাত সমাজে চলাফেরা করে, দু'হাতে টাকা ওড়ায়, তারপর হঠাৎ একদিন উধাও। নতুন কোনো দেশের নতুন কোনো নগরে উদয় হয় আবার।

বছরে অন্তত একবার পম্পেই-এ আসে গ্লকাস। পম্পেইকে ও ভালোবাসে—ওর এথেন্সকে যতখানি বাসে প্রায় ততখানি। আশ্চর্য সুন্দর দেশ। পৃথিবীর সেরা সুন্দরী দেশ অবশ্যই গ্রীস, তবে সৌন্দর্যের দিক থেকে দ্বিতীয় মর্যাদার আসন যে ইতালির প্রাপ্য তাতে কোনো সন্দেহ নেই গ্লকাসের। সেই ইতালির সবচেয়ে সুন্দর জায়গা

www.boiRboi.net

ক্যাম্পানিয়া উপত্যকা—যার শিয়রে দাঁড়িয়ে আছে ভিসুভিয়াস পর্বত, আর পায়ের নিচে দুলছে সুনীল সমুদ্র। মাঝখানে অপরূপা পম্পেই।

সৌন্দর্যের পিয়াসী গ্লকাস তাই প্রতিবছর এখানে আসে। ও এলে সবচেয়ে খুশি হয় যে, সে হলো পেশাদার জুয়াড়ী ক্লোডিয়াস। তার জীবনের একমাত্র কাজ বাজি ধরে বেড়ানো। পাশা খেলায় বাজি, গ্ল্যাডিয়েটরদের লড়াইয়ের মাঠে বাজি, আড্ডা দিতে দিতে বন্ধুদের সাথে বাজি। মোট কথা বাজি ছাড়া আর কিছু সে বোঝে না। পাশা খেলায় ওর জুড়ি মেলা ভার। প্রতিরাতেই কোনো না কোনো বন্ধুকে হারিয়ে পকেট ভর্তি টাকা নিয়ে সে বাড়ি ফেরে এই পাশা খেলার দৌলতে। নিন্দুকেরা আড়ালে বলে: ক্লোডিয়াসের পাশা শকুনীর পাশার মতো মন্ত্রপূত। এ রকম একটা কটু মন্তব্য করার সাহস মানুষ পায় কারণ সবাই জানে, বংশ মর্যাদায় উঁচু হলেও অর্থের দিক থেকে সে নিঃস্ব। রুটিরুজির জন্যে তাকে নির্ভর করতে হয় বাজি জেতার ওপরই।

এই কারণে গ্লকাস পম্পেই-এ এলে খুশির আর সীমা থাকে না ক্লোডিয়াসের। প্রথমত রাতের খাওয়ার দুশ্চিন্তা তার দূর হয়ে যায়। প্রতিরাতেই গ্লকাসের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খায় সে। তার ওপর আছে বাজি জেতা। পাশা খেলায় খুব একটা উৎসাহ না থাকলেও ক্লোডিয়াসের আমন্ত্রণ কখনো প্রত্যাখ্যান করে না গ্লকাস। প্রায় প্রতিদিনই ক্লোডিয়াসের সঙ্গে পাশা খেলতে বসে সে, এবং প্রতিদিনই হারে কিছু না কিছু। হেরে গ্লকাসের বিরক্তি নেই। কেউ আড়ালে বা ইশারায় সাবধান করতে গেলে সে হেসে উড়িয়ে দেয় তাদের কথা। বলে:

www.boiRboi.net

'টাকা! এত টাকা দিয়ে করবো কি আমি? ক্লোডিয়াসের যদি লাগে তো নিক না কিছু।'

ক্লোডিয়াসের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে একটা তিন রাস্তার মোড়ে এসে পৌঁছুলো গ্লকাস। মোড়ের এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে অপূর্ব কারু-কাজ করা এক মন্দির। মন্দিরের উঠানে ছোট একটা জটলা একটি মেয়েকে ঘিরে। সবে কৈশোর পেরিয়েছে মেয়েটি। তার ডান হাতে ফুলের ডালি, অন্য হাতে তিন তারের একটি বাদ্যযন্ত্র। যন্ত্র বাজিয়ে গান করছে সে। মাঝে মাঝে গান থামিয়ে দর্শকদের দিকে তাকাচ্ছে। ফুলের ডালিটা বাড়িয়ে ধরছে ঘুরে ঘুরে। কিনবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। প্রতিবারই একটা দুটো সেস্টার্স ওর গান শুনেই হোক, বা ফুলের বিনিময়েই হোক বা ওর প্রতি দয়া করেই হোক দর্শকরা ছুঁড়ে দিচ্ছে ডালিতে। মেয়েটি অন্ধ।

'ও, আমার সেই থেসালিয়ান!' দাঁড়িয়ে পড়ে বললো গ্লকাস। 'এবার পম্পেই-এ আসার পর আর দেখিনি ওকে। একটু দাঁড়াও, ক্লোডিয়াস, শুনি ওর গান।'

পরপর দুটো গান গাইলো মেয়েটি। অপূর্ব তার গলা। সে গলায় সুরও তেমনি। যে যন্ত্র বাজিয়ে সে গান করছে তার শব্দ বেশি শ্রুতি-মধুর না ওর গলা, বোঝা কঠিন।

গান শেষ হতেই ভীড়ের ভেতর দিয়ে পথ করে এগোলো গ্লকাস। এক মুঠো মুদ্রা মেয়েটির ডালিতে দিয়ে বললো, 'তোমার ঐ ভায়োলেটের তোড়াটা আমি নেবো, নিডিয়া। অদ্ভুত ভালো লাগলো তোমার গান।'

চমকে উঠলো মেয়েটা গ্লকাসের গলা শুনে। দৃষ্টিহীন চোখ মেলে

www.boiRboi.net

তাকালো সামনে। রক্ত ছলকে উঠলো তার গলায়, গালে, কপালে।

'আপনি—আপনি ফিরে এসেছেন!' অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করলো সে। তারপর, যেন নিজেকে শোনানোর জন্যেই, আবার বললো, 'গ্লকাস ফিরে এসেছেন!'

'হ্যাঁ, নিডিয়া, ক'দিন হলো এসেছি। আমার বাগান আগের মতোই তোমার যত্নের অপেক্ষায় পড়ে আছে। কাল আসবে তো আমার বাড়িতে?'

কোনো জবাব দিলো না নিডিয়া, হাসলো শুধু। খুশির হাসি। আর গ্লকাস ভায়োলেটের তোড়াটা বুকের কাছে ধরে বেরিয়ে এলো জটলা থেকে। পরিতৃপ্তির ছাপ তার মুখে।

'মেয়েটার সাথে তাহলে আলাপ আছে তোমার?' জিজ্ঞেস করলো ক্লোডিয়াস।

'হ্যাঁ—সুন্দর গান করে, না? ওর জন্যে খুব মায়া হয় আমার। বেচারা থেসালির মতো দেশে জন্মেও আজ ক্রীতদাসী!'

'থেসালি! মানে ডাইনীদের দেশ?'

'হ্যাঁ, তা বলতে পারো। অবশ্য মেয়েমানুষ মাত্রই আমার কাছে ডাইনী। তোমাদের পম্পেই-এরগুলোকে তো আরো বেশি মনে হয়। সব যেন তুকতাক করে প্রেমিক জোগাড় করার জন্যে মুখিয়ে আছে।'

'এই দেখ, বলতে বলতেই এসে গেছে একজন—বুড়ো ডাওমেড-এর মেয়ে জুলিয়া!' মুখের ওপর ওড়না টানা এক যুবতীকে আসতে দেখে বললো ক্লোডিয়াস। যুবতীর পেছনে দুই ক্রীতদাসী সঙ্গী।

'জুলিয়া, আমাদের অভিবাদন নাও,' বললো ক্লোডিয়াস।

মুখের ওড়নাটা সামান্য তুললো জুলিয়া, যেন দেখাতে চাইলো

www.boiRboi.net

তার নিখুঁত রোমান রূপের খানিকটা—একটা উজ্জ্বল কালো চোখ, শাদার ওপর গোলাপী ছোপ লাগা গাল, আর লাল ঠোঁটের একাংশ।

'আচ্ছা! গ্লকাস তাহলে আবার এসেছে।' অর্থপূর্ণ একটা চাউনি হানলো সে। তারপর অস্ফুটে প্রায় ফিসফিস করে বললো, 'গেল বছর যারা বন্ধু ছিলো তাদের কথা ভুলে গেছে মনে হচ্ছে!'

'না, জুলিয়া, ভোলার ব্যাপারটা অত সহজ নয়। চাইলেই সব জিনিস সব সময় ভোলা যায় না। তোমার মতো মেয়ের কথা তো আরো নয়!'

'গ্লকাস সব সময়ই কথার রাজা।'

'কে নয়, যখন বলার বিষয়টা এমন অপরূপা?'

'শিগগিরই বাবার ভিলায় তোমাদের সাথে দেখা হবে,' ক্লোডিয়াসের দিকে ফিরে বললো জুলিয়া। তারপর আবার গ্লকাসের দিকে ফিরে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত। সে দৃষ্টিতে যা ফুটে উঠলো তাকে এক কথায় বলা যায় আকর্ষণ।

ধীরে ধীরে ওড়নাটা নামিয়ে দুই দাসীকে নিয়ে চলে গেল জুলিয়া। গ্লকাস ও ক্লোডিয়াসও রওনা হলো নিজের পথে।

'সত্যিই সুন্দরী জুলিয়া,' গ্লকাস বললো।

'গত বছর এই কথাটাই তুমি আরো গাঢ়স্বরে বলেছিলে।'

'হতে পারে। গত বছরই তো প্রথম দেখি ওকে। চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিলো, রত্নটা আসল না নকল বুঝতে পারিনি।'

'মানে ওর সম্পর্কে গত বছর তোমার যে ধারণা ছিলো এবছর তা পাল্টেছে?'

'পাল্টেছে গত বছরই। আজ প্রথম প্রকাশ করলাম।'

www.boiRboi.net

‘আমার কিন্তু ধারণা চেহারা যেমনই হোক মনের দিক থেকে সব মেয়েই এক। সুতরাং বিয়ে যদি কাউকে করতেই হয় আমি দেখবো রূপ আর পণ হিশেবে কি দিতে পারছে।’

এ কথার কোনো জবাব না দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো গ্লকাস। যেন বোঝাতে চাইলো, ‘হায় রে রোমান পুরুষ, এই তোমাদের ধারণা নারী সম্পর্কে!’

হাঁটতে হাঁটতে ওরা এক নির্জন রাস্তায় চলে এসেছে। রাস্তার শেষে দেখা যাচ্ছে বিস্তৃত নীল সমুদ্র। পম্পেই-এর পা ছুঁয়ে পড়ে আছে নিথর, নিস্তরঙ্গ। এমন সাগর থেকেই বোধ হয় উঠে এসেছিলেন দেবি আফ্রোদিতি পৃথিবীর সাম্রাজ্য করায়ত্ব করার জন্যে।

‘এখনো স্নানের সময় হয়নি,’ গ্লকাস বললো। ‘চলো শহরের কোলাহল ছেড়ে সাগর তীর থেকে একটু বেড়িয়ে আসি।’

‘কোনো আপত্তি নেই আমার,’ বললো ক্লোডিয়াস।

সৈকতে একটা ঢালু পাথরের ওপর বসলো দু’জন। শীতল বাতাস খেলা করছে শান্ত জলের বুকে। মাথার ওপর উজ্জ্বল সূর্য। দুর সাগরে ভেসে বেড়াচ্ছে ছোট ছোট নৌকা, জাহাজ, বিলাসী ধনীদের প্রমোদতরী। সব মিলিয়ে প্রকৃতিতে এমন একটা গাম্ভীর্য, কথা হারিয়ে গেল দু’জনেরই। ক্লোডিয়াস হাত দিয়ে সূর্য থেকে চোখ আড়াল করে হিশেব করতে লাগলো, গত সপ্তাহে কত জিতেছে। আর গ্রীক গ্লকাস হাতের ওপর গাল রেখে ডুবে গেল জন্মভূমির ভাবনায়। তার হাসি, কান্না, আনন্দ, ভালোবাসার স্মৃতি খুঁজতে লাগলো সামনের বিশাল বিস্তৃতির ভেতর।

‘একটা কথা বলবে, ক্লোডিয়াস,’ অনেক অনেকক্ষণ পর নীরবতা ভাঙলো গ্লকাস, ‘কখনো প্রেমে পড়েছো তুমি?’

'হ্যাঁ, প্রায়ই তো পড়ি।'

'প্রায়ই প্রেমে পড়ো!' সবিস্ময়ে বললো গ্লকাস। 'তার মানে কখনো তুমি প্রেমে পড়োনি। সত্যিকারের প্রেম মানুষের জীবনে একবারই আসে। বাকিগুলো প্রেম মনে হলেও, আসলে প্রেমের ছায়া।

'কায়া না পেলে ছায়া নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত, না কি? আমার কথা থাক, তুমি বলো, তোমার জীবনে সত্যিকারে প্রেম কখনো এসেছে?'

'না, ক্লোডিয়াস, সে সৌভাগ্য আমার হয়নি এখনো। আসবো আসবো করেও প্রেম আসেনি আমার জীবনে। একটা মেয়েকে ভালো লেগেছিলো, কিন্তু ধরা ছোঁয়ার বাইরেই রয়ে গেল সে।'

'আমি বলি মেয়েটা কে? ডাওমেড-এর মেয়ে তাই না? ও তোমাকে পছন্দ করে, তাছাড়া—সুন্দরী, বিত্তশালী। প্রেম করার জন্যে বলো, বিয়ে করার জন্যে বলো ওর চেয়ে উপযুক্ত পাত্রী আছে বলে তো আমার মনে হয় না।'

'না, ক্লোডিয়াস, নিজেকে আমি বিক্রি করতে চাই না। ডাওমেড-এর মেয়ে সুন্দরী, স্বীকার করছি; ওর দাদা প্রথম জীবনে দাস ছিলো সেটাও কোনো সমস্যা নয়, সমস্যা হলো, সৌন্দর্য আছে শুধু ওর মুখে, মনে নয়। মনটাও যদি চেহারার মতো হতো, আমি হয়তো পছন্দ করতে পারতাম জুলিয়াকে।'

'নাহ্, কৃতজ্ঞতাবোধ বলে কোনো জিনিস নেই তোমার। ঠিক আছে বলো তাহলে, কে সেই ভাগ্যবতী কুমারী?'

'শুনবেই?'

'হ্যাঁ।'

www.boiRboi.net

'তাহলে শোনো। বেশ ক'মাস আগের কথা। আমি তখন নিয়াপোলিস-এ। জানো তো, নিয়াপোলিস-এ দেবী মিনার্ভার প্রাচীন এক মন্দির আছে? একদিন সেখানে গেছি প্রার্থনা করতে। মন্দির তখন ফাঁকা, কোনো লোক নেই। খুশি হলাম, আবার দুঃখও পেলাম। খুশি হলাম কারণ, একা একা একাগ্রমনে প্রার্থনা করতে পারবো। আর দুঃখ পেলাম এই ভেবে, যে মন্দির এক সময় শত শত মানুষের প্রার্থনায় মুখর থাকতো আজ তা শূন্য। গ্রীকদের পতনের পর তার দেবদেবীরাও এভাবে ডুবে যাবে কেউ ভেবেছিলো?

'যা হোক, প্রার্থনায় মগ্ন হয়ে গেলাম আমি। আমার এথেন্সের হারানো গৌরব ফিরিয়ে দেয়ার মিনতি করলাম দেবীর কাছে। হঠাৎ গভীর এক দীর্ঘশ্বাস শুনে চমকে ঘাড় ফেরাতেই দেখলাম, আমার ঠিক পেছনে এক তরুণী। মুখের ওড়নাটা ওঠানো। অপূর্ব একজোড়া জলে ভেজা চোখ দেখতে পেলাম। আমাদের দু'জনের চোখ যখন এক হলো, ক্লোডিয়াস, কি বলবো, ওর চোখের ভেতর থেকে অপার্থিব এক আলো যেন ঠিকরে বেরিয়ে এসে ঢুকে গেল আমার চোখ হয়ে একেবারে হৃদয়ের গভীরে। শুধু চোখ না, মুখটাও অপূর্ব মেয়েটার। আশ্চর্য কমনীয়, একটু বিষাদমাখা। গাল বেয়ে নেমে আসছে অশ্রুর ধারা।

'অনুমান করলাম, ও-ও বোধহয় আমার মতোই এথেনীয় গোত্রের মানুষ। এথেন্সের জন্যে আমার প্রার্থনা শুনে ওর মন কেঁদে উঠেছে। আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি এথেনীয় তাই না?"

'জবাবে ও বললো, "আমার পূর্বপুরুষরা ছিলো। আমার জন্ম নিয়াপোলিসে, কিন্তু অন্তরে আমি এথেনীয়।"

'"তাহলে এসো, এক সাথে আমরা প্রার্থনা করি আমাদের

www.boiboi.net

এথেন্সের জন্যে।'' আমি বললাম।

'প্রার্থনা শেষে নিঃশব্দে আমরা বেরিয়ে এলাম মন্দির থেকে। আমি জিজ্ঞেস করতে যাবো, ও কোথায় থাকে, আবার আমাদের দেখা হতে পারে কি না, এই সময় এক তরুণ—মেয়েটার সাথে বেশ মিল তার চেহারার—মন্দিরের সিঁড়ি থেকে নেমে এসে ধরলো তার হাত। একটু পরেই রাস্তার মানুষের ভীড়ে হারিয়ে গেল দু'জন। তারপর আর দেখিনি মেয়েটাকে। সেদিনই বাসায় ফিরে দেখি, চিঠি এসেছে এথেন্স থেকে, সম্পত্তি নিয়ে কি গণ্ডগোল বেঁধেছে, আমি এক্ষুণি না গেলে হয়তো উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হবো। বুঝতেই পারছো, পরদিনই নিয়াপোলিস ছেড়ে যেতে হলো আমাকে। এথেন্সে সম্পত্তির গোলমাল মিটে যাওয়ার পর ফিরে এলাম আবার। অনেক খুঁজলাম, কিন্তু পেলাম না মেয়েটিকে।

'এই হলো আমার কাহিনী, ক্লোডিয়াস। আমি প্রেমে এখনো পড়িনি, তবে সেই মেয়েটি যদি সুযোগ দিতো তাহলে হয়তো পড়তাম।'

দুই

www.boiRboi.net

গ্লকাসের বাড়িতে নৈশভোজের শেষ পর্যায় চলছে। অতিথিদের ভেতর ক্লোডিয়াস ছাড়াও রয়েছে এডিল পানসা, পম্পেই-এর দুই

নামকরা অভিজাত স্যালাস্ট ও লেপিডাস আর ক্লোডিয়াসের এক স্যাঙাৎ। ক্লোডিয়াসের মতোই সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম হলেও ভাগ্যদেবীর সহায়তা থেকে বঞ্চিত সে। ক্লোডিয়াসকে গুরুর মতো ভক্তি শ্রদ্ধা করে। কারণ একটাই, পাশা খেলায় জয়লাভের গোপন ও অব্যর্থ কৌশলগুলো যদি শিখে নেয়া যায়।

সবাই পেট ভরে খেয়েছে উপাদেয় সব খাবার—মাংস, রুটি, পায়েস, নানা ধরনের ফল, বাদাম, মিষ্টি। এখন চলছে পান পর্ব। ক্লোডিয়াস বাড়িয়ে বলেনি মোটেই, মদের ব্যাপারে সত্যিই খুব হিসেবি গ্লকাস। মদ সে খায় তবে মাত্রা বজায় রেখে, পরিমাণ মতো। আর খায় একেবারে সেরা জিনিসটা।

'লেসবিওসের এই মদটা একটু চেখে দেখ, পানসা,' স্যালাস্ট বললো, 'দারুণ জিনিস।'

'হ্যাঁ, তবে খুব একটা পুরনো নয়,' বললো গ্লকাস। 'আমরা যেমন হঁচড়েই পেকে গেছি তেমনি আগুনের পাশে রেখে মজানো হয়েছে এটাকে।'

'তাহলেও সত্যিই খুব ভালো খেতে এটা,' বললো পানসা।

'দেখ দেখ, কি সুন্দর পেয়ালা!' টেবিলের ওপর থেকে স্বচ্ছ স্ফটিকের একটা পান পাত্র তুলে নিতে নিতে ক্লোডিয়াস বললো।

'তুমি নেবে?' বললো গ্লকাস। 'নিতে পারো ইচ্ছে হলে।'

'তুমি—তুমি, গ্লকাস, এত সুন্দর একটা জিনিস আমাকে দিয়ে দেবে!'

'হ্যাঁ। যাকে তাকে তো আর দিচ্ছি না, দিচ্ছি বন্ধুকে।'

পান পাত্রটায় মদ ঢেলে নিলো ক্লোডিয়াস। মুখের কাছে নিয়ে চুমুক দেয়ার আগে বললো, 'সত্যিই আজকের সন্ধ্যাটা দারুণ।

www.boiRboi.net

অনেকটা আয়োন দেশের মতো···হ্যাঁ, ভালো একটা কথা মনে পড়েছে! বন্ধুগণ, এই সুন্দর পেয়ালায় পান করার আগে একজনের স্বাস্থ্য কামনা করার আহ্বান জানাচ্ছি তোমাদের।'

'কে সে?'

'আমাদের এই পম্পেই-এর সেরা সুন্দরী আয়োন।'

'আয়োন!—নামটা তো গ্রীক।' কৌতূহল ফুটে উঠলো গ্লকাসের গলায়। 'আমি সানন্দে রাজি তোমাদের আয়োনের নামে পান করতে। কিন্তু কে এই আয়োন?'

'জানো না!' সবিস্ময়ে উচ্চারণ করলো লেপিডাস। তারপরই হতাশ কণ্ঠে বললো, 'কি করেই বা জানবে?—ক'দিন তো মাত্র হলো তুমি পম্পেই এ এসেছো। শোনো, হে গ্লকাস, আয়োনকে যে না দেখেছে সে আমাদের এই শহরের সেরা আকর্ষণটাকেই দেখেনি।'

'অদ্ভুত সুন্দরী মেয়ে,' বললো পানসা, 'আর গলা—কি বলবো! যে শোনেনি আমার মনে হয় তার জীবনই বৃথা।'

'আমার কি মনে হয় জানো?,' বললো ক্লোডিয়াস, 'নাইটিঙ্গেলের জিভ খেয়ে বেঁচে থাকে ও। নইলে এমন গলা হয়!'

'নাইটিঙ্গেলের জিভ খেয়ে বেঁচে থাকে!' অস্ফুটে উচ্চারণ করলো ক্লোডিয়াসের স্যাঙাৎ। 'বলেছে ভালো!'

এতক্ষণ পর আবার কথা বললো গ্লকাস।

'হয়েছে, তোমাদের প্রশংসার ঝড় থামাও, আমাকে খুলে বলো, ব্যাপারটা কি।'

'তাহলে শোনো—' শুরু করলো লেপিডাস।

'না, আমি বলি,' ওকে থামিয়ে দিয়ে চিৎকার করলো ক্লোডি-

www.boiRboi.net

য়াস। 'তুমি এমন টিপটিপে কথা বলো, ধৈর্য রাখা কঠিন হয়ে ওঠে আমার পক্ষে।'

'হুঁহ, আমি খারাপভাবে বলি,' ঠোঁট বেঁকিয়ে বললো লেপিডাস, 'তুমি কিভাবে বলো জানা আছে আমাদের। শুনতে শুনতে মনে হয় মাথায় ঢিল পড়ছে। ঠিক আছে, তোমার যখন শখ হয়েছে, বলো।' বলে একটা আরাম-আসনে গা এলিয়ে দিলো লেপিডাস।

ক্লোডিয়াস শুরু করলো:

'মাত্র কয়েক মাস আগে পম্পেই-এ এসেছে মেয়েটা। তার আগে এখানকার কেউ ওকে কখনো দেখেনি। কি সুন্দর যে গান করে, যে না শুনেছে সে বুঝবে না। ওর যত গান সব ওর নিজের রচনা করা, সুরও দেয়া ওরই। আর টিবিয়া, সিথারা, লায়ার এসব যন্ত্র কোনটার চেয়ে কোনটা যে বেশি ভালো বাজায় তা এখনো আমি ধরতে পারিনি। অদ্ভুত সুন্দরী এই আয়োন—সাক্ষাৎ দেবী। ও যেমন সুন্দর ওর বাড়িটাও তেমনি। যেমন দেখতে তেমন সাজানো গোছানো। আসবাবপত্র সব যে কি দামী কি বলবো!—কোনায় কোনায় সব অপূর্ব মর্মরের মূর্তি। কত যে মণিমুক্তা, ব্রোঞ্জ! অসম্ভব ধনী মেয়ে এই আয়োন। মনটাও তেমন।'

'ওর প্রেমিকরা নিশ্চয় খেয়াল রাখে, যেন না খেয়ে থাকতে না হয় ওকে,' বললো গ্লকাস। 'যে টাকা সহজে আয় করা যায় তা খরচ করাও সহজ।'

'প্রেমিক!—অবাক হওয়ার মতো ব্যাপারটা তো সেখানেই!—আয়োনের একটাই দোষ—ওর পবিত্রতা। সারা পম্পেই ওর পায়ে লুটিয়ে পড়তে চায়, কিন্তু কাউকেই ভালোবাসার যোগ্য মনে করেনি ও। বলে, কোনোদিন বিয়েই করবে না।'

www.boiRboi.net

'কোনো প্রেমিক নেই!' অস্ফুট কণ্ঠে বললো গ্লকাস।

'না। অদ্ভুত দৃঢ় মনের অধিকারী এই আয়োন। অনেকটা দেবী ভেসতার সাথে তুলনা করা যায়।'

'আশ্চর্য!' বললো গ্লকাস। 'ওকে একবার দেখতে পারি না আমি?'

'না পারার কি আছে?' ক্লোডিয়াস বললো, 'তুমি চাইলেই নিয়ে যেতে পারি ওর বাড়িতে।'

'কবে?'

'যখন খুশি।'

'আজই। খাওয়া দাওয়া তো শেষ, রাতও খুব বেশি হয়নি।'

'ঠিক আছে। তার আগে তাহলে আরেক দান খেলা হয়ে যাক।'

'না, আজ আর না। এর মধ্যেই আমি ত্রিশ সেস্টারশিয়া হেরেছি।'

'আমি দুঃখিত—,' শুরু করলো ক্লোডিয়াস।

ওকে থামিয়ে দিয়ে গ্লকাস বললো, 'না, না, দুঃখিত হওয়ার কিছু নেই। জিতে তুমি যে আনন্দ পেয়েছো তা দেখে আমি আমার হারার দুঃখ ভুলে গেছি।'

'একেবারে বিনয়ের অবতার,' বিড় বিড় করলো ক্লোডিয়াসের চেলা।

'তাহলে চলো, আর দেরি না করে রওনা হওয়া যাক,' বললো লেপিডাস।

শেষবারের মতো মদ ঢালা হলো সবার পানপাত্রে। গৃহকর্তা ও দেশের রাজা টাইটানের স্বাস্থ্য পান করলো অতিথিরা। তারপর সবাই বেরিয়ে এলো রাস্তায়। সদ্য ওঠা চাঁদের আলোয় স্নান করতে করতে এগিয়ে চললো আয়োনের বাড়ির দিকে।

www.boiRboi.net

আয়োনের বাড়ির প্রবেশ গৃহের ওপরে প্রদীপের সারি জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। দ্বারের দু'পাশে দুটো জানালা, পার্পল রঙের সুতোয় কাজ করা পর্দা ঝুলছে সেগুলোয়। রঙিন পাথরে বাঁধানো দেয়াল এবং বারান্দার মেঝে আলো পড়ে ঝকমক করছে।

প্রবেশ গৃহ পেরিয়ে প্রাঙ্গণ, তারপর মূল বাড়ির ছাদ ঢাকা বারান্দা। সঙ্গীদের পেছন পেছন গ্লকাস যখন পৌঁছুলো আয়োন তখন সেখানে বসে আছে ভক্ত অতিথিদের মধ্যমণি হয়ে। বেশ কয়েকজন অতিথি চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছে বলে গ্লকাস ওর মুখ দেখতে পেলো না।

'বলছিলে ও এথেনীয়?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো গ্লকাস।

'না, ওর পূর্বপুরুষ এথেনীয় হলেও ওর জন্ম নিয়াপোলিস-এ।'

'নিয়াপোলিস!' সবিস্ময়ে উচ্চারণ করলো গ্লকাস।

ঠিক সেই মুহূর্তে আয়োনকে ঘিরে থাকা লোকগুলো সরে গেল দু'পাশে। ওর পরীর মতো রূপ অনাবৃত হয়ে পড়লো গ্লকাসের দৃষ্টির সামনে। চমকে উঠলো গ্লকাস। এ তো সে-ই! নিয়াপোলিস-এ দেবী মিনার্ভার মন্দিরে দেখা সেই মেয়েটি! মাসের পর মাস যার মুখ ঝিকমিক করেছে ওর স্মৃতির জলে।

পাঁচ দিন পেরিয়ে গেছে। এই পাঁচ দিনে একে অপরের কাছাকাছি এসেছে গ্লকাস আর আয়োন। যে আয়োন সম্পর্কে জনরব ছিলো ভালোবাসা কাকে বলে জানে না, জীবনে কোনোদিন বিয়ে করবে না; সেই আয়োনের চোখে প্রেমের রঙ লেগেছে। আর গ্লকাস— সে তো ডুবতে বসেছিলো অনেক আগেই। ডোবাটা এবার সম্পূর্ণ হলো শুধু।

www.boiRboi.net

গ্লকাস এখন দিনে অন্তত একবার আয়োনের বাড়িতে আসে। আরো অনেকে আসে, তবে গ্লকাসের মতো নিয়মিত কেউ নয়। গ্লকাস এলে যতটা খুশি হয় আয়োন অন্য কেউ এলে ততটা হয় না। এর ভেতরেই পম্পেই শহরে কানাকানি শুরু হয়ে গেছে—এতদিনে বোধহয় বিয়ের ফুল ফুটবে আয়োনের জীবনে।

সেদিন সন্ধ্যায় গ্লকাস আর আয়োন সাগরে প্রমোদ ভ্রমণ সেরে ফিরছে।

গোধূলী লগ্নের জল কেটে ওদের নৌকা ধীরগতিতে এগোচ্ছে তীরের দিকে। গ্লকাস শুয়ে আছে আয়োনের পায়ের কাছে। চোখ দুটো বন্ধ। চোখ খুললেই ও দেখতে পারে আয়োনের মুখ। কিন্তু কেন যেন সাহস পাচ্ছে না। অবশেষে নীরবতা ভাঙলো আয়োন।

'আমার বেচারা ভাইটা,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বললো, 'আমাদের মতো এমন বেড়াতে পারলে কী খুশি হতো!'

'তোমার ভাই!' গ্লকাস বললো, 'আমি দেখিনি তো! কি করে দেখবো বলো, তোমার সাথে দেখা হওয়ার পর থেকে তুমিই আমার মন জুড়ে থাকো।—তবু অন্তত একটা কথা আমার জিজ্ঞেস করা উচিত ছিলো—নিয়াপোলিস-এ সেদিন মিনার্ভার মন্দিরে তোমার সাথে যাকে দেখেছিলাম সে কে?'

'সে-ই আমার ভাই।'

'ও এখানে আছে?'

'হ্যাঁ।'

'এই পম্পেই-এ!—অথচ তোমার সাথে থাকে না! অসম্ভব!'

'অসম্ভব কেন? ওর নিজের কাজ আছে না? ও আইসিসের পুরোহিত।'

www.boiRboi.net

'আইসিসের পুরোহিত! এত কম বয়েসে! যতটুকু শুনেছি, আইসিসের পুরোহিত হওয়া মানে জীবনের সব সুখ, আনন্দ বিসর্জন দেয়া। মনের ভেতর বড় দুঃখ না থাকলে কেউ এ কাজে ঢুকতে পারে,. আমার বিশ্বাস হয় না।'

'দুঃখ তো একটু আছে—আমার বা তোমার যে দুঃখ তা ওরও আছে। আসলে ছেলেবেলা থেকেই ও একটু ধর্মভীরু প্রকৃতির, তার সঙ্গে যোগ হয়েছে এক মিশরীয় ভদ্রলোকের প্রভাব। তাছাড়া হয়তো আইসিসের পুরোহিতদের যেসব অদ্ভুত নিয়মকানুন কড়াকড়ি ভাবে পালন করতে হয় সেগুলো ওকে আকর্ষণ করেছিলো।'

'তা না হয় হলো, কিন্তু এখন ও অনুশোচনা করে না?—নাকি সুখেই আছে পুরোহিত হয়ে?'

গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুখের ওপর ঘোমটা টেনে দিলো আয়োন। নিরবে পেরিয়ে গেল কয়েক মুহূর্ত। তারপর বললো, 'আমি ঠিক জানি না। এপিসাইডেস খুব চাপা স্বভাবের। ও সুখী কি অসুখী আমি টের পাইনি এখনো।'

'তোমাদের এই মিশরীয়টা কে? কোনো পুরোহিত?'

'না, আমার বাবার বন্ধু ছিলেন। খুব ধনী। মারা যাওয়ার সময় বাবা ওঁরই হাতে আমাদের লালনপালনের ভার দিয়ে গিয়েছিলেন।'

'আশ্চর্য লোক তো! জানে আইসিসের পুরোহিত হওয়া কী কষ্টের, তবু ছেলেটাকে একাজে ঢোকালো? সুবিধার লোক মনে হচ্ছে না।'

'না, না, উনি ভালো লোক, আমাদের সুখ ছাড়া কিছু চাননি কখনো। ছেলেবেলায় আমরা এতিম হয়েছি, কিন্তু কখনো বুঝতে পারিনি বাবা মায়ের অভাব। বাবার স্নেহে আমাদের বড় করে

www.boiRboi.net

তুলেছেন আর্বাসেস।'

'আর্বাসেস! ভদ্রলোককে তো চিনি—অবশ্য চিনি বলতে যা বোঝায় তা ঠিক নয়, একদিন মাত্র আলাপ হয়েছে। শুনেছি খুবই নাকি পয়সাওয়ালা লোক।'

'হ্যাঁ, মানুষ হিশেবেও ভালো। জ্ঞানী, ভদ্র, বিনয়ী। গুণীজনের কদর করতে জানেন। অদ্ভুত ঠাণ্ডা মেজাজ। কোনো কিছুই তাঁকে বিচলিত করতে পারে না। অনেকটা ঐ পাহাড়ের মতো।' ভিসুভিয়াসের দিকে আঙুল তুলে ইশারা করলো আয়োন।

ওর ইশারা অনুসরণ করে তাকালো গ্লকাস। তারপরই বিস্মিত কণ্ঠে অস্ফুটে বলে উঠলো, 'কি সুন্দর!'

'কী সুন্দর, গ্লকাস?' প্রশ্ন করলো আয়োন।

'ঐ যে দেখ! সাগর তীর থেকে থাকে থাকে শাদা বাড়ি উঠে গেছে ভিসুভিয়াসের গা বেয়ে। যেন ঝাঁকে ঝাঁকে শাদা পায়রা পাহাড়ের গায়ে বসে সমুদ্রের রূপ দেখছে।'

'কিন্তু ভিসুভিয়াস তো সাগরের রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছে, মনে হচ্ছে না! দেখেছো ওর চূড়ার ওপরে? ঐ মেঘটাকে আমি দেখছি তিন দিন ধরে ওই এক জায়গায় কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে আছে ছাই রঙা হিংস্র জানোয়ার মত! প্রাচীন পুঁথিতে পড়েছি, বহু শতাব্দী আগে ভিসুভিয়াস যখন আগুন ওগরাতো, তখন নাকি অগ্ন্যুৎপাতের আগে ওরকম মেঘের মতো জমে থাকা ধোঁয়া দেখা যেতো ওর মাথায়।'

মুহূর্তের জন্যে একটু যেন দুশ্চিন্তার ছায়া পড়লো গ্লকাসের মুখে। পরক্ষণেই সব ভয় ভাবনা ঝেড়ে ফেলে দিলো মন থেকে। প্রায় হাজার বছর আগুন ওগরায়নি ভিসুভিয়াস। নিশ্চয়ই ওর ভেতরের আগুন নিভে গেছে চিরতরে। নইলে এই হাজার বছরে একবারও

কি অগ্ন্যুৎপাত হতো না? নাহ, খামোকাই ভয় পাচ্ছে আয়োন। আবার অগ্ন্যুৎপাত মানে পম্পেই হারকিউলেনিয়ামের মতো সমৃদ্ধ নগরগুলো ধ্বংস হয়ে যাওয়া। বহু শতাব্দীর চেষ্টায় যে আনন্দের মেলা মানুষ গড়ে তুলেছে ভিসুভিয়াসের চারধারে তা আগুন-বন্যার নিচে চাপা পড়ে যাবে—নিয়তির বিধান এতখানি নিষ্ঠুর কখনোই হতে পারে না।

তিন

পম্পেই-এর ব্যস্ত রাজপথ ধরে হেঁটে চলেছে আর্বাসেস। আইসি-সের মন্দিরের দিকে যাচ্ছে।

লম্বা, একটু রোগাটে শরীর লোকটার। গায়ের রঙ রোদে পোড়া ধরনের তামাটে, একটু কালোর ধার ঘেঁষা। প্রাচ্যের লোক হলেও সামান্য গ্রীক ছাপ রয়েছে তার চেহারায়—বিশেষ করে থুতনী, ঠোঁট আর ভুরুতে। নাকটা খাড়া। দৃঢ় চোয়াল। বয়েস চল্লিশের কোঠায় তবে দেখায় অনেক কম।

আর্বাসেস মিশরীয়।

শুধু মিশরীয় নয়, মিশরের বিলুপ্ত ফারাও বংশের একমাত্র জীবিত বংশধর বলে সে দাবি করে নিজেকে। মিশরের বিস্মৃত জ্ঞানভাণ্ডারের অনেকখানিই তার আয়ত্বে আছে বলে শোনা যায়। একই সঙ্গে

www.boiRboi.net

বিপুল ঐশ্বর্য আর অগাধ জ্ঞানের অধিকারী আর্বাসেস। প্রচলিত দর্শন বিজ্ঞান তো বটেই প্রাচীনকালের জ্যোতিষশাস্ত্র ও যাদুবিদ্যা পর্যন্ত তার নখদর্পণে।

গ্লকাসের মতো আর্বাসেসেরও স্থায়ী কোনো ঠিকানা নেই। কারণ গ্রীসের মতো মিশরও আজ রোমানদের দখলে। জাত্যাভিমানী আর্বাসেস আত্মসম্মান নিয়ে বাস করতে পারেনি নিজের দেশে। তাই গ্লকাসের মতোই ঘুরে বেড়ায় আজ এখানে কাল ওখানে। বিভিন্ন বড় বড় নগরে তার বাড়ি আছে, কিন্তু কোথাও একটানা বেশিদিন থাকে না। ক'মাস আগে নিয়াপোলিস থেকে পম্পেই-এ এসেছে সে।

পম্পেই-এর একপ্রান্তে বিরাট জায়গা জুড়ে আর্বাসেসের প্রাসাদোপম বাড়ি। সেখানে অসংখ্য দাসদাসী নিয়ে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করে সে।

হাঁটতে হাঁটতে আইসিসের মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ালো আর্বাসেস। মন্দিরে তখন অনেক মানুষের ভীড়। বেশির ভাগই বণিক শ্রেণীর। দেবীর উদ্দেশ্যে বলিদান করে তাঁর প্রত্যাদেশ শুনতে এসেছে।

আইসিস মূলতঃ মিশরীয়দের দেবী। তবে ইতালিতেও তাঁর পূজা চলছে বহুদিন ধরে। পম্পেই-এ প্রাচীন এক মন্দির ছিলো আইসিসের। ষোল বছর আগে প্রবল এক ভূমিকম্পে সেটা ধ্বংস হয়ে গেছে। আগের মন্দিরের ধ্বংসস্তূপের ওপর গড়ে উঠেছে এক নতুন মন্দির। নতুন করে প্রতিমা স্থাপন করা হয়েছে তাতে। এই প্রতিমার বিশেষ বৈশিষ্ট্য, দেবী নিজে কথা বলেন এর মুখ দিয়ে। তাই দেবীর অলৌকিক প্রত্যাদেশ শোনার জন্যে প্রতিদিনই প্রচুর জন-

www.boiRboi.net

সমাগম হয় মন্দিরে। এই মন্দির আকারে আয়তনে আগেরটার চেয়ে ছোট হলেও চেহারায় অনেক সুন্দর, অনেক মহিমান্বিত। প্রচুর টাকা খরচ করতে হয়েছে এটা বানাতে। কিন্তু এই বিদেশ বিভুঁই-এ মিশরীয় দেবীর মন্দির পুনর্গঠনের জন্যে এত টাকা এলো কোথা থেকে? কেউ জানে না। জানে একমাত্র ক্যালেনাস—মন্দিরের প্রধান পুরোহিত। কেউ জানে না যে কথা সেকথা ক্যালেনাস জানে তার কারণ, টাকাটা খরচ হয়েছে তার হাত দিয়ে।

কে সেই বদান্য লোকটি?—যে ইতালির এক ছোট্ট নগরে প্রাচীন মিশরের দেবীর পূজা-মন্দির গড়ে তুলবার জন্যে এমন মোটা অঙ্কের টাকা ব্যয় করেছে?—তার নাম আর্বাসেস। সে নিজে আইসিসের উপাসক, কাজেই তার দেবীর বিধ্বস্ত মন্দির আবার তৈরি করিয়ে দেয়া তার পক্ষে অস্বাভাবিক নয়।

প্রশস্ত সাতটা মর্মরের ধাপ টপকে উঠতে হয় মন্দির চত্বরে। এ মুহূর্তে ধাপগুলোর ওপরে দু'পাশে দু'জন পুরোহিত দাঁড়িয়ে আছে। দু'জনেরই ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত। নিম্নাঙ্গে ঢোলা পোশাক ঝুলে পড়েছে পা পর্যন্ত। চত্বরের এখানে ওখানে ছোট ছোট বেদীতে নানা দেব দেবীর মূর্তি। সবই মিশরীয়। মূল মন্দির ভবনের ভেতর প্রশস্ত একটা কামরা, অনেকটা হল কামরার মত। তার একপ্রান্তে উঁচু একটি বেদী। তার ওপর দাঁড়িয়ে আছে দেবী আইসিসের প্রকাণ্ড প্রতিমা। পাশে আরেকটি মূর্তি, আইসিসের সঙ্গী অরাসের।

মিশরীয়দের কাছে অত্যন্ত পবিত্র পাখি আইবিস-এর ঝাঁক নির্ভয়ে ঘুরে বেড়ায় চত্বরে, বেদীর ওপরে, নিচে। পূজা দিতে আসা ভক্ত-দের ছড়িয়ে দেয়া দানা খায় খুঁটে খুঁটে। কখনো বা মন্দির চূড়ায় বসে কৌতূহলী চোখে দেখে ভক্ত বা পুরোহিতদের কাজকর্ম।

আর্বাসেস এগিয়ে গিয়ে ভক্তদের একজনকে জিজ্ঞেস করলো, 'কি উদ্দেশ্যে পূজা দিতে এসেছো তোমরা? আয়োজন দেখে মনে হচ্ছে বলি দেয়া হবে, মানে দেবীর বাণী শুনতে চাও, তাই না?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিলো লোকটা। 'আমরা বণিক। কাল আমাদের জাহাজ রওনা হবে আলেকজান্দ্রিয়ার পথে। আমরা জানতে এসেছি, বাণিজ্য শেষে নিরাপদে ফিরবে তো জাহাজগুলো?'

'আমার মনে হয় দেবীর বাণী তোমরা পাবে। আইসিস যদিও কৃষির দেবী তবে বাণিজ্যের পৃষ্ঠপোষকতাও উনি করে থাকেন।' বলে আর্বাসেস পুব দিকে মুখ ঘুরিয়ে প্রার্থনায় মগ্ন হয়ে গেল।

সিঁড়ির ধাপগুলোর কাছে নতুন একজন পুরোহিত এগিয়ে এলো। মাথা থেকে পা পর্যন্ত তার শাদা আলখাল্লায় ঢাকা। খালি গা যে দু'জন পুরোহিত দু'পাশে দাঁড়িয়ে ছিলো তারা চলে গেল, মন্দিরের ভেতর থেকে আরো দু'জন একই পোশাক পরা পুরোহিত এসে দখল করলো তাদের জায়গা। আরেকজন পুরোহিত বাঁশির মতো একটা বাদ্যযন্ত্র হাতে গিয়ে বসলো সিঁড়ির একেবারে নিচের ধাপে। দেবী আইসিসের মূর্তির সামনে জ্বলছে বিরাট এক অগ্নিকুণ্ড। দু'জন পুরোহিত এসে দাঁড়ালো তার দু'পাশে। একজনের হাতে রেকাবিতে ধুপধুনোর স্তূপ, অন্যজনের হাতে একটা পশুর কাটা হৃৎপিণ্ড। আড়ালে কোথাও পশুটাকে বলি দিয়ে হৃৎপিণ্ডটা নিয়ে আসা হয়েছে।

আপাদমস্তক আলখাল্লাধারী পুরোহিত এবার একটা ইশারা করলো। অমনি অদ্ভুত সুরে বাঁশির মতো বাদ্যযন্ত্রটা বাজাতে শুরু করলো সিঁড়ির নিচের ধাপে বসা পূজারী। উপরের ধাপে দাঁড়ানো দুই অর্ধনগ্ন পূজারী শুরু করলো নাচ। সে কি নাচ! উন্মাদ হয়ে

www.boiRboi.net

গেছে যেন লোক দুটো।

পূজা দিতে আসা জনতার গুঞ্জন থেমে গেছে। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে তারা। বুঝতে পারছে, কিছু ঘটবে এবার। প্রধান পুরোহিত এগিয়ে গেল অগ্নিকুণ্ডের কাছে। মুঠোভর্তি ধূপ নিয়ে ছেড়ে দিলো আগুনে। সুগন্ধে ভরে গেল সারা মন্দির। পুরোহিত তারপর দু'হাতে উঁচু করে ধরলো বলির পশুর হৃৎপিণ্ডটা। ধীরে ধীরে নামিয়ে এনে ওটাও ছেড়ে দিলো আগুনে। যে দুই পুরোহিত উন্মাদ নৃত্য করছিলো ক্লান্তির চরম সীমায় পৌঁছে গেছে তারা। হঠাৎ দু'জন দু'হাতে মুখ ঢেকে লুটিয়ে পড়লো মাটিতে। ঠিক সেই সময় মন্দিরের ভেতর জ্বলে উঠলো আইসিসের মূর্তি। বাঁশি বাজানো বন্ধ করলো সিঁড়ির নিচের পুরোহিত।

চারদিকে অটুট স্তব্ধতা। আইসিসের মূর্তি জ্বলছে এখনো। প্রধান পুরোহিত তৃষিত চোখে তাকিয়ে আছে দেবীর দিকে। হঠাৎ গম্ভীর একটা আওয়াজ বেরোলো দেবীমূর্তির ভেতর থেকে। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো দর্শকদের। প্রধান পুরোহিত ভক্তিগদগদ হয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো মাটিতে।

আইসিসের মূর্তির ভেতর থেকে তখন ফাঁপা স্বরে কথা বেরোচ্ছে:

'ধেয়ে আসছে ঢেউ রণাঙ্গণের ঘোড়ার মতো,
পাতাল তলে পাথর কুঁদে তৈরি হয়েছে কবর, শান্তিময়,
ভবিষ্যতের গর্ভে লুকিয়ে আছে বিপদ, দুর্ভাগ্য,
ভয় কী তাতে? মায়ের আশীর্বাদ আছে তোমাদের ওপর।'

ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল শব্দ। স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো জনতা।

'এর চেয়ে স্পষ্ট আর কি হতে পারে?' বিড় বিড় করলো এক বণিক। 'ঝড় হবে সাগরে। এখন শরতের শুরু। এ সময় প্রায়ই

www.boiRboi.net

ওরকম হয়। তবে আমাদের জাহাজগুলো বেঁচে যাবে। আমি তো এ ছাড়া আর কোনো অর্থ করতে পারছি না দেবীর কথার।'

শুনে সমস্বরে জয়ধ্বনি করে উঠলো বণিকরা :

'জয় দেবী আইসিসের জয়! জয় দেবী আইসিসের বাণীর জয়!'

হাত তুলে সবাইকে চুপ করতে বললো প্রধান পুরোহিত। গাঢ়, উদাত্তস্বরে সমাপনী প্রার্থনা করলো সে। শেষ হলো পুজা অনুষ্ঠান। আরেকবার জয়ধ্বনি দিয়ে ফিরে চললো বণিকরা। ওরা এখন নিশ্চিন্ত। ওদের জাহাজগুলো যে নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছুবে, এবং নিরাপদেই সেখান থেকে ফিরে আসবে সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহ আর নেই। দেবী আইসিসের আশীর্বাদ আছে তাদের ওপর, সুতরাং ভয় কী?

সব লোক মন্দির ছেড়ে চলে গেল, কেবল আর্বাসেস ছাড়া। আর্বাসেস এখনো দাঁড়িয়ে। চোখ বুঁজে দেবীর ধ্যানে মগ্ন। ধীরে ধীরে পুরোহিতরাও সবাই চলে গেল মন্দিরের ভেতর। একটু পরে প্রধান পুরোহিত বেরিয়ে এলো আবার। আর্বাসেসের সামনে এসে দাঁড়ালো।

চোখ খুললো আর্বাসেস। মৃদু হাসি ফুটে উঠলো তার মুখে। বললো, 'দেখলে তো, ক্যালেনাস, আমার পরামর্শ মতো কাজ করেছো বলে দেবীর বাণী আজ কেমন স্পষ্ট শোনা গেল! বাণীটা বড় সুন্দর রচনা করেছো আজ। এরকমই বলবে রোজ। আশার কথা শোনাবে। আশার কথা শুনতে পছন্দ করে মানুষ। তবে হ্যাঁ, কখনো যদি অসম্ভব কিছু আশা করে বসে তাহলে তো তুমি নিরুপায়, নিরাশ করতেই হবে।'

'আমি অবশ্য চেষ্টা করি যাতে দু'কূলই রক্ষা হয়,' জবাব দিলো

প্রধান পুরোহিত ক্যালেনাস। 'আজ যেমন বললাম, পাতাল তলে তৈরি হয়েছে শান্তিময় কবর—এই শান্তির কবরে স্থান পাওয়াও কি দেবীর আশীর্বাদ নয়?'

হাসলো আর্বাসেস। 'ঠিক। এপিসাইডেস যদি তোমার মতো জ্ঞানী হয়ে ওঠে, আমার আর কোনো চিন্তা থাকবে না। চলো, গোপনে একটু আলাপ করবো তোমার সাথে।'

'নিশ্চয়ই,' বলে ক্যালেনাস তার খাস কামরায় নিয়ে গেল আর্বাসেসকে। দরজা বন্ধ করে দিয়ে বললো, 'বলুন এবার। কেউ আমাদের বিরক্ত করবে না।'

'এপিসাইডেস সম্পর্কে বলো আগে। ছেলেবেলা থেকেই ওকে শিখিয়েছি দেবী আইসিসকে ভক্তি করতে, বিশ্বাস করতে, তারপর ভিড়িয়ে দিয়েছি তোমার সঙ্গে। এখন বলো কেমন বুঝছো ওকে?'

'না, ভালো বুঝতে পারছি না,' খোলাখুলি স্বীকার করলো ক্যালেনাস। 'সব সময় গম্ভীর থাকে, বিশেষ করে দেবীর দৈববাণীর সময়গুলোতে। আমাদের সাথে ঠিক যেন মিশতে চাইছে না ছেলেটা। একা বসে বসে ভাবে কি সব। একাই ঘুরে বেড়ায় নদীর ধারে, বনের ভেতর। আমার অনুমতির তোয়াক্কা করে না। মন্দিরের কাজে কোনো আগ্রহ নেই। একদিন তো দেখি আমাদের সব দেব দেবী মিথ্যা বলে প্রচার করছে যারা সেই নাযারেনদের কয়েকজনের সাথে আলাপ করছে। এই অবস্থায় আমাদের গোপন ব্যাপারগুলোয় ওকে টেনে আনার সাহস পাচ্ছি না।'

'হুঁ, এতদূর এগোবে আমি ভাবিনি! ঠিক আছে, যতদূর পারো তুমি ওকে সাথে সাথেই রেখো। এর ভেতর আমি কথা বলবো ওর সাথে। যে বিশ্বাসে ওর চিড় ধরেছে তা আবার ফিরিয়ে আনবো।

আবার ওকে শেখাবো আমি। দেবী আইসিসের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা ফিরিয়ে আনবো। তুমি চিন্তা কোরো না, ক্যালেনাস, সব ঠিক হয়ে যাবে। শপথ নিয়ে যে আইসিসের পুরোহিত হয়েছে তার কি পিছিয়ে যাবার উপায় আছে? ভাইটাকে আগে পথে আনি তারপর ধরবো বোনকে। তোমাকে তো বলেছি, মেয়েটাকে আমি আমার রানী করতে চাই—আমার হৃদয়ের আইসিস করতে চাই—।'

'জি, বলেছেন,' বললো ক্যালেনাস। 'শুনেছি ও নাকি রূপে হেলনের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়?'

'ঠিকই শুনেছো। গুণেও তেমনি। আমার স্ত্রী হতে হলে যা যা দরকার তার সব ওর আছে। কবিতা যেন লেগেই আছে ঠোঁটে। আর গান—সে যে না শুনেছে তাকে বলে লাভ নেই। আমি ওর শরীর মন তুটোই অধিকার করতে চাই।'

'মানে! ওর মন এখনো পাননি নাকি?'

'না। ও আমাকে ভালোবাসে—তবে বন্ধু হিশেবে, প্রেমিক হিশেবে নয়। আমাকে ওর প্রেমিক হতে হবে।'

'পারবেন তো? ইতালির বীরপুরুষরা কিন্তু মেয়েদের মন ভোলা-তে ওস্তাদ।'

'এ ক্ষেত্রে ওদের ওস্তাদী খাটবে না। বর্বর রোমানদের ঘৃণা করে আয়োন। আমিই শিখিয়েছি করতে। যাক, এখন শোনো, যে জন্যে এসেছি তোমার কাছে—আয়োনের মন আমার দিকে ঝোঁকানোর জন্যে তোমার সাহায্য চাই।'

'আমার সাহায্য! আমি কি সাহায্য করবো?'

'বলছি—খুব শিগগিরই ওকে দাওয়াত করবো আমার বাড়িতে। ওর চোখ ধাঁধিয়ে দেবো। শুধু ঐশ্বর্য না, আমার যা যা আছে—

www.boiRboi.net

জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রতিভা সব কিছুর পরিচয় দেবো ওকে। তারপর ধর্মের রহস্যময়তার আবরণে ওর সামনে মেলে ধরবো প্রেমের গোপন কথা।'

'আচ্ছা, বুঝেছি আপনার উদ্দেশ্য।'

'তাহলে তৈরি থেকো। সময় হলে তোমাকে খবর দেবো।'

মন্দির থেকে বেরিয়ে আয়োনের বাড়ির পথে রওনা হলো আর্বাসেস।

এখন বিকেল। সূর্য ঢলে পড়েছে পশ্চিমাকাশে। বড় বড় বাড়ির ছায়ায় ঢাকা পড়েছে রাজপথ। ছায়া আর্বাসেসের মনেও। ক্যালেনাসের সাথে কথা বলে আজ চিন্তিত হয়ে পড়েছে সে। এপিসাইডেসকে আইসিসের পৌরোহিত্যে লাগিয়ে দিয়ে ভেবেছিলো, এ-বিষয়টাতে আপাতত নিশ্চিন্ত হওয়া গেছে। কিন্তু তা যে হয়নি তা স্পষ্ট হয়ে গেছে ক্যালেনাসের কথায়। ক্যালেনাস যা বললো তা যদি সত্যি হয়, তাহলে বলতে হবে পরিস্থিতি বেশ জটিল হয়ে উঠেছে। আইসিসের মন্দিরে যারা থাকে তারা যদি মনেপ্রাণে দেবীর ভক্ত না হয় তাহলে যে কোনো মুহূর্তে সর্বনাশ ঘটে যেতে পারে। ওখানে এমন সব ঘটনা ঘটে বা ঘটাতে হয় যা বাইরে প্রকাশ হয়ে পড়লে মুশকিল। ইতালি থেকে আইসিসের পূজা হয়তো একেবারে শিকড়শুদ্ধ উপড়ে যাবে। তার অর্থ এদেশে আর্বাসেসের প্রভাব প্রতিপত্তি যতটুকু আছে তার বেশিরভাগই লুপ্ত হয়ে যাওয়া। তা কিছুতেই হতে দিতে পারে না সে। কিছু একটা করতে হবে এপিসাইডেসের ব্যাপারে। কিন্তু কী?

এমনিতেই আয়োনকে নিয়ে একটা দুশ্চিন্তায় ভুগছে আর্বাসেস

গত কিছুদিন ধরে। ওর প্রস্তাবে রাজি হবে তো মেয়েটা? অনেক গুণ আয়োনের। অসামান্য রূপসী, প্রতিভাময়ী, চরিত্রে দৃঢ়তা আছে। ওকে যখন ওর বাবা আর্বাসেসের হাতে তুলে দেয় তখন সে বাচ্চা মেয়ে। আর্বাসেসের ধারণা, সে-ই আয়োনকে গড়ে তুলেছে এত সুন্দর, এত মহৎ ক'রে। সুতরাং আয়োনকে পাওয়ার অধিকার যদি কারো থাকে তো আছে তার। এগুলো যুক্তির কথা। কিন্তু, এমন অকাট্য যুক্তি থাকা সত্ত্বেও নিশ্চিন্ত হতে পারছে না আর্বাসেস। এপিসাইডেসকে পুরোহিত বানিয়ে ভেবেছিলো নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, ছোকরা আর কোনো গোলমাল করতে পারবে না। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। আয়োনের ক্ষেত্রেও যদি তেমন ঘটে? ও ভাবছে, আয়োনের ওকেই বিয়ে করা উচিত, আয়োন যদি তা না ভাবে?

আর্বাসেস আয়োনের অভিভাবক। দেশের আইন যথেষ্ট অধিকার দিয়েছে তাকে আয়োনের ওপর। কিন্তু তার অর্থ এই নয় সে চাইলেই বিয়ে করতে পারে আয়োনকে। বিয়ের ব্যাপারে আয়োন সম্পূর্ণ স্বাধীন। ইচ্ছে করলে আর্বাসেস বল প্রয়োগ করতে পারে। কিন্তু তা সে চায় না। আয়োনের নিজস্ব মতামত আছে। জোর করে তার ওপর কিছু চাপাতে গেলে সে নিশ্চয়ই বিদ্রোহী হয়ে উঠবে। তাছাড়া এসব ব্যাপারে জোর ক'রে জয়লাভ করা পরাজয়ের নামান্তর।

ভাবতে ভাবতে পথ চলছে আর্বাসেস। কিছুক্ষণের মধ্যে শহরের প্রান্তে ছোট এক উপবনে এসে পৌঁছুলো সে। পথের দু'পাশে বিস্তৃত এই বন। অদূরে বয়ে চলেছে সার্নাস নদী কুলকুল করে। হঠাৎ আর্বাসেসের চোখ গেল নদীর তীরে একটা গাছের গোড়ায়। এপিসাইডেস বসে আছে হেলান দিয়ে। মাটির দিকে চোখ। ভুরু কুঁচকে

www.boiRboi.net

উঠলো আর্বাসেসের। মনে মনে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে এগোলো ছেলেটার দিকে। কাছে গিয়ে ওর কাঁধে একটা হাত রেখে ডাকলো :

'এপিসাইডেস !'

চমকে মুখ তুলে তাকালো তরুণ পুরোহিত। আর্বাসেসকে দেখে তীব্র ঘৃণা ফুটে উঠলো চোখে। আর্বাসেস যেন তা দেখেও দেখলো না।

'কি হয়েছে, বাপ ? তুমি আমাকে এড়িয়ে চলছো কেন ক'দিন ধরে ?'

কোনো কথা বললো না এপিসাইডেস। ধীরে ধীরে চোখ নামিয়ে নিলো আবার মাটির দিকে।

'কথা বলো, এপিসাইডেস,' আবার বললো আর্বাসেস, 'কিছু নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত তুমি। কি ?—বলো আমাকে।'

এখনো চুপ এপিসাইডেস। আর্বাসেস আবার বললো, 'বলবে না আমাকে ?'

তীব্র আবেগে এবার ফেটে পড়লো তরুণ পুরোহিত। 'না ! তোমাকে আমার কিছু বলার নেই !'

'কেন ? আমাকে তুমি আর বিশ্বাস করো না ?'

'না।'

'কেন ?'

'কারণ তুমি আমার শত্রু।'

ভয়ানক ক্রোধে জ্বলে উঠলো আর্বাসেসের পা থেকে মাথা পর্যন্ত। তবু সে শান্ত রইলো ওপরে ওপরে। সন্দেহ নেই ছোকরা রেগে গেছে। রাগের জবাবে পালটা রাগ করলে অনেক সময় কাজ হয়, তবে এ ক্ষেত্রে যে হবে না তা জানে আর্বাসেস। খুবই মর্মাহত

www.boiRboi.net

হয়েছে এমন ভঙ্গিতে ফিসফিস করে সে বললো, 'শত্রু !' তারপর এপিসাইডেসের হাত ধরে কিছু দূরে একটা কাঠের আসনে নিয়ে গিয়ে বসালো। নিজে বসলো পাশে। গম্ভীর কণ্ঠে বললো, 'এসো, এপিসাইডেস, আমরা খোলাখুলি আলাপ করি—'

'আলাপ করার আছেটা কী ?'

'আছে। তুমি বলছো আমি তোমার শত্রু। কারণটা বুঝতে পারছি। আমি তোমাকে আইসিসের পুরোহিত হতে বলেছিলাম। সে জন্যে ওদের যত ভণ্ডামী যত দুষ্কৃতি দেখে আমাকেই তুমি দায়ী ভাবছো। ভাবছো আমি তোমাকে কৌশলে এই ভণ্ডামির ভেতর নিয়ে গেছি। ভাবছো আমিও ঐ ভণ্ডদের এক—'

'ভাবছি না, আমি বিশ্বাস করি—অন্তর থেকে বিশ্বাস করি তুমি ঐ ভণ্ডদের একজন—না, তুমি ঐ ভণ্ড জোচ্চোরদের সর্দার। নইলে—নইলে এমন কুশিক্ষা তুমি আমাকে দিলে কেন ? এমন কুপথে আমাকে আনলে কেন ? ছেলেবেলা থেকে আমাকে শিখিয়েছো, পৃথিবী বড় কদর্য জায়গা, নরকের ওপিঠ মাত্র। এই কদর্যতা থেকে নিজেকে বাঁচাতে হলে মহাদেবী আইসিসের শরণ নেয়া ছাড়া উপায় নেই। আমি সরল মনে তোমার কথা বিশ্বাস করেছিলাম। বিশ্বাস করে আমি দেবী আইসিসের জন্যে অলৌকিক এক প্রেম অনুভব করেছিলাম মনে মনে।

'তারপর তোমার প্ররোচনায় যেদিন সংসার ত্যাগ করে আইসিসের পুরোহিত হলাম সেদিন থেকেই আমার ভুল ভাংতে শুরু করলো। সংসার কদর্য স্থান কিনা আমি জানি না, ও সম্পর্কে আমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই, তবে গত কয়েকটা মাসে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে পৃথিবীর আর কিছু না হোক তোমার এই আইসিসের

www.boiRboi.net

মন্দিরটি যে অতি কদর্য স্থান সে সম্পর্কে আমার কোনো সন্দেহ নেই। আগাগোড়া একটা ভণ্ডামির পীঠস্থান। পুরোহিত সেজে যারা মন্দিরের কাজ চালাচ্ছে তারা সবাই এক একটা মহাভণ্ড। দেবীর নাম করে মানুষের জানা অজানা হাজার রকমের কুকর্ম তারা করে যাচ্ছে। পবিত্র শপথ নিয়েছে, তারা সব ধরনের বিলাসিতা থেকে দুরে থাকবে। কিন্তু কাজের বেলায় দেখা যায় ভালো থাকা খাওয়া তো বটেই, মদ বা নারীতেও তাদের বিন্দুমাত্র অনাসক্তি নেই। নানা ছলে তারা জনসাধারণের কাছ থেকে অর্থ আদায় করে। হ্যাঁ, তোমার ঐ দেবীর নাম করেই করে। শেষ পর্যন্ত ঐ টাকা পুরোহিতরাই আত্মসাৎ করে। যে বিলাস থেকে দুরে থাকবে বলে শপথ নিয়েছে সেই বিলাসেই গা ভাসিয়ে দেয়। নিজেদের জঘন্য কাজকর্মের ভেতর স্বয়ং দেবীকেও টেনে নামাতে সংকোচ নেই তাদের। প্রতিমার মুখ দিয়ে যে দৈববাণী হয় সেগুলো কী? মূর্তির ভেতরটা ফাঁপা, তার ভেতর লুকিয়ে থাকে ভণ্ড এক পুরোহিত, প্রধান পুরোহিতের ইঙ্গিতে সে বিকৃত স্বরে সুর করে আউড়ে যায় শেখানো বুলি। প্রধান পুরোহিত নিজে তৈরি করে দৈববাণীগুলো তারপর মুখস্থ করায় সেই পুরোহিতকে। এই যদি তোমার সব পঙ্কিলতা, সব কদর্যতা থেকে মুক্তির আদর্শ স্থানের নমুনা হয় তাহলে আমি বলবো, দরকার নেই আমার অমন মুক্তির। পঙ্কিলতার মধ্যেই আমি থাকবো।'

থামলো এপিসাইডেস। ওর চোখ এখনো মাটির দিকে। আর আর্বাসেস কাঁপছে থরথর করে। ভাগ্য ভালো, এপিসাইডেসের হাত সে আগেই ছেড়ে দিয়েছিলো, নইলে ছোকরা টের পেয়ে যেতো এই কাঁপুনি। ক্রোধ, হতাশা আর ধরা পড়ে যাবার লজ্জা থেকে আত্ম-

www.boiRboi.net

সংবরণ করার আপ্রাণ চেষ্টা করছে আর্বাসেস। সে জন্যেই তার এ কাঁপুনি।

প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে সামলে এপিসাইডেসকে ধরলো ধূর্ত মিশরীয়। মৃদু একটু হাসলো। না, লজ্জা নয়, সে হাসিতে যা ফুটে উঠলো তা কৌতুক। মুখ তুলে তার এই হাসি দেখে অবাক হলো এপিসাইডেস। এতসব কঠোর অভিযোগের জবাবে এমন হাসি! বোকা ছেলের বোকামি দেখে বাবা যেমন হাসে ঠিক তেমন করেই তো হাসছে লোকটা! তাহলে—তাহলে কি আগাগোড়াই ভুল বুঝেছে এপিসাইডেস?

'তুমি যা যা বললে সব ঠিক,' কৌতুকের হাসিটা মুখে ধরে রেখে বললো আর্বাসেস। 'এরকম সন্দেহ যে তোমার মনে জাগবে তা আমি জানতাম। ইচ্ছে করেই এসব কথা আমি তোমাকে জানাইনি। চেয়েছিলাম আগে সন্দেহ জাগুক তোমার মনে তারপর ভাংবো রহস্য।

'শোনো, এপিসাইডেস, আইসিসের সত্যিকারের উপাসনার কিছুই এখনো দেখোনি তুমি। তুমি কেন, ঐসব পুরনো পুরোহিতরাও কেউ দেখেনি। সে যোগ্যতাও ওদের নেই। আইসিসীয় ধর্মের কতক-গুলো আচার অনুষ্ঠান নিয়েই ওরা মেতে রয়েছে। ভেতরের ব্যাপারে ওরা ঢোকেনি, কোনোদিন ঢুকবেও না। তুমি যা দেখেছো তা ঐ আচার ছাড়া আর কিছু না। ভেবো না, এসব একেবারে মূল্যহীন। সাধারণ মানুষ—যাদের মেধার স্তর অতি নিচু তাদের সৎ পথে, ধর্মের পথে রাখতে আচার অনুষ্ঠানের প্রয়োজন আছে। কিন্তু তুমি তো সাধারণ মেধার নও। তা-ই যদি হতে তাহলে যাকে তুমি ভণ্ডামি বলছো তাকেই সত্যিকারের জ্ঞান ভাবতে। সাধারণ মানু-

যকে পথে রাখার জন্যে এই যে ছলনাটুকু করা হয় এটা তুমি ধরতে পারো কিনা পরীক্ষা করার জন্যেই আমি তোমাকে জানাইনি এসব কথা। এখন জেনেছি, তুমি সাধারণ নও। যারা দেবী আইসিসের পুরনো পুরোহিত তাদের অনেকের চেয়ে উপলব্ধি করার ক্ষমতা তোমার বেশি। তুমি যোগ্য মহাদেবী আইসিসের ভক্ত হওয়ার— হ্যাঁ, সত্যিকারের ভক্ত। তোমাকে আমি নিয়ে যাবো সেই মধুর উপাসনার মর্মমূলে। তুমি আমার ছেলের মতো, তোমাকে কি মরীচিকার পেছনে ছুটবার জন্যে সংসারের পঙ্কিলতা থেকে বেরিয়ে আসতে শিখিয়েছি ? না, না, এপিসাইডেস, অতটা নীচ আমাকে ভেবো না। আজ রাতে আমার বাড়িতে এসো, আইসিস-উপাসনার নতুন পর্যায়ের শিক্ষা শুরু হবে তোমার।'

'কি শেখাবে কে জানে ?' অস্ফুট কণ্ঠে বললো এপিসাইডেস। 'নতুন কোনো ভণ্ডামি—নতুন কোনো—'

'না—আমার কারণেই তোমার মনে অবিশ্বাস এসেছে ; তোমাকে আবার বিশ্বাসের পথে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব আমার। নইলে যে আমি দেবীর কাছে ক্ষমা পাবো না। যা বললাম, এসো আজ রাতে। আইসিস-উপাসনার সারকথা তুমি বুঝতে পারবে। তারপরও যদি আমার ওপর তোমার বিতৃষ্ণা থেকে যায় আমি আর কিছু বলবো না, তোমার যা ইচ্ছা কোরো। তাহলে এসো, যাওয়ার আগে আবার আমরা আগের মতো, বন্ধুর মতো হাত মেলাই।'

হতভম্ব এপিসাইডেস নিঃশব্দে হাত বাড়িয়ে দিলো। হাতটা নিজের মুঠোয় নিয়ে একটু চাপ দিয়ে ছেড়ে দিলো আর্বাসেস। তারপর রওনা হলো নিজের পথে।

* * * * *

আর্বাসেস যখন আয়োনের বাড়িতে ঢুকলো তখন প্রাঙ্গণের ফোয়ারাটার কাছে পাশাপাশি বসে আছে আয়োন আর গ্লকাস। দেখেই মেজাজটা খিঁচড়ে গেল আর্বাসেসের। ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো সে। তারপর পা টিপে টিপে এগোলো ওদের দিকে।

গ্লকাস তখন আয়োনের চোখে চোখ রেখে বলছে, 'মানুষ যখন প্রেমে পড়ে তখন মনে হয় কবিরা মানুষের আবেগ অনুভূতি নিয়ে যা যা লিখেছে সব সত্যি। সূর্যোদয় দেখে বা রাতের আকাশে তারা দেখে—'

'একেবারে খাঁটি কথা বলেছেন, জনাব গ্লকাস!'

চমকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো দু'জন। আর্বাসেসের শান্ত মুখটার ওপর চোখ পড়লো।

উঠে দাঁড়িয়ে চেষ্টা করে একটু হাসলো গ্লকাস। 'আমরা টের পাইনি আপনি এসেছেন!'

'না পাওয়ারই কথা,' অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে বললো আর্বাসেস। নিজে একটা শূন্য আসনে বসে বসতে ইশারা করলো গ্লকাসকে।

'ভালো হলো,' আয়োন বললো, 'তোমাদের দু'জনকে অবশেষে একসাথে দেখতে পেলাম। আমার কি ধারণা জানো?—দু'জনের মিল এত বেশি—কি জ্ঞানে, কি বুদ্ধিতে—বন্ধু হওয়ার জন্যেই জন্ম হয়েছে তোমাদের।'

'আগে আমার জীবনের পনরটা বছর ফিরিয়ে দাও,' জবাব দিলো আর্বাসেস, 'তারপর ওর বন্ধু হতে বলো। জনাব গ্লকাসের বন্ধু হতে পারলে খুশিই হবো আমি, কিন্তু বিনিময়ে দেবো কী? ওর বয়েস ওকে যা যা করার স্বাধীনতা দিয়েছে আমার পক্ষে তা কি সম্ভব? কথায় কথায় ভোজ, ইচ্ছে হলেই বাজি ধরে পাশা খেলা—'

www.boiRboi.net

হতাশ ভঙ্গিতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুখ নিচু করলো আর্বাসেস, মুখ নিচু করলেও আড়চোখে সে লক্ষ্য করতে লাগলো আয়োনের প্রতিক্রিয়া।

'আপনি ঠিকই বলেছেন, আর্বাসেস,' জবাব দিলো গ্লকাস। 'আমরা একে অপরকে শ্রদ্ধা করতে পারি, বন্ধু হতে পারি না। বাইরে থেকে বোঝা না গেলেও কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়ে গেছে আমাদের ভেতর। শোনা যায় কথায় কথায় না হলেও সপ্তায় বা দু'সপ্তায় আপনি যে ভোজ দেন তাতে বিশেষ কিছু উপাদান—শুধু খাবার নয় অন্য ধরনেরও—থাকে; আমার দেয়া ভোজে সে সব থাকে না। তাছাড়া যখন আপনার সমান বয়েস হবে—'

শেষ করতে দিলো না আর্বাসেস ঝট করে মুখ তুলে তাকালো গ্লকাসের দিকে।

'ঠিক কি বলতে চাইছেন আপনি, বুঝতে পারলাম না,' শীতল কণ্ঠে বললো সে। 'অবশ্য না বুঝলেও খুব একটা ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। তারুণ্য আপনাকে যে সুবিধা দিয়েছে তার সুযোগ তো আপনি নেবেনই।' তাচ্ছিল্যের একটা ভঙ্গি করে আয়োনের দিকে মুখ ঘোরালো আর্বাসেস। 'ব্যাপার কি, আয়োন, বলো তো?—কয়েকদিন ধরে যখনই তোমাকে দেখতে আসছি, তোমাকে ঘরে পাচ্ছি না। কারো না কারো সাথে বাগানে বসে থাকো।'

'হ্যাঁ, কেন জানি না ঘরের চেয়ে বাইরে থাকতেই আজকাল আমার বেশি ভালো লাগছে,' বিব্রত কণ্ঠে জবাব দিলো আয়োন।

বিব্রত ভঙ্গিটা দেখেও যেন দেখলো না আর্বাসেস। মৃদু হেসে বললো, 'প্রাচীন সেই কবির কথা* ভুলে গেছ?—"ঘরই নারীদের

---

* ইউরিপিডেস।

www.boiRboi.net

যোগ্য জায়গা।" '

'এই কবিটা ব্যক্তি হিশেবে খুব সজ্জন ছিলো না,' বললো গ্লকাস, 'তার ওপর ছিলো নারীবিদ্বেষী।'

'যার জন্ম আপনার অহঙ্কারের গ্রীসে!' মন্তব্য করলো আর্বাসেস।

'তাতে কী? যুগ পাল্টালে রীতি-আইনও পাল্টায়। আমাদের পূর্বপুরুষরা আয়োনকে দেখলে তখনই আইন বদলে ফেলতেন।'

'এমন মেয়ে ভোলানো কথা শিখেছেন কোথায়?' অনেক কষ্টে রাগ সামলে প্রশ্ন করলো আর্বাসেস। 'রোমে?'

'যেখানেই শিখে থাকি, আপনার মিশরে যে শিখিনি সে ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

দু'জনকে আর এগোতে দেয়া সমীচীন মনে করলো না আয়োন। আর্বাসেস জবাব দেয়ার আগেই সে বলে উঠলো, 'হয়েছে, হয়েছে, তোমরা থামো এবার। কোথায় ভেবেছিলাম দু'জন বন্ধু হবে, তা না, প্রথম দেখায়ই ঝগড়া শুরু করে দিয়েছো। স্বীকার করছি, আমি একটু বেশি স্বাধীনভাবে চলাফেরা করি। কি করবো?—অন্য কোনো ভাবে যে চলতে আমি জানি না। মেয়েরা তাদের মেয়েলিপনার বেশিরভাগই শেখে মায়ের কাছে। কিন্তু আমি ছেলেবেলায় মাকে হারিয়েছি। মানুষ হয়েছি আর্বাসেসের তত্ত্বাবধানে, একমাত্র সঙ্গী ছিলো ভাই; সে জন্যে আমার স্বভাবে মেয়েলিপনা একটু কম। তবু আমি বলবো, রোমান মেয়েদের চেয়ে বেশি স্বাধীনতা কখনোই আমি নেই না, সুযোগ থাকা সত্ত্বেও। কারণ আমি জানি, যে সমাজে বাস করছি তার আচার আচরণ কিছুটা হলেও মেনে চলতে হবে, যদি না বিপদে পড়তে চাই।'

'আমি তো এতে কোনো দোষ দেখি না,' গ্লকাস বললো।

www.boiRboi.net

'তোমার অন্তর যদি নির্মল হয়, ঐ অন্তরই তোমাকে পথ দেখাবে সঠিকভাবে এগিয়ে যাওয়ার।'

উভয় সংকট অবস্থা আর্বাসেসের। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে, আয়োনের বা গ্লকাসের কথার বিরুদ্ধে এখন কিছু বললেই মেয়েটার চটে যাওয়ার সম্ভাবনা। তাতে উদ্দেশ্য সাধন অনিশ্চিত হয়ে পড়তে পারে। তাই চুপ করে থাকাই সঙ্গত মনে করলো আর্বাসেস। আর গ্লকাস, বিব্রতভাবে আরো কিছুক্ষণ আলাপ চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে শেষে বিরক্ত হয়ে বিদায় নিলো। নিজের আসনটা আয়োনের একটু কাছে টেনে বসলো আর্বাসেস।

'নিশ্চয়ই ভাবছো না আমি তোমার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে চাই বলে কথাটা তুললাম?' বললো সে। 'আমি যেটা বলতে চাইছিলাম তা হলো, চলাফেরায় তোমার একটু সতর্ক হওয়া উচিত। যে কেউ এসে একটু প্রশংসা করলো আর তুমি তার জন্যে প্রাণ দিয়ে ফেলবে ঠিক করলে, এটা কিন্তু ঠিক নয়।'

'মানে! তোমার কথা তো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না,' শঙ্কিত কণ্ঠে বললো আয়োন। 'আমি জানি তুমি আমার বন্ধু, আমার ভালো ছাড়া আর কিছু তুমি চাও না, বলো কি জন্যে বললে এ-কথা?'

'বন্ধু তাই না? তাহলে বন্ধু হিশেবেই বলবো, তুমি মনে কষ্ট পাবে না তো?'

'না, পাবো না, বলো!'

'তাহলে আগে একটা প্রশ্নের জবাব দাও, এই দুশ্চরিত্রটাকে কতদিন ধরে চেনো তুমি?'

বিস্ময়ে বোবা বনে যাওয়ার দশা আয়োনের। 'দুশ্চরিত্র! কে?'

www.boiRboi.net

'ঐ গ্রকাস। কতদিনের পরিচয় ওর সাথে তোমার ?'

'তা—তা দিন সাতেকের হবে,' দ্বিধার সাথে বললো আয়োন। 'কিন্তু এ প্রশ্ন কেন ?'

'মাত্র সাত দিন,' আর্বাসেস বললো, 'তাহলে আমি ক্ষমা চাইছি তোমার কাছে। আমি ভেবেছিলাম অনেক দিনের পরিচয় তোমাদের। খুবই বাজে স্বভাবের লোক এই গ্রকাস।'

'মানে। কি বলছো তুমি ?'

'বলতে চাইছি, এমন একটা লোকের সাথে মিশছো যার সাথে মেশা তোমার উচিত নয়।'

'কেন ? কি করেছে ও ?'

আয়োনের প্রশ্ন যেন শুনতেই পায়নি এমন ভঙ্গিতে আর্বাসেস বলে চললো, 'ওর স্বভাব তুমি জানো, ওর সঙ্গীদের চেনো, তারপরেও কি করে ওকে বাড়িতে ঢুকতে দিলে ? শুধু তা-ই না, পাশাপাশি বসেছো পর্যন্ত ?'

'এখনও তুমি আজেবাজে বকছো! ঈশ্বরের দোহাই, আসল কথাটা খুলে বলো!'

'তাহলে শোনো, কাল তোমার এই গ্রকাস স্নানাগার ভর্তি লোকের সামনে কি বলেছে—বলেছে তুমি নাকি ওকে ভালোবাসো। ভালো কথা। তারপর কি বলেছে শুনবে ?—বলেছে ব্যাপারটা খুব মজার ওর কাছে। ওর বন্ধুরা মানে ক্লোডিয়াস, লেপিডাস যখন জিজ্ঞেস করলো, তোমাকে ও বিয়ে করবে কি না, করলেও কবে নাগাদ, তখন ওর হাসি যদি দেখতে! রাস্তার ভিখিরির দিকে তাকিয়েও আমরা অমন বিদ্রূপের হাসি হাসি না। অবশ্য হ্যাঁ, তোমার রূপের প্রশংসা করছিলো—সে তো সবাই করে।'

www.boiRboi.net

'অসম্ভব!' চিৎকার করলো আয়োন। 'এ জঘন্য মিথ্যা। গ্লকাস অমন কথা বলতেই পারে না।'

'আমিও প্রথমে তাই ভেবেছিলাম,' দুঃখ পাওয়া ভঙ্গিতে বললো আর্বাসেস। 'কিন্তু যখন চার পাঁচজন প্রত্যক্ষদর্শীর কাছে শুনলাম এই এক কথা তখন আর বিশ্বাস না করে পারিনি। সারা পম্পেই এখন আলাপ করছে এ নিয়ে, জানো?'

ছাইয়ের মতো ফ্যাকাসে হয়ে গেছে আয়োনের মুখটা।

'আমি খুব দুঃখ পেয়েছি,' বলে চলেছে আর্বাসেস, 'সাধারণ নাচনেওয়ালীদের মতো তোমার কথা মানুষের মুখে মুখে ফিরবে কখনো ভাবতে পারিনি। তাই বললাম কথাগুলো। আশা করি আমাকে তুমি ভুল বুঝবে না, আয়োন।'

ওর একটা হাত ধরলো আর্বাসেস। আয়োন বাধা দিলো না।

'এ নিয়ে আর ভেবো না,' বলে চললো আর্বাসেস, 'আশা করি শিগগিরই মানুষজন তাদের ভুল বুঝতে পারবে। একটা কথা মনে রেখো, মিথ্যা কলঙ্ক রটিয়ে কাউকে ডোবানো যায় না। সাময়িক ভাবে হয়তো একটু অসুবিধায় ফেলা যায়। তবে শেষ পর্যন্ত সত্যেরই জয় হয়।'

এরপর হঠাৎ করেই আলাপের মোড় ঘুরিয়ে দিলো আর্বাসেস। এপিসাইডেসের কথা তুললো; কিন্তু আয়োন খুব একটা যোগ দিলো না সে আলাপে। একা একাই কিছুক্ষণ বক বক করে শেষে বিদায় নিলো আর্বাসেস।

ধূর্ত মিশরীয়টার ছায়া বাড়ির বাইরে মিলিয়ে যাওয়া মাত্র অদম্য আবেগে কান্নায় ভেঙে পড়লো আয়োন।

www.boiRboi.net

চার

সন্ধ্যার আঁধার যখন গাঢ় হয়ে নামলো, আর্বাসেসের বাড়ির পথে রওনা হলো এপিসাইডেস। শহরের আলোকিত, জনবহুল পথ ছেড়ে নির্জন, অন্ধকার গলিপথ ধরে হাঁটছে সে। আইসিসের পুরোহিত বলে আজকাল মানুষের সামনে পড়তে লজ্জা করে ওর।

বিকেল বেলায় আর্বাসেসের বলা কথাগুলো ঘুরপাক খাচ্ছে মনের ভেতর। গত কয়েক দিন ভাবনা চিন্তা করে একটা সিদ্ধান্তে এসে-ছিলো এপিসাইডেস। আজ আবার দ্বিধায় ফেলে দিয়েছে ধূর্ত মিশরীয়টা। ভণ্ডামিই যদি আইসিস-উপাসনার মূলমন্ত্র হবে, কি করে শতাব্দীর পর শতাব্দী টিকে আছে ওঁর পূজা?

পেছন থেকে কে যেন হাত রাখলো ওর কাঁধে।

চমকে ঘুরে দাঁড়াতেই এপিসাইডেস দেখলো, বুকের ওপর হাত দিয়ে ক্রুশ আঁকছে এক লোক। তাকে দেখেই ফ্যাকাসে মুখটা আরো ফ্যাকাসে হয়ে গেল এপিসাইডেসের।

'ও, নাযারেন*,' কোনো মতে বললো ও। 'কি চাও তুমি?'

'না, চাই না কিছু। দেখে মনে হলো তুমি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, তাই

---

* খ্রীষ্টধর্মের প্রথম যুগে যে সব ইহুদি ধর্মান্তরিত হয়ে খ্রীষ্টান হয়েছিলো তাদের নাযারেন বলা হতো।

ভাবলাম⋯অবশ্য তুমি যদি বিরক্ত বোধ করো তাহলে⋯'

'না, অলিনথাস, বিরক্ত হবো কেন ? আমার মনটা ভালো নেই।'

'মন ভালো নেই! তাহলে কেন যে ঝরনাধারা মনকে ভালো করে তুলতে পারে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকবে ?'

'ও ধরণী!' ভগ্নস্বরে আর্তনাদ করে উঠলো তরুণ পুরোহিত, 'তোমার কোন অংশে গেলে সত্য ঈশ্বরের দেখা পাবো ? কাকে বিশ্বাস করবো আমি ? এই নাযারেনকে, না আর্বাসেসকে ?'

বলে আর না দাঁড়িয়ে নিজের পথে ছুটলো এপিসাইডেস। কিন্তু এত সহজে তাকে রেহাই দিলো না নাযারেন অলিনথাস। পেছন পেছন ছুটলো সে-ও। কিছুক্ষণের মধ্যেই পাশ কাটিয়ে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ালো পথরোধ করে।

'আমি দুঃখিত, এপিসাইডেস,' বললো সে। 'আমি বোধহয় কষ্ট দিয়েছি তোমাকে। সন্দেহ জাগিয়ে দিয়েছি তোমার মনে। সত্যিই যদি তা করে থাকি, আমি দুঃখিত। আমার মনে হয় সত্য ঈশ্বরের সন্ধান পেতে হলে এই কষ্টটুকু সহ্য করতেই হবে তোমাকে। আমিও করেছি। কিন্তু যেদিন কায়মনে তাঁকে ডাকলাম, তিনি এলেন। সব কষ্ট, সব অন্ধকার দুর হয়ে গেল আমার মন থেকে। তুমিও যদি ডাকতে পারো, তোমার মন সাগরের ঝড় ঝঞ্ঝা সব শান্ত হয়ে যাবে।'

'এমন প্রতিশ্রুতি যখন শপথ নিয়ে আইসিসের পুরোহিত হলাম তখনও শুনেছি,' রুক্ষ কণ্ঠে বললো এপিসাইডেস।

'কিন্তু শপথ নেয়ার পর কি দেখলে ? তোমার ঐ আইসিসীয় ধর্মে নৈতিকতা বলে কিছু নেই। দেবীর উপাসনা করো তোমরা। কিন্তু কী সেই দেবীটা ? তার চারপাশে ভীড় করে আছে কারা ? যার

পূজারীরা অমন খল স্বভাবের হতে পারে, ভণ্ডামির বেসাতি করতে পারে সে কী করে মানুষের ত্রাণকর্তা হবে? অন্যদিকে দেখ, জুপিটার, এর চেয়ে জঘন্য লম্পট আর কেউ আছে? সে হলো দেবতা! পুরোহিতরা যে মুখে বলছে তোমরা লাম্পট্য কোরো না, সেই মুখেই বলছে জুপিটারের মতো লম্পটকে পূজা করো। একে কি বলবে তুমি? মানুষের সবচেয়ে পবিত্র অংশ তার হৃদয় নিয়ে তামাশা না?

'তার চেয়ে এসো, ঈশ্বরের দিকে মুখ ফেরাও। এক এবং অদ্বিতীয় সত্য ঈশ্বর। তাঁর আলোই তোমাকে পথ দেখাবে। ঈশ্বর তোমার অন্তরে কাজ করে চলেছেন। সবার অন্তরেই কাজ করে চলেছেন। যে তাঁকে উপলব্ধি করতে পারে সে-ই তাঁকে পায়। তুমি কি চেষ্টা করেছো উপলব্ধি করার? যদি না করে থাকো বা করেও ফল না পেয়ে থাকো, তাহলে এসো আমার সাথে, আমি তোমাকে সাহায্য করবো। এসো, এপিসাইডেস, তোমার মন ভার হয়ে আছে, আমার সাথে এসো, আমি নামিয়ে দেবো ভার!'

'এখন না, অলিনথাস,' এপিসাইডেস বললো, 'অন্য সময়।'

'এখনই—এখনই!' দু'হাতে অলিনথাস আঁকড়ে ধরলো এপিসাইডেসের হাত।

কিন্তু এপিসাইডেস এখনো মনে মনে প্রস্তুত হয়নি তার পুরনো বিশ্বাস ছাড়তে। যার জন্যে এতকিছু ত্যাগ করলো, তার শেষ না দেখে সে ছাড়তে পারে না। আর্বাসেস নতুন কি বলে আগে শুনবে, তারপর সে সিদ্ধান্ত নেবে—চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

অলিনথাসের হাত থেকে টানা হ্যাঁচড়া করে নিজেকে ছাড়িয়ে তীরবেগে ছুটলো এপিসাইডেস আর্বাসেসের বাড়ির দিকে। দেরি হয়ে গেল কিনা কে জানে।

www.boiRboi.net

*　　　　　　*　　　　　　*

ছুটতে ছুটতে নগরীর অপর প্রান্তে এক নির্জন জায়গায় পৌঁছুলো এপিসাইডেস। সামনে আর্বাসেসের বিশাল বাড়ি। আশপাশের বিরাট এলাকার ভেতর আর কোনো বাড়িঘর নেই। ধাতস্থ হওয়ার জন্যে বাড়িটার সামনে একটু দাঁড়ালো এপিসাইডেস। ঠিক সেই সময় মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো চাঁদ। স্নিগ্ধ রূপালি আলোয় ধুয়ে দিতে লাগলো রহস্যময় বাড়িটার দেয়াল, ছাদ, বাগান।

ফটকের সামনে গিয়ে কড়া নাড়লো এপিসাইডেস। নিঃশব্দে খুলে গেল কপাট। দীর্ঘদেহী এক ইথিওপীয় ক্রীতদাস দাঁড়িয়ে আছে সামনে। কোনো রকম প্রশ্ন নয়, সম্ভাষণ নয়, বাড়ির ভেতর ঢুকতে ইশারা করলো সে এপিসাইডেসকে।

ঢুকলো এপিসাইডেস। প্রশস্ত এক হল কামরায় নিয়ে গিয়ে ওকে অন্য এক ক্রীতদাসের জিম্মায় ছেড়ে দিলো কৃষ্ণকায় ইথিওপীয়। চেহারা বলে এ লোক আফ্রিকান নয়, কিন্তু গায়ের রঙ আগের জনের মতোই কালো।

'আমি আর্বাসেসের সাথে দেখা করতে চাই,' তাকে বললো এপিসাইডেস।

গভীর সম্মানে মাথা নোয়ালো লোকটা। তারপর পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো সরু একটা অলি-পথের ভেতর দিয়ে। শেষ প্রান্তে সিঁড়ি, অলি-পথের মতোই অপ্রশস্ত। সিঁড়ি টপকে কয়েকটা ছোট বড় ঘর পেরিয়ে মাঝারি আয়তনের একটা কামরায় পৌঁছুলো ওরা। মৃদু আলোয় অন্ধকার ভালো করে দুর হয়নি ঘরটার। এক দিকের পুরো দেয়াল জুড়ে ঝুলছে কারুকাজ করা পর্দা। অন্যদিকে দামী

www.boirboi.net

মখমলে মোড়া আরাম আসনে বসে আছে মিশরীয় আর্বাসেস। সামনে ছোট্ট একটা টেবিল। তার ওপর ছড়িয়ে আছে বেশ কয়েকটা মোড়ানো প্যাপিরাস। সামান্য দুরে একটা তেপায়ার ওপর ধূপ-দানীতে পুড়ছে সুগন্ধী ধূপ। সরু ধোঁয়ার রেখা পাক খেতে খেতে উঠে যাচ্ছে ওপরে।

'বোসো, এপিসাইডেস,' আসন থেকে না উঠে বললো আর্বা-সেস।

টেবিলের উল্টো দিকে একটা খালি আসন পাতা, সেটা টেনে নিয়ে বসলো এপিসাইডেস।

'তাহলে এবার তুমি তোমার সব প্রশ্নের জবাব চাও, তাই না?' বললো আর্বাসেস। 'সব সন্দেহের, সব রহস্যের মীমাংসা চাও? কি বিশ্বাস করবে, কোনটা গ্রহণ করবে, কোনটা প্রত্যাখ্যান করবে জানতে চাও?'

সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা নোয়ালো এপিসাইডেস।

'তাহলে শোনো—,' শুরু করলো আর্বাসেস। 'মানুষের কিছু একটা অবলম্বন দরকার,' ধীর গম্ভীর কণ্ঠে বলে চললো সে, 'একবার কল্পনা করো, এই বিশাল পৃথিবী, তার বাইরে আকাশ, গ্রহ, নক্ষত্র সব কিছুর তুলনায় মানুষ কতটুকু! ঝড়, জল, মহামারী, অগ্ন্যুৎ-পাতের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের কাছে কী অসহায় আমরা! আমাদের এই অসহায়ত্বের বোধ থেকে মুক্তির জন্যেই আমাদের একটা অবলম্বন দরকার, যাকে আঁকড়ে ধরে বিপদে, দুর্যোগে, আর কিছু না হোক, অন্তত সান্ত্বনা পাবো আমরা। এই অবলম্বনের আকাঙ্ক্ষা থেকেই মানুষের মনে ঈশ্বরের জন্ম। বিকেলে তোমাকে যে কথাগুলো বলেছি ভুলে যাওনি তো?'

www.boiRboi.net

'ভুলে যাবো।'

'আমি খোলাখুলি স্বীকার করেছি, আমাদের মন্দিরের পুরোহিতদের ভণ্ডামির কথা, আমাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের অসারতার কথা। কিন্তু এইসব অসার আচার অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তাও যে অপরিসীম তা জানো? মন্দিরের কথা বাদ দাও, আমাদের সমাজের দিকে তাকাও; হরেক রকম নিয়ম কানুনের শৃঙ্খলে আমরা আবদ্ধ। একবার কল্পনা করো, এসব নিয়মকানুন যদি না থাকতো সমাজ কোথায় যেতো? কি বিশৃঙ্খলার ভেতর দিন কাটাতে হতো আমাদের? তাহলে বুঝতে পারছো, আচার অনুষ্ঠানের প্রয়োজন আছে আমাদের জীবনে?'

'তারপর বলে যাও।'

'একটা ব্যাপার ফয়সালা হলো,' বলে চললো আর্বাসেস। 'এখন এসো অন্য প্রসঙ্গে। মনে করো তুমি শিশু। কোনো বিশ্বাস-অবিশ্বাস, ন্যায়-অন্যায়ের বোধ তোমার ভেতর জন্ম নেয়নি। তাকাও পৃথিবীর চারদিকে। কি দেখছো? সবকিছুতেই একটা শৃঙ্খলা আছে, তাই না? সূর্য উঠছে, ডুবছে; পৃথিবীতে ঋতুচক্রের আবর্তন হচ্ছে, সব যেন এক খেয়ালী শিল্পীর সৃষ্টি। এখন কি প্রশ্ন জাগছে না তোমার মনে, কে এই শিল্পী? তুমি চিৎকার করে বলবে, সৃষ্টিকর্তা—ঈশ্বর! কিন্তু আমি বলবো, অত সহজে মীমাংসা করা যাচ্ছে না ব্যাপারটার। পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছে আমরা জানি না, কোনো দিন জানতে পারবো না। ক্ষমতা আর শৃঙ্খলা—অনড় অচল শৃঙ্খলা, নিয়ম—কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, কার উপকার হলো, কার ক্ষতি হলো, কে বাঁচলো কে মরলো কোনো দুশ্চিন্তা নেই, প্রকৃতি তার নিয়মে চলছে। যে প্রকৃতি আমাদের ফসল দিচ্ছে সেই প্রকৃতিই আবার

www.boiRboi.net

অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টির মধ্য দিয়ে ফসল হানি ঘটাচ্ছে। তার মানে শুভ অশুভের সংমিশ্রণ। অবিমিশ্র শুভ নয়, অবিমিশ্র অশুভ নয়। প্রকৃতির এই অদ্ভুত নিয়ম যুগ যুগ ধরে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চিন্তাশীল-দের ভাবিয়েছে। তারাই সৃষ্টি করেছে ঈশ্বরকে—ধরে নিয়েছে তিনি দয়াশীল, পরম করুণাময়, শুভের ধারক। তা-ই যদি হয়, অশুভ যাচ্ছে কোথায়? ঈশ্বর যদি দয়াশীল, পরম করুণাময়ই হবে তাহলে মানুষের এত দুঃখ কেন? কেন এত কষ্ট? জ্ঞানী, চিন্তাশীলদের ভাবনা চলতে লাগলো। অবশেষে পারস্যের ওরা নতুন একটা শক্তির অস্তিত্বের কথা জানালো। কি সেটা? অশুভ শক্তি, এবং ঈশ্বরের চেয়ে মোটেই কম ক্ষমতাবান নয় সে। তারা বললো, শুভ শক্তির ধারক ঈশ্বরের সাথে অবিরত দ্বন্দ্ব চলছে এই অশুভ শক্তির। যখন ঈশ্বর জয়ের অবস্থায় থাকে তখন মানুষের কল্যাণ হয়, আর যখন ঐ অশুভশক্তি বেশি ক্ষমতাবান হয়ে ওঠে তখন মানুষের জীবনে নেমে আসে দুর্ভোগ, দুর্গতি। ব্যাপারটা কেমন হাস্যকর বুঝতে পারছো?

'তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে? সব দেব-দেবী, ঈশ্বর মানুষেরই সৃষ্টি। মানুষ তার প্রয়োজনে এদের সৃষ্টি করেছে। এদের কোনো ক্ষমতা নেই। মানুষের ক্ষমতায় এরা ক্ষমতাবান। কিছু মানুষ তাদের ক্ষমতার প্রকাশ ঘটায় এদের কাল্পনিক অস্তিত্ব ঘোষণার মধ্য দিয়ে। সুতরাং যে জীবন তুমি পেয়েছো তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করাই কি কর্তব্য নয়? প্রয়োজনে দেবতার কথা ব'লে, ঈশ্বরের কথা ব'লে ক্ষমতার চূড়ায় আরোহণ করো, কে তোমাকে ঠেকাবে? আজ যে যৌবনের তুমি অধিকারী এর আয়ু কতক্ষণ? শিগগিরই সে সময় আসবে যখন দেখবে পূর্ণ পেয়ালা উল্টে পড়ে আছে, মৃত্যুর দিন

www.boiRboi.net

শুনছো তুমি। তাই বলছি, যতক্ষণ সময় আছে, ভোগ করে নাও জীবনটাকে।'

থামলো আর্বাসেস। এবং ঠিক সেই সময় এপিসাইডেস কিছু বলার আগেই কোথায় যেন বেজে উঠলো অপূর্ব এক সঙ্গীতের মৃদু কোমল সুর। ঘরের আলো আঁধারি পরিবেশ যেমন ছিলো তেমনই রইলো, কেবল আলোর রঙটা বদলে গেল একটু। অদ্ভুত মোহময় পরিবেশ এখন ঘরে। এক মুহূর্ত পরে কোথা থেকে যেন ছড়িয়ে পড়তে লাগলো গোলাপের মদির সুবাস। শীতল সাগরের হাওয়ার মতো কোমল পাখায় ভর ক'রে এসে অজানা নেশার গান শোনাতে লাগলো এপিসাইডেসের কানে কানে। আর্বাসেসের কথা শুনতে শুনতে ভীষণ ক্রোধে ভেতরে ভেতরে ফুটছিলো ও। কিন্তু কি আশ্চর্য, সামান্য কয়েকটা মিনিট যেতে না যেতে কোথায় মিলিয়ে গেল ক্রোধ। নিজের অজান্তেই তুষার কোমল আসনটার ওপর গা এলিয়ে দিলো এপিসাইডেস। একটু একটু করে ঘোর লাগছে ওর মনে।

প্রাণ ব্যাকুল করা লয়ে শুরু হয়েছিলো সঙ্গীত। এবার তা চঞ্চল হয়ে উঠতে লাগলো। লয় বাড়ছে ধীরে ধীরে। সেই সাথে দ্রুত হচ্ছে এপিসাইডেসের হৃদস্পন্দন। চঞ্চল হতে হতে উদ্দামতার তুঙ্গে পৌঁছুলো সঙ্গীত। তারপর হঠাৎ একেবারে চুপ। ঘরের মৃদু আলোটা কেঁপে উঠে নিবে গেল সেইসঙ্গে। মুহূর্ত পর জ্বলে উঠলো আবার। ঘরের এক পাশে যে পর্দা ছিলো সেটা সরিয়ে দিয়েছে কে যেন। ওধারে দেখা যাচ্ছে বিশাল এক হল কামরা। তার মাঝখানে একটা টেবিল। টেবিলের ওপর থরে থরে সাজানো রয়েছে উপাদেয় সব খাবার দাবার। ধনী ঘরে জন্মেও, আর্বাসেসের মতো মানুষের তত্ত্বাবধানে মানুষ হয়েও সে সব খাবার এপিসাইডেস

জীবনে চোখেও দেখেনি।

আর্বাসেস নিজের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাত ধরলো এপিসাইডেসের। টেবিলটার দিকে ইশারা করে বললো, 'এসো। চলো ওখানে যাই।'

সমস্ত বোধ বুদ্ধি লুপ্ত হয়েছে এপিসাইডেসের। বিনা বাক্যব্যয়ে উঠে দাঁড়ালো ও। টলতে টলতে এগোলো অভিভাবকের পেছন পেছন।

টেবিলে গিয়ে বসলো ওরা। আবার শুরু হলো উদ্দাম সঙ্গীত। একদিকের একটা দরজার পর্দা সরে গেল। সেখান দিয়ে সার বেঁধে ঘরে ঢুকলো পরীর মতো রূপসী একদল নর্তকী। খাবার টেবিলটাকে ঘিরে নাচতে লাগলো ওরা বিলাসী লীলাভঙ্গিমায়। এরা কী স্বর্গের অপ্সরী? সসংকোচে চোখ নামিয়ে নিলো এপিসাইডেস।

কিন্তু, এভাবে তো থাকা সম্ভব নয়। নূপুরের নিক্কণ কানে এসে বাজছে আমন্ত্রণের মতো, এপিসাইডেসের বিবশ হৃদয় কি পারে সে আমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে? ধীরে ধীরে আবার চোখ তুলে তাকাতে হলো ওকে।

সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটি নাচতে নাচতে এগিয়ে এলো এবার। এপিসাইডেসের পাশে বসে টেবিল থেকে তুলে নিলো সোনার একটা পানপাত্র। উদভ্রান্ত এপিসাইডেস কিছু বুঝে ওঠার আগেই পানপাত্রটা ওর ঠোঁটে তুলে দিলো সে।

www.boiRboi.net

পাঁচ

পম্পেই-এর বিলাসী প্রভুদের ছেড়ে এবার আমরা আসছি সাধারণ মানুষদের এলাকায়। রাস্তাঘাট এখানে তেমন প্রশস্ত না হলেও মানুষের ভীড়, কোলাহল অভিজাত এলাকার চেয়ে কম নয় কোনো অংশে।

এমনি এক পথের পাশে মাঝারি আয়তনের এক শুঁড়িখানা। দরজার সামনে জটলা করছে বিশালদেহী কয়েকজন লোক। পেশী-বহুল পেটা শরীর সব ক'জনের। পম্পেই-এর ডাকসাইটে গ্ল্যাডি-য়েটর ওরা।

সময়ঃ শেষ সকাল। সূর্য মাথার ওপর উঠে আসতে এখনো ঘণ্টা দেড় দুই বাকি।

'পোলাক্স-এর কসম বলছি! আজকাল কি শুরু করেছো তুমি, বার্বো?' বয়েসে তরুণ এক গ্ল্যাডিয়েটর বললো।

'কেন, হয়েছেটা কী?' জবাব দিলো গ্ল্যাডিয়েটরদের মতোই বিশালদেহী এক লোক। শাদা অ্যাপ্রনের কোমরে চাবি, রুমাল ইত্যাদি গোঁজা দেখে মনে হয় সে মালিক মদের দোকানটার। জীবনের বসন্ত পেরিয়ে এসেছে অনেক আগে, তবু শরীরটা তার এখনো মজবুত ক্রীড়াবিদের মতো। এককালে সে-ও নামকরা

www.boiRboi.net

গ্ল্যাডিয়েটর ছিলো। সে কারণেই আজকালকার গ্ল্যাডিয়েটররা ওর দোকানে ভীড় জমায় খাওয়া দাওয়ার জন্যে।

'হয়েছে কী? তুমি যে মদ আমাদের খাওয়াচ্ছো তা খেয়ে গায়ে নতুন রক্ত হওয়া দুরে থাক, আগের যেটুকু আছে সেটুকুও জল হয়ে যাওয়ার জোগাড়।'

'দেখ, হে লাইডন, আমার মদ নিয়ে মোটেই গজগজ কোরো না,' জবাব দিলো মদওয়ালা বার্বো। 'যাদের রক্তে খুব শিগগিরই স্পোলিয়ারিয়াম*-এর মাটি রাঙা হবে তাদের পক্ষে যথেষ্ট ভালো আমার মদ। অভিযোগটা যদি স্পোরাস বা নাইজার বা টেটরাইডেস করতো তাহলে একটা কথা ছিলো। তা না, সেদিনকার ছোকরা লাইডন, বলে কিনা, আমার মদ ভালো না!'

'ব্যাটা, বুড়ো শুঁড়ি,' বিদ্রূপের হাসি হেসে বললো লাইডন, 'স্পোলিয়ারিয়ামের মাটি রাঙা হবে, না? হ্যাঁ, হবে, তবে কার রক্তে তা তুমি সময় মতোই দেখতে পাবে। তখন লজ্জায় গলায় দড়ি নেয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না তোমার।'

'মানে! বলতে চাইছো তুমি জিতবে? হা-হা-হা, স্পোরাস, নাইজার, টেটরাইডেস-এর মতো বীর থাকতে জিতবেন উনি—সেদিনকার ছোকরা, নাক টিপলে এখনো যার দুধ গড়ায়! শুনেছো, স্পোরাস, নাইজার, টেটরাইডেস, ও নাকি জিতবে তোমাদের হারিয়ে!'

'হ্যাঁ, আমি জিতবো,' বললো লাইডন। 'বরাবর যা হয় এবারের ফলাফল তা থেকে অন্যরকম হবে।'

---

* মারাত্মকভাবে আহত বা নিহত গ্ল্যাডিয়েটরদের অ্যারেনা অর্থাৎ মল্লভূমি থেকে যেখানে নিয়ে যাওয়া হয়।

স্পোরাস, নাইজার, টেটরাইডেস এবং আরো যে সব গ্ল্যাডিয়েটর ওখানে ছিলো সবাই হেসে উঠলো হো-হো করে। ওদের হাসি শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলো লাইডন। তারপর বললো, 'হাসো। তোমাদের যদি হাসি আসে, কে বাধা দেবে? আমার কথা ঠিক কিনা, লড়াইয়ের মাঠেই তার প্রমাণ পাবে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখবো,' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললো বার্বো। 'রাম প্যাঁদানি খেয়ে যখন অ্যারেনায় পড়ে থাকবে তখন তুমিও প্রমাণ পাবে।'

'বেশ বেশ, আমি অপেক্ষায় রইলাম। তুমি তৈরী থেকে,' চকচকে একটা সেস্টারস বাড়িয়ে ধরলো লাইডন বার্বোর দিকে, 'এই নাও পয়সা, দড়ি কিনে রেখো।'

এবার আর সহ্য করতে পারলো না বার্বো। যত যা-ই হোক এককালে সে-ও তো গ্ল্যাডিয়েটর ছিলো। রক্ত কি তার কম গরম অন্যদের চেয়ে? এখন যদিও শরীরটা একটু থলথলে হয়েছে, ক্ষীপ্রতাও আগের মতো নেই কিন্তু শক্তি রয়েছে অটুট। লাইডনকে সে শক্তির পরিচয় দেয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলো। লাফ দিয়ে এসে তার বাড়িয়ে দেয়া হাতটা খপ করে ধরে এমন চাপ দিলো যে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটলো তরুণ গ্ল্যাডিয়েটরের আঙুলের ডগা ফেটে।

হো-হো করে হেসে উঠলো অন্য গ্ল্যাডিয়েটররা।

রক্ত দেখে একটু যেন ভড়কালো বার্বো। লাইডনের হাতে চাপ সামান্য কমিয়ে বললো, 'আমাকে তুই ভিক্ষে দিস! বিশ বছর আমি অ্যারেনায় লড়েছি। এখন অবসর নিয়েছি বলে ভেবেছিস মরে গেছি? এমন শিক্ষা দেবো...।'

লাইডনের রক্তাক্ত হাতখানা অবজ্ঞাভরে ছুঁড়ে দিয়ে বিজয়ী

www.boiRboi.net

ভঙ্গিতে নিজের জায়গায় ফিরে চললো বার্বো।

কিন্তু নিরাপদে নিজের জায়গা পর্যন্ত পৌঁছানোর সময় সে পেলো না। বাঘ যেমন ক'রে লাফিয়ে পড়ে শিকারের ঘাড়ে, ঠিক তেমনি ক'রে লাইডন ঝাঁপিয়ে পড়লো বার্বোর ওপর। দৈত্যের মতো প্রকাণ্ডদেহী সাবেক গ্ল্যাডিয়েটর সামলাতে পারলো না তরুণ লাইডনের এই আচমকা হামলা। সশব্দে সে পড়ে গেল মাটিতে। হিংস্র ভঙ্গিতে লাইডন পড়লো তার ওপর। বজ্রমুঠিতে চেপে ধরলো টুঁটি।

পাকা তিন মিনিট অমনি অবস্থায় পড়ে রইলো বার্বো। এতক্ষণ যাদের সমর্থনে সে ঝগড়া করেছে তারা কেউ এগিয়ে এলো না—না, এগিয়ে এলো, তবে ওকে উদ্ধার করতে নয়, মজা দেখতে। কেউ না এলেও পতনের শব্দে পাশের ঘর থেকে ছুটে এসেছে এক মহিলা, বার্বোর স্ত্রী। নাম স্ট্রাটোনিস। বার্বোর যোগ্য সহধর্মিনী এই স্ট্রাটোনিস। দীর্ঘাঙ্গিনী, স্বাস্থ্যবতী। বার্বোর মতো যৌবনে সে-ও লড়াইবাজ ছিলো। নিয়মিত অংশ নিতো প্রদর্শনী লড়াই-এ। শোনা যায় পুরনো দিনের অভ্যাসটা এখনও সে সময় বা সুযোগ পেলেই ঝালিয়ে নেয় বার্বোর ওপর চড়াও হয়ে। এহেন স্ট্রাটোনিস বাইরের ঘরে এসে স্বামী বেচারাকে অমন অসহায়ভাবে পড়ে থাকতে দেখেই ফুঁসে উঠলো হিংস্র বাঘিনীর মতো। ছুটে এসে সে তার লম্বা সাপের মতো দুটো হাতে লাইডনের কোমর ধরে হ্যাঁচকা এক টানে তুলে ফেললো শূন্যে। এদিকে লাইডন কিন্তু গলা ছাড়েনি বার্বোর। স্ট্রাটোনিসের দু'হাতের ভেতর সে যখন ঝুলে আছে তখন বার্বোও বেকায়দা ভঙ্গিতে ঝুলে আছে ওর দু'হাতে গলা আটকানো অবস্থায়, পা দুটো কেবল ঠেকে আছে মাটিতে। গলা ছাড়ানোর জন্যে অস্থির

ভাবে হাত-পা ছুঁড়তে শুরু করলো বার্বো। দৃশ্যটা সত্যিই দেখার মতো।

সোৎসাহে হাততালি দিয়ে উঠলো দর্শকরা। সেই সাথে হি-হি হাসি।

স্বামীর অবস্থা যে আরো শোচনীয় হয়ে উঠছে সে খেয়াল নেই স্ট্রাটোনিসের। দ্বিতীয় এক আচমকা প্রয়াসে লাইডনকে সে মাথার ওপর তুলে ফেললো। ভাগ্য ভালো এসময় লাইডনের হাত ছুটে গেল বার্বোর গলা থেকে। ধপাস করে মাটিতে আছড়ে পড়লো সাবেক গ্ল্যাডিয়েটর। ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠলো, 'উহ!'

দর্শকরা এবার চিৎকার করে উঠলো: 'এই তো, লড়াই জমেছে এবার! একজনের সাথে একজন!'

এদিকে লাইডন তার বর্তমান অবস্থা উপলব্ধি করে শরমে মরে যাচ্ছে। বার বার হাত-পা, শরীরে ঝাঁকুনি দিয়ে নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করছে স্ট্রাটোনিসের হাত থেকে। পারছে না। অবশেষে মরিয়া হয়ে কোনোমতে এক হাত কোমরের কাছে নিয়ে গিয়ে ছুরি বের করলো সে। অমনি তীক্ষ্ণস্বরে আর্তনাদ করে ওকে একদিকে ছুঁড়ে দিলো স্ট্রাটোনিস।

'ও ঈশ্বর!' চিৎকার করে উঠলো সে। 'কি বদমাশ ছোকরা রে! ছুরি লুকিয়ে রাখে কোমরে! এ কি ভদ্র গ্ল্যাডিয়েটরের কাজ? ছি, ছি, এমন লোককে আমি ঘেন্না করি।' বলে স্বামীর অবস্থা কি দেখার জন্যে পেছন ফিরলো স্ট্রাটোনিস।

বার্বো তখন গলায় হাত বুলাতে বুলাতে উঠে দাঁড়াচ্ছে। প্রশংসার চোখে কিছুক্ষণ লাইডনের দিকে তাকিয়ে থেকে এগিয়ে গেল সে। তরুণ গ্ল্যাডিয়েটরের হাত ধরে একটু নেড়ে বললো, 'যা ভেবেছিলাম

www.boiRboi.net

তার চেয়ে অনেক বেশি শক্তি তোমার গায়ে। লেগে থাকো, উন্নতি করবে তুমি গ্ল্যাডিয়েটর হিশেবে।'

'বাহ, বাহ!' চুল এবং পোশাক ঠিক করতে করতে স্ট্রাটোনিস বললো, 'আবার দেখি বন্ধু হয়ে গেছ দু'জন। তাহলে এতক্ষণ এই হৈ হল্লাটা করলে কোন আক্কেলে, শুনি?'

সলজ্জ একটু হাসি উপহার দিলো বার্বো। দেখে পিত্তি জ্বলে গেল স্ট্রাটোনিসের। একটু এগিয়ে পরম প্রেমে স্বামীর কান ধরে হিড়হিড় করে একদিকে টেনে নিয়ে চললো সে।

'অত জোরে না, মাদী নেকড়ে কোথাকার!' আর্তনাদ করে উঠলো বার্বো। 'তুমি দেখছি ঐ ছোকরা গ্ল্যাডিয়েটরের চেয়েও খারাপ!'

'শোনো!' ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বললো প্রিয়তমা স্ত্রী, 'এখানে মারামারি করে সময় নষ্ট করছো, ওদিকে ক্যালেনাস এসে বসে আছে সে-খেয়াল আছে? ও বোধ হয় টাকা নিয়ে এসেছে।'

'তাই নাকি! আমি এক্ষুণি যাচ্ছি, তুমি ততক্ষণ এদিকটা সামলাও,' বলতে বলতে ছুটলো বার্বো অন্দর মহলের দিকে।

স্ট্রাটোনিস এবার কোমরে হাত দিয়ে তাকালো গ্ল্যাডিয়েটরদের দিকে।

'গুণ্ডামি ছেড়ে সবাই ভদ্র হয়ে থাকো,' ধমকের সুরে বললো সে। 'তোমাদের মুরুব্বীরা সব আসবে এখানে। খবর পাঠিয়েছে। কে কার ওপর বাজি ধরবে দেখে শুনে নিতে চায়। এখন যদি তোমরা আবার হৈ-হুল্লোড় শুরু করো…'

'সত্যিই নাকি?' স্ট্রাটোনিসকে শেষ করতে না দিয়ে নাইজার

www.boiRboi.net

বললো। 'কে পাঠিয়েছে খবর?'

'লেপিডাস। সঙ্গে আনছে ক্লোডিয়াস আর গ্রীক গ্লকাসকে।'

স্ট্রাটোনিস ঠিকই বলেছে। অভিজাত ধনী লোকরা মরুব্বীই বটে গ্ল্যাডিয়েটরদের। ওরাই অ্যাম্ফিথিয়েটারের মূল পৃষ্ঠপোষক। যে গ্ল্যাডিয়েটরের ওপর ওরা খুশি থাকে তার নাম ছড়িয়ে পড়ে সহজেই। জিতলে পুরস্কার হিশেবে বেশি টাকা পায় সে, হারলেও আসন্ন মৃত্যু থেকে রক্ষা পাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে। অ্যাম্ফিথিয়েটারের আইন অনুসারে পরাজিত গ্ল্যাডিয়েটরদের প্রাণদণ্ডই হয় সাধারণত। তবে দর্শকরা ইচ্ছে করলে দয়া দেখিয়ে বাঁচিয়েও দিতে পারে। সাধারণ দর্শকদের নেতৃত্ব দেয় অভিজাতরা। তাই অভিজাতদের খুশি রাখা কর্তব্য মনে করে বেশিরভাগ গ্ল্যাডিয়েটর।

'মনে হচ্ছে ভাগ্যদেবী আমাদের ওপর প্রসন্ন, আজ,' মন্তব্য করলো স্পোরাস।

'বাজি ধরে বলতে পারি,' টেটরাইডেস বললো, 'ক্লোডিয়াস বিশ সেস্টারস বাজি ধরবে আমার ওপর। তুমি কি বলো, লাইডন?'

'না। বাজি ধরবে, তবে তোমার ওপর না আমার ওপর,' শান্ত কণ্ঠে বললো লাইডন।

'না, আমার ওপর,' গরগরিয়ে উঠলো স্পোরাস।

'বললেই হলো,' গলা চড়ালো নাইজার, 'যেখানে নাইজার রয়েছে সেখানে তোমাদের দিকে ফিরে তাকাবে কে?'

'হয়েছে হয়েছে,' বিতর্কে ইতি টানার জন্যে বললো স্ট্রাটোনিস, 'সময় হলেই দেখা যাবে কে কার দিকে তাকায়। আমি এখন আর কোনো তর্ক চাই না, তোমাদের তর্ক মানেই ঝগড়া মারামারি।'

'আচ্ছা তর্ক করবো না,' টেটরাইডেস বললো, 'তুমি তোমার

www.boiboi.net

সেই কানা দাসীটাকে পাঠিয়ে দাও তাহলে। অনেকদিন ওকে দেখি না।'

'নিডিয়া বাড়িতে নেই,' জবাব দিলো স্ট্রাটোনিস, 'শহরে গেছে ফুল বিক্রি করতে। তোমাদের খেদমত করার চেয়ে ফুল বেচে গান গেয়ে অনেক বেশি রোজগার করতে পারে ও। তাছাড়া অন্য কাজও করে মাঝে মাঝে।'

'এতটুকু মেয়ে এত কাজ করে! স্বভাবটাও কী মিষ্টি! কি করে জোগাড় করলে ওকে?'

'কপাল গুণে পেয়েছি। আমার আগের দাসী স্ট্যাফাইলাকে দেখেছো না—নাইজার, তোমার মনে আছে স্ট্যাফাইলার কথা?'

'থাকবে না! সেই যে ইয়া লম্বা হাতওয়ালা মেয়েটা, সঙের মতো মুখ…'

'হয়েছে, হয়েছে—কারো সম্পর্কে দুটো ভালো কথা বলতে পারো না তোমরা। —আমার সেই স্ট্যাফাইলা একদিন মরে গেল। আহ্, কী দুঃখ যে সেদিন পেয়েছিলাম! কিন্তু, দুঃখ নিয়ে তো আর বসে থাকা যায় না। ক'দিন পরে বাজারে গেলাম আরেকটা দাসী কিনতে। কপাল ভালো বলতে হবে, বার্বোকে না পাঠিয়ে আমি নিজে গিয়েছিলাম সেদিন। আরো কপাল ভালো, বাজারে সেদিন দাসীর দাম ছিলো খুবই চড়া। আমার কাছে বেশি পয়সা ছিলো না। শেষে বিরক্ত হয়ে যখন ফিরে আসছি তখন এক ঠগবাজ দাস ব্যবসায়ী এগিয়ে এসে ঐ নিডিয়ার গুণকীর্তন শুরু করলো। বললো, যদিও একদম বাচ্চা তবু ওর মতো ভালো মেয়ে নাকি হয় না, ভালো বংশের, ভালো গান করে, শান্তশিষ্ট, দামেও সস্তা। দাম সস্তা শুনে আমার আগ্রহ হলো। জিজ্ঞেস করলাম কত। দেখলাম আমার

থলেতে যা আছে তাতে হয়েও কিছু বেঁচে যায়। একটুও দেরি না করে ওকে কিনে ফেললাম। বাড়ি ফিরে দেখি—'

'মেয়েটা কানা,' হাসতে হাসতে বললো টেটরাইডেস।

'হ্যাঁ। তক্ষুণি ছুটলাম বাজারে। কিন্তু তখন কি আর ব্যাটা জোচ্চোরকে পাওয়া যায়। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নালিশ দিলাম। লাভ হলো না। ওকে আমার ঘাড়ে গছিয়ে দিয়েই ভেগেছে ব্যাটা পম্পেই ছেড়ে। অবশ্য এখন আর আমার তত দুঃখ নেই। গান গেয়ে আর ফুল বেচে যা পয়সা নিডিয়া আনছে অন্য কেউ তার সিকি ভাগও আনতে পারতো কিনা সন্দেহ।'

ভেতরের ঘরে এসে বার্বো দেখলো বেঁটে, গাট্টাগোট্টা এক লোক আরাম করে বসে আছে তার টেবিলের সামনে। ছোট একটা থলে থেকে কতগুলো স্বর্ণমুদ্রা ঢেলে গুনছে সে। লোকটি আর কেউ নয়, আমাদের ক্যালেনাস, পম্পেই-এর আইসিস মন্দিরের প্রধান পুরোহিত। আরো একটা পরিচয় আছে ক্যালেনাসের—সেটা অবশ্য ওরা দু'জন ছাড়া আর কেউ জানে না—বার্বোর দূর সম্পর্কের আত্মীয় সে। তবে আত্মীয়তাটা গৌণ। দু'জনের সম্পর্ক মূলতঃ বন্ধুত্বের, সেই সাথে সামান্য লেনদেনের সম্পর্কও আছে।

আইসিসের পুরোহিতরা জীবনের সবক্ষেত্রে সব ধরনের বিলাস পরিত্যাগের শপথ নিলেও কার্যক্ষেত্রে সে শপথ তারা রক্ষা করে না, অন্তত ক্যালেনাসের মতো উঁচু দরের পুরোহিতরা নয়। গোপনে শুধু খাওয়া দাওয়া নয় আরো অনেক রকম ভোগ বিলাসেই তারা অভ্যস্ত। ক্যালেনাসের গোপন ভোগের জায়গাগুলোর একটা হলো বার্বোর বাড়ি।

www.boirboi.net

'আহ্, ক্যালেনাস, তুমি এসেছো,' ঘরে ঢুকেই এক গাল হেসে বার্বো বললো। এগিয়ে পাশের তাক থেকে একটা অ্যামফোরা* আর হুটো পানপাত্র নিয়ে বসলো ক্যালেনাসের সামনে। জিজ্ঞেস করলো, 'দেবো নাকি এক পাত্র?'

'তা দিতে পারো,' বললো ক্যালেনাস। 'গলাটা শুকিয়ে উঠেছে।'

পানপাত্র হুটো ভরলো বার্বো। একটা ক্যালেনাসের দিকে এগিয়ে দিয়ে নিজে টেনে নিলো একটা। টাকা গোনা শেষ করে থলেটা বার্বোর দিকে ঠেলে দিলো ক্যালেনাস। তারপর আয়েস করে চুমুক দিলো পানপাত্রে।

'গুনে দেখ কত দিলাম,' বললো সে।

চকচক করে উঠলো বার্বোর চোখ। তাড়াতাড়ি থলেটা নিয়ে মুখ খুলে মুদ্রাগুলো ঢেলে ফেললো টেবিলে ওপর। ওর গোনা শেষ হতেই ক্যালেনাস আবার বললো, 'কি সন্তুষ্ট?'

'সন্তুষ্ট মানে! এত পাবো আমি কল্পনাও করিনি!'

'তাহলে বলো, এমন মোটা টাকা আয়ের পথ করে দিয়েছি বলে আমাকে তোমার ধন্যবাদ জানানো উচিত কিনা?'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই,' বিগলিত ভঙ্গিতে বললো বার্বো। 'ধন্যবাদ তো তুচ্ছ, তার চেয়ে বড় কিছু থাকলে তা-ই জানাতাম তোমাকে।'

'ধন্যবাদ অবশ্য পাওয়া উচিত তোমার ঐ দাসীটারও। কি যেন নাম?'

'নিডিয়া।'

'হ্যাঁ, নিডিয়া। সত্যিই দারুণ গায় ও। আর বাদ্যযন্ত্রে হাত!—

---

* গ্রীক বা রোমান হু'হাতলওয়ালা পাত্র, সাধারণত মদ রাখার জন্যে ব্যবহার হতো।

www.boiRboi.net

সাক্ষাৎ মিউজ। এমন গুণীর পেছনে টাকা ঢালতে আপত্তি নেই আমার বন্ধুর।'

'তোমার এই বন্ধুটি কে?'

'উহুঁ, বলা যাবে না। নিষেধ আছে।'

'ব্যাপার কী বলো তো, নিডিয়াও কিছু বলতে চায় না। জিজ্ঞেস করলে বলে, শপথ করেছি, কাউকে কিছু বলবো না।'

'হ্যাঁ, যে কাউকে ও বাড়িতে ঢোকানোর সময় ওরকম শপথ করিয়ে নেয়া হয়। আমিও নিয়েছি শপথ। ভাঙতে পারবো না।'

'কেন, ভাঙলে কী? দেবীর কাছেও তো শপথ নিয়েছিলে...'

'বাবা, দেবীর কাছে নেয়া আর এ-লোকের কাছে নেয়া এক কথা নয়। দেবীর চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতা ধরে সে।'

বার্বো আর কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই মৃদু একটা শব্দ হলো ঘরের পেছন দিককার দরজাটায়। কপাটের হাতল ধরেছে কেউ। ক্যালেনাস তাড়াতাড়ি পোশাকের মস্তকাবরণটা টেনে দিলো মাথায়। ধীরে ধীরে খুলে গেল দরজা। রোগাটে একখানা শাদা হাত দেখা গেল প্রথমে। সে হাতে একটা লাঠি। লাঠিটা দরজার সামনে সাবধানে ঘুরলো কিছুক্ষণ, যেন লাঠির মালিক বুঝতে চাইলো নাগালের ভেতর ধাক্কা খাওয়ার মতো কিছু আছে কিনা।

'আহ, নিডিয়া,' কর্কশ কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব নরম করে বার্বো বললো, 'চলে এসো, রাস্তা পরিষ্কারই আছে।'

ঘরে ঢুকে দরজাটা আবার বন্ধ করে দিলো নিডিয়া। তারপর ধীরে ধীরে গিয়ে দাঁড়ালো এক কোণে। মুখটা একটু যেন ফ্যাকাসে।

'কি ব্যাপার, নিডিয়া,' বার্বো জিজ্ঞেস করলো, 'মন খারাপ নাকি? কেন, মন খারাপ হবে কেন? শুনলাম কাল রাতে নাকি খুব

www.boiRboi.net

প্রশংসা কুড়িয়েছো। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই আবার ডাকবেন তোমাকে।'

'আবার!' আর্তনাদ করে উঠলো মেয়েটি। দৃষ্টিহীন চোখ দুটো বার্বোর দিকে তুলে কাতর কণ্ঠে বললো, 'না, না, প্রভু! ওখানে আর পাঠাবেন না আমাকে। আপনি আমাকে না খাইয়ে রাখতে পারেন, পিটুনি দিতে পারেন, মেরে ফেলার ভয় দেখাতে পারেন—তবু আমি আর যাবো না ঐ জঘন্য জায়গায়।'

'কেন? যাবে না কেন?'

'কারণ—কারণ ভীষণ নোংরা জায়গা ওটা। ওখানে এমন সব মেয়ে আছে যাদের কাছাকাছি কোনো ভালো মেয়ের থাকা উচিত নয়। আমি ভদ্রঘরের মেয়ে। ও জায়গায় আর আমি যেতে পারবো না।'

'পাগল নাকি!' বললো বার্বো, 'এমন মোটা টাকা আয়ের একটা পথ তুই বন্ধ করে দিতে চাস?'

'জানি না, জানি না। আমি শুধু জানি, আমি আর যাবো না!'

'বললেই হলো! স্বেচ্ছায় না গেলে তোকে জোর করে দিয়ে আসা হবে।'

'চিৎকার করে আমি সারা শহরের লোক জড় করে ফেলবো!'

'আচ্ছা, আচ্ছা! তা যাতে না পারিস সে জন্যে তোর মুখে কাপড় গুঁজে নিয়ে যাবো।'

'ওহ্ ঈশ্বর!' কেঁদে ফেললো নিডিয়া। 'ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আর্জি জানাবো আমি।'

'কী! এতবড় সাহস!' ভয়ানক ক্রোধে গর্জে উঠলো বার্বো।

এই সময়, বোধহয় চেঁচামেচি শুনেই, ঘরে ঢুকলো স্ট্রাটোনিস। এসেই বার্বোর ওপর চড়াও হলো সে।

www.boiRboi.net

'ব্যাপার কী ? নিডিয়া কাঁদছে কেন ? কি বলেছো ওকে তুমি, শুনি ?'

'শোনো শোনো, বেগম সাহেবা,' কৌতুকের সুর বার্বোর গলায়। 'বলছিলে না, মাসে মাসে নতুন পোশাক কিনবে ? সময় থাকতে তোমার দাসীকে সামলাও, নয় তো সে গুড়ে বালি, আমি বলে দিচ্ছি।'

'মানে ?' বিস্মিত দৃষ্টিতে একবার বার্বোর দিকে একবার নিডিয়ার দিকে তাকাতে লাগলো স্ট্রাটোনিস।

হঠাৎ কি হলো নিডিয়ার, ছুটে এসে সে পায়ে পড়লো স্ট্রাটোনিসের। অন্ধ চোখ ছুটো তুলে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললো :

'মা, মা, আপনি আমাকে বাঁচান। আপনি মেয়ে, মেয়েমানুষের ছুঃখ আপনি বুঝবেন। ঐ জঘন্য জায়গায় আর আমাকে পাঠাবেন না।'

'জঘন্য জায়গায় আর পাঠাবো না ?' বার্বোর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো স্ট্রাটোনিস। 'মানে ?'

'ও বলছে, কাল যেখানে গান গাইতে গিয়েছিলো সেখানে আর যাবে না,' বললো বার্বো।

শুনেই ঝটকা মেরে পা সরিয়ে নিলো স্ট্রাটোনিস। চিৎকার করে উঠলো, 'আহ্লাদী !' ক্যালেনাসের দিকে ফিরে বললো, 'চিন্তা কোরো না, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বোধহয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তাই এমন করছে।'

'কে ! কে ! আর কে আছে এ ঘরে ?' শূন্য দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাতে তাকাতে চিৎকার করলো নিডিয়া।

শঙ্কিত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালো ক্যালেনাস। বিড় বিড় করলো,

'নিশ্চয়ই ঐ চোখ দুটো দিয়ে দেখতে পায় ও।'

'কে আছে এ ঘরে। ঈশ্বরের দোহাই কথা বলুন! ওহ, আপনারা যদি আমার মতো অন্ধ হতেন, এত নিষ্ঠুর ব্যবহার করতেন না আমার সাথে!' বলতে বলতে অদম্য কান্নায় ভেঙে পড়লো দৃষ্টিহীনা ক্রীতদাসী।

'নিয়ে যাও ওকে,' স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললো বার্বো। 'এসব প্যাচাল আমার ভালো লাগে না।'

'আয়!' হ্যাঁচকা টানে হতভাগিনী মেয়েটাকে মাটি থেকে তুলে চিৎকার করলো স্ট্রাটোনিস।

একই রকম হ্যাঁচকা টানে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে একপাশে সরে গেল নিডিয়া।

'শুনে রাখুন আমার কথা,' শান্ত অবিচল কণ্ঠে বললো সে, 'আমি আমার সাধ্যমতো নিষ্ঠার সঙ্গে আপনাদের সেবা করছি। আমাকে অন্য যা করতে বলবেন করবো, কিন্তু ওখানে আর যেতে বলবেন না—আমি যাবো না। যদি জোর করার চেষ্টা করেন, আমি প্রিটরকে জানাবো সব কথা!'

আগুনের মতো হয়ে উঠলো স্ট্রাটোনিসের চোখ। বলে কি মেয়েটা! এ যে রীতিমতো প্রভুদ্রোহ! ক'দিন আগেও ইচ্ছে হলেই ক্রীতদাসদের খুন করে ফেলতে পারতো মালিকরা। এখন অতটা সম্ভব নয় বটে, তাই বলে—

বাঁ-হাতে চুল ধরলো সে নিডিয়ার, অন্য হাতটা তুললো চড় মারার ভঙ্গিতে। কি মনে হতে হাতটা নামিয়ে নিয়ে হিড়হিড় করে টেনে দেয়ালের কাছে নিয়ে গেল মেয়েটাকে। দেয়ালে একটা আঙটায় দড়ি ঝুলছিলো, ছোঁ মেরে সেটা টেনে নিলো স্ট্রাটোনিস।

www.boiRboi.net

এক মুহূর্ত পরেই অন্ধ মেয়েটার তীব্র যন্ত্রণাকাতর চিৎকারে ভরে গেল বার্বোর বাড়ি।

ছয়

'কি খবর, পালোয়ানরা সব!' ঝুঁকে বার্বোর শুঁড়িখানার নিচু দরজাটা পেরোতে পেরোতে চিৎকার করলো লেপিডাস। 'দেখতে এলাম তোমাদের।'

সশ্রদ্ধ ভঙ্গিতে টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো গ্ল্যাডিয়েটররা।

'দুনিয়ার কোন জন্তুটা দাঁড়াতে পারবে এদের সামনে?' গ্লকাসের কানে ফিসফিস করলো ক্লোডিয়াস।

'হ্যাঁ, দুঃখ একটাই,' জবাব দিলো গ্লকাস, 'এরা লড়ে তবে দেশের জন্যে নয়।'

'নাইজার, তোমার অবস্থা কী?' জিজ্ঞেস করলো লেপিডাস। 'কেমন লড়বে এবার? কার সঙ্গে?'

'স্পোরাস আমাকে চ্যালেঞ্জ করেছে,' বললো বিশালদেহী নাইজার। 'দু'জনের একজন না মরা পর্যন্ত লড়বো আমরা, আশা করি।'

'নিশ্চয়ই,' জবাব দিলো স্পোরাস।

'ও নেবে তরবারি, আমি জাল আর ত্রিশূল। এমন লড়াই আমাদের অ্যারেনায় খুব কমই হয়েছে। যে জিতবে সত্যিকার অর্থেই

www.boiboi.net

মুকুট পাওনা হবে তার।'

'তারপর তো আমরা আছিই, থলে ভর্তি করে দেবো,' বললো জুয়াড়ী ক্লোডিয়াস ঃ 'দেখি একটু—তুমি নাইজারের সাথে লড়বে? গ্লকাস, আমি নাইজারের পক্ষে বাজি ধরছি।'

'বলেছিলাম না!' খুশিতে চিৎকার করে উঠলো নাইজার। জনাব ক্লোডিয়াস আমাকে চেনেন। ধরে নিতে পারো তুমি এবার মারা পড়ছো, স্পোরাস।'

পকেট থেকে ছোট্ট একটা খাতা বের করলো ক্লোডিয়াস।—'তাহলে পাকা করে ফেলা যাক বাজিটা—দশ সেস্টারশিয়া। কি বলো, গ্লকাস?'

'আমার কোনো আপত্তি নেই,' বললো গ্লকাস। 'কিন্তু এটা কে? এই বীরকে তো আগে কখনো দেখিনি,' লাইডনকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো সে।

'ওর নাম লাইডন। উঠতি গ্ল্যাডিয়েটর। বয়েসে তরুণ হলেও বুকে সাহস অসামান্য। জীবনে এবারই প্রথম লড়বে। টেটরাইডেসকে ও চ্যালেঞ্জ করেছে।'

'না, ও-ই আমাকে চ্যালেঞ্জ করেছে,' বললো লাইডন, 'আমি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছি।'

'কেমন লড়ো তুমি?' জিজ্ঞেস করলো লেপিডাস। 'প্রথমেই টেটরাইডেসের চ্যালেঞ্জ নিলে, একটু বয়েসয়ে এগোলে ভালো হতো না?'

লাইডন কোনো জবাব দিলো না। হাসলো শুধু, তাচ্ছিল্যের হাসি।

'ও কি নাগরিক, না দাস?' জিজ্ঞেস করলো ক্লোডিয়াস।

www.boiRboi.net

'নাগরিক। এখানে আমরা সবাই নাগরিক,' জবাব দিলো নাইজার।

'বেশ, বেশ। তা তোমরা কি নিয়ে লড়বে?' জিজ্ঞেস করলো ক্লোডিয়াস।

'প্রথমে সেস্টাস* নিয়ে,' বললো টেটরাইডেস। 'তারপর দু'জনই যদি বেঁচে থাকি তরবারি নিয়ে।'

'সেস্টাস নিয়ে!' সবিস্ময়ে বললো গ্লকাস। 'সেস্টাস নিয়ে লড়তে হলে গায়ে মাংস থাকা দরকার। তুমি অনেক রোগা, লাইডন—সেস্টাস বাদ দাও।'

'সম্ভব নয়।'

'কেন?'

'বলেছি তো, আমি চ্যালেঞ্জ করিনি, চ্যালেঞ্জ করেছে ও।'

'তবু অস্ত্র পছন্দ না হলে চ্যালেঞ্জ তুমি গ্রহণ না-ও করতে পারো।'

'সেস্টাস আমার অপছন্দ নয়।'

আর কথা বাড়ালো না গ্লকাস। ক্লোডিয়াস টেটরাইডেসের ওপর ত্রিশে দশ বাজির প্রস্তাব করলো। অর্থাৎ টেটরাইডেস হারলে সে দেবে ত্রিশ সেস্টারশিয়া, আর লাইডন হারলে গ্লকাস দেবে দশ। গ্লকাস নিঃসংকোচে রাজি হয়ে গেল। টেটরাইডেসের জয়লাভের ব্যাপারে ক্লোডিয়াস যতটা সুনিশ্চিত, গ্লকাস ততটা নয়। লাইডনের পেশী স্ফীত না হলেও ইস্পাতের মতো শক্ত যে তা লক্ষ্য করেছে

---

* সেস্টাস—ষাঁড়ের চামড়ার দস্তানা বিশেষ, রোমান মুষ্টিযোদ্ধারা পরে লড়াই করতো। এখানে সেস্টাস নিয়ে লড়বে বোঝাতে মুষ্টিযুদ্ধ লড়বে বোঝানো হয়েছে।

www.boiRboi.net

ও। তাছাড়া লাইডনের মনোবলও প্রভাবিত করেছে ওকে।

'মাফ করবেন,' এই সময় লাইডন গ্লকাসকে নিচুকণ্ঠে বললো, 'বিজয়ী গ্ল্যাডিয়েটর কত পাবে?'

'কত? খুব সম্ভব সাত সেস্টারশিয়া।'

'এত! আপনি ঠিক বলছেন?'

'হ্যাঁ। কিন্তু এ প্রশ্ন কেন?—যে কোনো গ্রীক এ ক্ষেত্রে টাকা নয়, সম্মানটাকেই মূল্য দিতো বেশি। তোমরা ইটালীয়রা, সব ক্ষেত্রেই ইটালিয়!'

তরুণ গ্ল্যাডিয়েটরের মুখটা একটু লাল হলো। 'আমাকে ভুল বুঝবেন না, মাননীয় গ্লকাস, আমি ছুটোর কথাই ভাবছি। সম্মান নিশ্চয়ই বড় টাকার চেয়ে, কিন্তু টাকারও খুব প্রয়োজন আমার।'

হঠাৎ ভেতরের ঘর থেকে ভেসে এলো তীব্র তীক্ষ্ণ যন্ত্রণাকাতর এক আর্তচিৎকার:

'ছেড়ে দিন! ছেড়ে দিন আমাকে! আমি অন্ধ, আর কত কষ্ট আমাকে দেবেন।'

'ও প্যালাস!' সচকিত হয়ে বলে উঠলো গ্লকাস, 'গলাটা তো চিনি আমি! আমার সেই অন্ধ ফুলওয়ালী!'

টগবগ করে ফুটে উঠলো গ্লকাসের গ্রীক রক্ত। ঝড়ের বেগে সে ছুটলো দরজা পেরিয়ে। ভেতরের ঘরে যে দৃশ্য দেখতে পেলো তা রীতিমতো বীভৎস। স্ট্রাটোনিস এক হাতে নিডিয়ার চুলের মুঠি ধরে আছে। অন্য হাতে একটা রক্তাক্ত রশি উঁচু করে ধরেছে চাবুকের মতো। নেমে আসবে এক্ষুণি। ধস্তাধস্তি করে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে নিডিয়া দজ্জাল মেয়েলোকটার হাত থেকে। পারছে না। রক্ত ঝরছে তার শরীরের অনাবৃত অংশগুলো থেকে।

www.boiRboi.net

ছুটে গিয়ে গ্লকাস ধরে ফেললো স্ট্রাটোনিসের হাত। জোর করে ছাড়িয়ে নিলো নিডিয়ার চুল থেকে। তারপর আগলে দাঁড়ালো অন্ধ মেয়েটাকে।

'কোন সাহসে এতটুকুন মেয়ের গায়ে হাত তুলেছো তুমি?' চিৎকার করলো গ্লকাস। 'আহা হা, নিডিয়া! নিডিয়া আমার!'

প্রাণ ফিরে পেলো যেন নিডিয়া। গ্লকাসকে জড়িয়ে ধরে বললো, 'ওহ্; আপনি—আপনি গ্লকাস?'

'আমার বাঁদী, আমি যা খুশি করবো, তুমি কে বাধা দেয়ার?' চিৎকার করলো স্ট্রাটোনিস। 'কাপড় চোপড়ে চটক থাকলেও চেহারায় তো ভদ্রলোক মনে হচ্ছে না।'

'না, না, না, ভদ্রভাবে কথা বলো!' ক্লোডিয়াস বললো—ইতিমধ্যে সে আর লেপিডাস এসে পড়েছে ভেতরের ঘরে। 'ইনি আমার বন্ধু এবং ধর্মভাই। আমার সামনে এর সাথে কেউ যাচ্ছেতাই ভাষায় কথা বলবে আমি তা সহ্য করবো না।'

'আমার দাসীকে ছেড়ে দাও!' গ্লকাসের বুকে একটা ঠেলা দিয়ে চিৎকার করলো স্ট্রাটোনিস।

'না!' নিডিয়াকে নিজের পেছন দিকে সরিয়ে দিয়ে গ্লকাস বললো। 'কিছুতেই তুমি আর ওকে হাতে পাবে না!'

'সামান্য একটা ক্রীতদাসীকে নিয়ে এসব কি শুরু করলেন আপনারা!' কিছুই হয়নি এমন ভঙ্গিতে বলে উঠলো বার্বো। 'স্ট্রাটোনিস, সরে এসো ভদ্রলোকের কাছ থেকে। ওঁর খাতিরে এবারের মতো ছেড়ে দাও মেয়েটাকে,' বলতে বলতে হিংস্র হয়ে ওঠা অর্ধাঙ্গিনীকে একপাশে টেনে নিয়ে গেল সে।

ও ঘর থেকে গ্লকাস ও তার সঙ্গীদের ছুটে আসার শব্দ পেয়েই

www.boiRboi.net

চম্পট দিয়েছে আইসিসের পুরোহিত।

এবার আবার কথা বললো ক্লোডিয়াস, 'এ ঘরে ঢুকেই মনে হলো আরো কেউ যেন ছিলো?'

'হ্যাঁ। চলে গেছে সে,' বললো বার্বো। 'আমারই এক বন্ধু। এসব ঝুট ঝামেলা একদম পছন্দ করে না। নিডিয়া, ভদ্রলোককে ছেড়ে দাও এবার। তোমাকে আর কেউ কিছু বলবে না।'

'না—না!' গ্লকাসকে আরো শক্ত করে আঁকড়ে ধরে চেঁচালো নিডিয়া। 'আমাকে আপনি ছেড়ে যাবেন না!'

'ঠিক আছে, নিডিয়া, ঠিক আছে,' সস্নেহে বলে ওকে একটা চেয়ারের কাছে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলো গ্লকাস। তারপর তাকালো বার্বোর দিকে। 'আপনার এই বাঁদীটা খুব সুন্দর গান করে, ফুলের যত্ন নেয় ভালো—ওকে আমি এক ভদ্রমহিলাকে উপহার দিতে চাই। বেচবেন আমার কাছে?'

খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো নিডিয়ার মুখ, ভাষাহীন চোখ দুটো।

'বিক্রি করবো আমাদের নিডিয়াকে! জি, না,' ঝামটে উঠলো স্ট্রাটোনিস।

আবার নিডিয়া আঁকড়ে ধরলো গ্লকাসকে।

'যত্তসব!' বিরক্ত কণ্ঠে বললো ক্লোডিয়াস, 'আমাকে ক্ষেপিও না, ফল ভালো হবে না। তুমি, বার্বো, আর তুমি, স্ট্রাটোনিস, দুজনই শুনে রাখো, আমার বন্ধুর কোনোরকম অপমান আমি সহ্য করবো না। ও যা বলছে, যদি না শোনো তোমাদের ব্যবসায় আমি লালবাতি জ্বেলে তবে ছাড়বো। পম্পেই-এ আর মদ বেচতে হবে না তোমাদের। গ্লকাস, পেয়ে গেছ তুমি দাসীটাকে।'

বিব্রত ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ মাথা চুলকালো বার্বো।

www.boiRboi.net

'অন্য কেউ হলে বেচতে আমার আপত্তি ছিলো না,' বললো ও। 'কিন্তু, নিডিয়া অমূল্য আমার কাছে···।'

'দাম বলুন, আপনি ঠকবেন না,' বললো গ্লকাস।

একটু যেন ভাবনায় পড়লো বার্বো।

'কিনেছিলাম ছয় সেস্টারশিয়া দিয়ে,' বললো স্ট্রাটোনিস, 'এখন নিশ্চয়ই বারো হবে।'

'বিশ সেস্টারশিয়া দেবো আমি। চলো এক্ষুণি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে, কাগজপত্র পাকা করে ফেলবে, তারপর আমার বাসায় গিয়ে টাকা নিয়ে আসবে।'

'তাহলে—তাহলে আমি এখন আপনার সাথে যাবো ?' উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললো নিডিয়া।

'হ্যাঁ, নিডিয়া। তারপর শুরু হবে তোমার কঠিন পরীক্ষা—পম্পেই-এর সবচেয়ে রূপসী মহিলাকে খুশি করতে হবে তোমার গান শুনিয়ে।'

হঠাৎই একটু যেন বিবর্ণ হলো মেয়েটির চেহারা। গ্লকাসকে ধরে থাকা হাতের মুঠি শিথিল হয়ে গেল। অস্ফুটে বললো, 'ভেবেছিলাম আপনার বাড়িতেই বুঝি নিয়ে যাবেন আমাকে।'

'আপাতত তা-ই যাবো। চলো, আর সময় নষ্ট করে কাজ নেই।'

www.boiRboi.net

সাত

চারদিন পর। আজ আবার আয়োনের বাড়িতে এসেছে আর্বাসেস।

সেদিন গ্লকাসের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে যাওয়ার পর নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকেনি সে। প্রতিদিনই একবার করে এসেছে এ বাড়িতে। সরল মুখে বিস্মিতকণ্ঠে গ্লকাসের আরো অপকর্মের কাহিনী শুনিয়েছে। বলাবাহুল্য সবই তার মনগড়া।

আর্বাসেস এসেছে শুনে আয়োন এলো বসার ঘরে, দেখা করতে। মুখ ঢাকা ওড়নায়। দেখেই ভুরু দুটো কুঁচকে গেল আর্বাসেসের।

'বাসায়ও তুমি ঘোমটা টেনে থাকো!' বললো সে। 'যাদের বন্ধু মনে করো তাদের সামনে এটা উচিত নয়।'

আয়োন আসলে মুখ ঢেকেছে লজ্জা বা সংকোচে নয়, কেঁদে কেঁদে লাল করে ফেলা চোখ দুটো যেন আর্বাসেস দেখতে না পায় সে জন্যে। একমুহূর্ত চুপ করে থেকে সে বললো, 'আর্বাসেসের সামনে ঘোমটা টানলেই কি না টানলেই কি? আর্বাসেস তো তাকায় কেবল মনের দিকে।'

'হ্যাঁ। তাহলে মুখ দেখাও,' জবাব দিলো আর্বাসেস, 'মুখেই তো পড়ে মনের ছায়া।'

'পম্পেই-এর বাতাস বেশ সাহসী করে তুলেছে তোমাকে,' চেষ্টা

www.boiRboi.net

করে গলায় একটু উচ্ছলতা ফুটিয়ে বললো আয়োন।

'বলতে চাও পম্পেই-এ এসেই আমি তোমাকে মূল্য দিতে শিখেছি?' গলাটা একটু কেঁপে গেল যেন আর্বাসেসের। 'না, আয়োন, সব সময়ই আমি মূল্য দিয়ে এসেছি তোমাকে। যেদিন তোমাকে প্রথম দেখেছি—যখন তুমি ছোট্ট মেয়েটি তখন থেকেই তোমার সম্পর্কে অন্যরকম একটা ধারণা আমি লালন করছি মনে। একে তুমি প্রেম বলতে পারো, ভালোবাসা বলতে পারো। তবে আর দশজনের প্রেমের সঙ্গে এর পার্থক্য আছে। এ প্রেম কিছু দেখে না, কিছু শোনে না, কেবল অনুভব করে।'

'হ্যাঁ, এমন ভালোবাসাকেই বলে বন্ধুত্ব!' জবাব দিলো আয়োন।

'বন্ধুত্ব!' ভয়ানকভাবে আপত্তি জানালো আর্বাসেস। 'না, এমন পবিত্র, এমন গভীর একটা অনুভূতির এমন সাধারণ নাম হতে পারে না। বন্ধুত্ব! এ এমন এক বন্ধন যা বোকা, ঠগ, জোচ্চোর মোটকথা নিম্নরুচির মানুষদের এক করে। গ্লকাস আর ক্লোডিয়াসের মাঝে যে বাঁধন তাকে তুমি কি বলবে?—বন্ধুত্ব? আর আমার আর তোমার মাঝের বাঁধন?—তাও বন্ধুত্ব? না, আয়োন, বন্ধুত্ব এ নয়, প্রেমও নয়। এ আরো বড়ো আরো মহান কিছু। এ এক স্বর্গীয় বন্ধন।'

ভয় পেলো আয়োন। একটু যেন বেশি ঘনিষ্ঠ হতে চাইছে আর্বাসেস। ব্যাপারটা তো সুবিধার মনে হচ্ছে না! তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্যে ও বললো, 'কি জানি, আমি এসব ভালো বুঝি না। এপিসাইডেসের সঙ্গে এর ভেতর দেখা হয়েছে নাকি তোমার? অনেক দিন হলো আসে না আমার কাছে। শেষ যেদিন এসেছিলো ওকে কেমন যেন মনমরা দেখাচ্ছিলো।'

'ওকে নিয়ে ভাবতে হবে না তোমাকে, আয়োন, ও ভালোই

www.boiRboi.net

আছে। কিছুদিন অবশ্য সত্যিই একটু দুশ্চিন্তায় ছিলো, নতুন একটা ব্রত নিয়েছে—তাও কী কঠিন ব্রত—দুশ্চিন্তা আসবে না? এখন সব ঠিক হয়ে গেছে। দেবীর চরণে মনপ্রাণ সঁপে দিয়েছে এপিসাইডেস।'

'যাক, শুনে স্বস্তি পেলাম। ক'দিন ধরে ওকে নিয়ে বেশ ভাবনায় ছিলাম। ও শান্তিতে থাকলে আমিও শান্তি পাই।'

এরপর সাধারণ কিছু আলাপ হলো দু'জনে। এক সময় আর্বাসেস বললো, 'কতগুলো মাস হয়ে গেল পম্পেই-এ এসেছো, কিন্তু আমার বাড়িতে একবারও গেলে না। এবার একদিন চলো, আমি খুব খুশি হবো। তোমারও ভালো লাগবে। সেই যে নিয়াপোলিসে আমার বাড়ির কয়েকটা কামরা দেখে তুমি অবাক হয়ে গিয়েছিলে, রহস্যময় মনে হয়েছিলো, আমার এখানকার বাড়িতেও সেরকম কামরা আছে। ওগুলোর রহস্য বুঝিয়ে দেবো তোমাকে। তাছাড়া অদ্ভুত কিছু শিল্প সামগ্রী যোগাড় করেছি। তোমাকে দেখাতে চাই। আসবে, আয়োন?'

এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করার কোনো কারণ দেখতে পেলো না আয়োন। সত্যিই আর্বাসেসের বাড়ির সেই মিশরীয় ধাঁচের কামরা-গুলোর রহস্য জানার খুব ইচ্ছে ওর। বললো, 'কবে?'

'তুমি চাইলে কাল সন্ধ্যায়ই।'

'ঠিক আছে।'

গ্লকাসের বাড়ি।

বাগানের পাশে ঘাসে ছাওয়া ছোট্ট সবুজ আঙিনায় শুয়ে আছে গ্লকাস। দু'হাত মাথার নিচে। দৃষ্টি শূন্য নীল আকাশের পানে। শুয়ে শুয়ে আয়োনের কথা ভাবছে সে। সেদিনের পর দু'দিন আয়ো-নের বাড়ি থেকে ঘুরে এসেছে, আয়োন দেখা করেনি। বাড়িতেই

www.boiRboi.net

ছিলো, তবু দেখা করেনি। সেই থেকে ভাবছে গ্লকাস, কিন্তু কোনো কূল পাচ্ছে না। বুঝে উঠতে পারছে না, কেন ওর সাথে দেখা করলো না আয়োন।

হঠাৎ বাগানের কিনারে মর্মর বাঁধানো সরু পথে পায়ের আওয়াজ হলো। চমকে উঠে বসলো গ্লকাস।

নিডিয়া আসছে। এক হাতে পানির পাত্র, অন্য হাতে ফুলের ডালি। বাগানে পানি দেবে নিডিয়া, আর তোলার মতো ফুলগুলো তুলে নেবে ডালিতে।

'নিডিয়া এসেছো,' বললো গ্লকাস।

ওর গলা শুনেই থেমে দাঁড়ালো নিডিয়া। কান খাড়া করলো, শব্দটা ঠিক কোনখান থেকে এসেছে বুঝতে চাইছে। শূন্য দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে এদিক ওদিক।

'এসো, নিডিয়া, আমি এখানে,' আবার বললো গ্লকাস।

আর সংশয় রইলো না অন্ধ মেয়েটির, কোথায় আছে তার নতুন প্রভু। লঘু পায়ে হেঁটে এলো সে গ্লকাসের কাছে।

'বোসো, নিডিয়া, দুটো কথা বলি তোমার সাথে,' গ্লকাস বললো, 'কেমন লাগছে আমার বাড়িতে?'

'ভালো। জীবনে এত সুখে কখনো থাকিনি।'

'ক'দিন আগের দুঃখময় স্মৃতি কিছুটা হলেও ভুলতে পেরেছো তাহলে? এবার তোমার ঘাড়ে একটা কাজ চাপাবো।'

'সত্যিই! আমাকে আপনি কাজ দেবেন? আপনার কাজ?' উচ্ছ্বসিত হয়ে বললো নিডিয়া।

'হ্যাঁ। আয়োন বলে কোনো মহিলার নাম শুনেছো?'

মুহূর্তে মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল নিডিয়ার। অস্ফুটকণ্ঠে কোনো

www.boiboi.net

মতে জবাব দিলো, 'হ্যাঁ। শুনেছি খুব সুন্দরী নাকি। নিয়াপোলিসের মেয়ে।'

'সুন্দরী। শুধু সুন্দরী হলে কথা ছিলো না। তার রূপের কাছে দিনের আলোও ম্লান হয়ে যায়। আমি ওকে ভালোবাসি, নিডিয়া।'

'আপনার প্রশ্ন শুনেই আন্দাজ করেছিলাম,' অনেক কষ্টে উদ্গত কান্না দমন করে শান্ত রইলো নিডিয়া।

'ভালোবাসি, কিন্তু ওকে জানানোর মতো সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারিনি। আমার হয়ে তুমি জানাবে। আজই তোমাকে পাঠিয়ে দেবো আয়োনের বাড়িতে। ওর সখী হয়ে থাকবে।'

'মানে—মানে আপনি এ বাড়ি থেকে বিদায় করে দেবেন আমাকে?'

'আয়োনের কাছে যাবে।' কথাটা এমন সুরে বললো গ্লকাস, যেন বোঝাতে চাইলো, 'এর বেশি আর কী আশা করো তুমি?'

আর পারলো না নিডিয়া। কেঁদে ফেললো হু-হু করে।

হতভম্ব হয়ে গেল গ্লকাস। তাড়াতাড়ি ওকে ধরে বললো, 'কি হয়েছে, নিডিয়া, কাঁদছো কেন? ভাবছো আমার কাছে যতটা আদর পেয়েছো অতটা পাবে না ওখানে? না, না, তুমি জানো না, আয়োন খুব ভালো, খুব দয়ালু, বসন্তের বাতাসের মতো কোমল ওর মন। দেখো, তোমার সাথে বোনের মতো ব্যবহার করবে। ...এখনও কাঁদছো? কী বোকা মেয়ে রে! ঠিক আছে, আমি তোমাকে জোর করবো না। অন্য কাউকে দিয়ে করিয়ে নেবো কাজটা। নয়তো আমি নিজেই...'

গ্লকাসের গলার স্বরে এমন কিছু ছিলো, তক্ষুণি চোখ মুছে সোজা হয়ে দাঁড়ালো নিডিয়া। বললো, 'না, এই দেখুন আমি আর কাঁদছি না। কি করতে হবে বলুন।'

www.boiRboi.net

'এই তো, লক্ষ্মী মেয়ে নিডিয়া!' ওর একটা হাত তুলে নিয়ে চুমু খেয়ে গ্লকাস বললো। 'তাহলে চলে যাও ওর বাসায়। যদি কখনো মনে হয় আমি তোমাকে ভাঁওতা দিয়েছি, এখানকার চেয়ে কষ্টে আছো ওখানে, এক মুহূর্ত দেরি না করে ফিরে এসো আমার কাছে। আমি তোমাকে বিক্রি করছি না, দানও করে দিচ্ছি না, কিছুদিনের জন্যে ধার দিচ্ছি শুধু। খুব শিগগিরই যখন আমার আর আয়োনের বাড়ি এক হয়ে যাবে তখন নিশ্চয়ই তোমার কোনো দুঃখ থাকবে না।'

অদ্ভুত এক কাঁপুনি বয়ে গেল ক্ষীণদেহী মেয়েটির শরীর বেয়ে।

'তাহলে যাও, নিডিয়া,' গ্লকাস আবার বললো, 'আমার সবচেয়ে বিশ্বস্ত দাসকে বলে রেখেছি, ও তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে। সবচেয়ে সুন্দর ফুলগুলো তুলে নিয়ে যাও, বলবে আমি পাঠিয়েছি। আর—আর সময় সুযোগমতো আমার হয়ে আমার ভালোবাসার কথা বলবে ওকে। পারবে না?'

'পারবো।' বলে বাগানের দিকে এগোলো নিডিয়া। চোখ দুটো আবার জলে ভরে উঠেছে।

'ফুল তোলা হয়ে গেলে এসো আমার কাছে,' পেছন থেকে বললো গ্লকাস, 'তোমার হাতে একটা চিঠি দিয়ে দেবো, আমি বসার ঘরে থাকবো।'

শোয়ার ঘরে বসে আছে আয়োন। এক দাসী এসে জানালো, গ্লকাসের কাছ থেকে দুত এসেছে, বাড়িতে ঢুকতে চায়।

এক মুহূর্ত ইতস্তত করলো আয়োন।

'মেয়েটা অন্ধ,' বললো দাসী। 'আপনাকে ছাড়া কাউকে বলবে না, কেন এসেছে।'

www.boiRboi.net

দূত মেয়ে, তার ওপর অন্ধ, শুনে দ্বিধা কেটে গেল আয়োনের। দাসীকে বললো, 'নিয়ে এসো।'

'কি খবর পাঠাতে পারে ও?' মনে মনে প্রশ্ন করলো আয়োন। 'ঘর ভর্তি মানুষের সামনে আমার নামে যেসব কথা বলেছে তারপর কী আর বলার থাকতে পারে ওর?' নিজের অজান্তেই হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়ে উঠলো আয়োনের। তবে কি—তবে কি আর্বাসেস ঠিক কথা বলেনি?'

দরজার পর্দা সরে গেল। দাসীর হাত ধরে মর্মর মেঝের ওপর দিয়ে নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে এলো নিডিয়া। দরজার মুখে কয়েক মুহূর্ত অনড় দাঁড়িয়ে রইলো। কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করলো, কোনো শব্দ পাওয়া যায় কিনা—যে শব্দ ওকে বুঝিয়ে দেবে কোন্ দিকে যেতে হবে। কিন্তু কোনো শব্দ হলো না।

'মাননীয় আয়োন কি একটু কথা বলবেন?' অবশেষে বললো নিডিয়া। 'আমি বুঝতে পারতাম আপনি কোথায় আছেন, আপনার পদপ্রান্তে পৌঁছে দিতে পারতাম আমার প্রভুর উপহার।'

অদ্ভুত কোমল এক বিষণ্ণতায় ছেয়ে গেল আয়োনের মন। 'তোমাকে কষ্ট করতে হবে না, মেয়ে,' সে বললো, 'যা এনেছো, আমার দাসীকে দাও, ও-ই নিয়ে আসবে আমার কাছে।'

'উঁহুঁ, এই ফুলগুলো আপনাকে ছাড়া আর কাউকে দিতে পারবো না আমি,' বলতে বলতে ধীর পায়ে এগিয়ে আয়োনের সামনে গিয়ে হাঁটুগেড়ে বসলো নিডিয়া। বাড়িয়ে ধরলো ফুলের পাত্রটা।

আয়োন সেটা নিয়ে টেবিলের ওপর রেখে আস্তে করে ধরে ওঠালো নিডিয়াকে। বসাতে যাবে নিজের পাশে, বিনীত ভঙ্গিতে বাধা দিলো নিডিয়া।

www.boiRboi.net

'আমার কাজ এখনো শেষ হয়নি,' বললো সে। পোশাকের ভেতর থেকে গ্লকাসের চিঠিটা বের করে এগিয়ে দিলো। 'এটা পড়লে বোধ হয় বুঝতে পারবেন, কেন আমার মতো হতভাগিনীকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন আমার প্রভু।'

কম্পিত হাতে চিঠিটা নিলো আয়োন। হাত নেড়ে দাসীকে বিদায় হতে বলে আবার তাকালো নিডিয়ার দিকে, যেন নিশ্চিত হয়ে নিলো সত্যিই ও দৃষ্টিহীন কিনা। তারপর একটু পিছিয়ে খুলে পড়তে লাগলো চিঠিটা।

'সুপ্রিয় আয়োন,

'দু'দিন তোমার বাড়িতে গিয়ে ফিরে এসেছি, দেখা পাইনি। আয়োন কি অসুস্থ? তোমার দাস-দাসীরা জবাব দিয়েছে 'না'। গ্লকাস কি আয়োনকে কষ্ট দিয়েছে?—এ প্রশ্ন আমি করতে পারিনি। ইচ্ছে হওয়া সত্ত্বেও পারিনি—সঙ্গত মনে হয়নি। পাঁচ দিন হয়ে গেল তোমাকে আমি দেখি না। আয়োন, এই পাঁচ দিন সূর্য উঠেছে তোমার আকাশে?—আমার আকাশে ওঠেনি। তুমি কি ভালো ছিলে? কেন না থাকবে?—কিন্তু আমি ছিলাম না। প্রতি মুহূর্তে মনে পড়েছে তোমার কথা। ঘুমিয়েও শান্তি পাইনি। স্বপ্নে তুমি এসে দাঁড়িয়েছো সামনে। আমার সব হাসি, সব আনন্দ, সব গান নিঃশেষ হয়ে গেছে। কিন্তু কেন, আয়োন? আমি কি সত্যিই কোনোভাবে কষ্ট দিয়ে ফেলেছি তোমাকে?

'তোমার ভৃত্যদের কাছে শুনলাম, তুমি নাকি তোমার রোজ সন্ধ্যার স্তাবকদের সাথেও দেখা করছো না। তুমি কি আমাকেও

ওদের একজন ভাবলে? এ অসম্ভব! তুমি ভালো করেই জানো, আমি ওদের মত নই। ওরা তোমার কাছে কেন যায় জানি না, আমি যাই—না যেতাম, তোমার অন্তরের সৌরভে আমার অন্তরকে সুরভিত করার জন্যে। আমি ভেবেছিলাম তুমি বোধ হয় এটা বুঝতে পেরেছো, তাই এ সম্পর্কে কখনো মুখ ফুটে বলিনি কিছু। ওদের কেউ আমার বদনাম করেনি তো তোমার কাছে, আয়োন?

'আমাদের পরিচয় অল্প দিনের। এত তাড়াতাড়ি আমি ভালোবাসার কথা বলতে চাইনি তোমাকে। জানি না সেটাই আমার ভুল হয়েছে কিনা। আমার মনে হয়েছে তোমার মন এখনো প্রস্তুত হয়নি একথা শোনার জন্যে। কিন্তু, আয়োন, আজ আমি না বলে পারছি না, তোমাকে আমি ভালোবাসি। সেই যে মিনার্ভার মন্দিরে আমরা একসাথে প্রার্থনা করেছিলাম সেদিন থেকেই ভালবাসি। আমার এই স্পষ্ট ভাষণ শুনে তোমার কি প্রতিক্রিয়া হবে জানি না। জানতে চাইও না। শুধু একটা অনুরোধ করবো, বিশ্বাস কোরো আমি সত্য কথা বলেছি।

'আমার পাঠানো ফুলগুলো গ্রহণ কোরো। ওগুলো এমন একজনের হাতে দিয়ে পাঠালাম যাকে তুমি ওর নিজের কথা ভেবেই স্বাগত জানাবে। আমাদের মতো ও-ও এই পম্পেই-এ প্রবাসী। বড় দুঃখী মেয়ে। একে অন্ধ তায় দাসী। ওর জন্যে খুব কষ্ট হয় আমার। আমি ওকে তোমার হাতে তুলে দিতে চাই, আয়োন। কারণ আমি বিশ্বাস করি, তোমার কাছে ওর অযত্ন হবে না। খুবই নম্র স্বভাবের মেয়ে ও। চটপটে। চমৎকার গান করে। ফুলের যত্ন নিতেও পটু। আমার মনে হয় ওকে তোমার

পছন্দ হবে। যদি না হয়, নির্দ্বিধায় ওকে ফেরত পাঠিও আমার কাছে।

'আরেকটা কথা—তোমার কাছে রূঢ় শোনাবে হয়তো, তবু বলছি, ঐ মিশরীয় সম্পর্কে এত উঁচু ধারণা কেন তোমার? ওকে আমার একদম পছন্দ হয়নি। আমরা গ্রীকরা ছেলেবেলা থেকেই মানুষ চিনতে শিখি—সেদিন প্রথম দেখায়ই লক্ষ্য করেছি, লোকটার ভেতর সারল্যের বড় অভাব। এ লোক তোমার ভালো চাইতে পারে না। ও-ই কি আমার সম্পর্কে বানিয়ে কিছু বলেছে তোমাকে? জানি না। যদি বলে থাকে, বিশ্বাস কোরো না ওর কথা। আয়োনের কাছে এই একটাই দাবি গ্লকাসের। বিদায়। তোমার জবাবের অপেক্ষায় রইলাম।

'গ্লকাস।'

চিঠি পড়ে আয়োনের মনে হলো, ঘন কুয়াশার একটা পর্দা যেন সরে গেল ওর চোখের সামনে থেকে। গ্লকাসের ওপর ওর মন বিষিয়ে উঠেছিলো কেন?—শুনেছিলো গ্লকাস ওকে সত্যিকারভাবে ভালোবাসে না। কিন্তু চিঠিতে সে পরিষ্কার করে লিখেছে তার মনের কথা। তাহলে আর কেন সন্দেহ থাকবে? নিডিয়ার দিকে একবার তাকিয়ে সন্তর্পণে চিঠিটায় চুমু খেলো আয়োন। নিডিয়া দাঁড়িয়ে আছে আগের সেই জায়গায়, সেই ভঙ্গিতে। ওকে উদ্দেশ্য করে আয়োন বললো, 'একটু বোসো, আমি জবাব লিখে দেই।'

'আপনি তাহলে জবাব দেবেন?' শীতল কণ্ঠে বললো নিডিয়া।

'হ্যাঁ,' আয়োন বললো, 'আর তুমি আমার সাথে থাকবে। নাম কি তোমার?'

'সবাই আমাকে নিডিয়া বলে ডাকে।'

'দেশ ?'

'থেসালি।'

'তাহলে তো কোনো চিন্তাই নেই। তুমি প্রায় আমার দেশের মেয়ে। তুমি আমার সখী হবে। বোসো। জবাবটা লিখে এক্ষুণি আসছি।'

আয়োন লিখলো :

'প্রিয় গ্লকাস,

'এসো আমার কাছে—কালই। আমি সম্ভবত দুর্ব্যবহারই করে ফেলেছি তোমার সাথে। কেন এমন ঘটলো, সাক্ষাতে তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারবো। সেই মিশরীয় বা অন্য কারো কথা ভেবে কোনোরকম দ্বিধা বা সংকোচ কোরো না। দীর্ঘ চিঠিতে তুমি তোমার অনুভূতি প্রকাশ করেছো। আমার চিঠি ছোট, তবু জেনো, অনুভূতির বিচারে এর মূল্য কম নয় মোটেই। বিদায়। তোমার অপেক্ষায় রইলাম।

'আয়োন।'

চিঠি নিয়ে আয়োন ফিরতেই উঠে দাঁড়ালো নিডিয়া। জিজ্ঞেস করলো, 'হয়েছে ?'

'হ্যাঁ।'

'এ চিঠি পেয়ে কি খুশি হবেন আমার প্রভু ?'

ভুরু থেকে গলা পর্যন্ত লাল হয়ে উঠলো আয়োনের। তক্ষুণি কোনো জবাব দিতে পারলো না।

www.boiRboi.net

'মানে আমি বলতে চাইছি,' আবার বললো নিডিয়া, 'ওঁর খুশি হওয়ার মতো কিছু যদি লিখে থাকেন আমি নিজে যাবো আপনার চিঠি পৌঁছে দিতে—সন্ধ্যার মধ্যেই আবার ফিরে আসবো অবশ্য।'

'কেন, নিডিয়া, তুমি যাবে কেন? তোমার সঙ্গে যে এসেছে সে-ই তো নিয়ে যেতে পারবে।'

'পারবে। তবু আমিই নিয়ে যেতে চাই,' আগের মতো শান্ত কণ্ঠে বললো নিডিয়া। 'প্রভু সত্যি সত্যি খুশি হবেন এমন বার্তা বইবার সুযোগ যদি না পাই আর কখনো?'

'তাহলে শোনো,' অস্ফুট স্বরে আয়োন বললো, 'আমার মনে হয় খুশিই হবেন তোমার প্রভু।'

বুক ভেঙে যেতে চাইলেও ওপরে ওপরে শান্তভাব রক্ষা করলো নিডিয়া। মৃদুকণ্ঠে বললো, 'দিন তাহলে, আমি নিয়ে যাই।'

আট

'ওহ, নিডিয়া, নিডিয়া,' আয়োনের চিঠি পড়া শেষ করে চিৎকার করলো গ্লকাস, 'কী বলে—কী বলে আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাবো? কী পুরস্কার দেবো তোমাকে?'

'আপনি খুশি হয়েছেন এতেই আমি পেয়ে গেছি আমার পুরস্কার,' বললো নিডিয়া।

www.boiboi.net

‘কাল—কাল। কী করে আমি অপেক্ষা করবো কাল পর্যন্ত?’

উচ্ছ্বসিত গ্লকাস ছাড়লো না নিডিয়াকে। বার বার শুনলো আয়োনের সাথে ওর আলাপের প্রতিটা বর্ণ। একাধিকবার বেচারির দুর্ভাগ্যের কথা ভুলে জিজ্ঞেস করলো, কেমন দেখাচ্ছিলো তখন আয়োনকে। দুপুরের পর ফিরে এসেছিলো নিডিয়া, গ্লকাসের হাত থেকে যখন ছাড়া পেলো তখন সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি আবার ও রওনা হলো আয়োনের বাড়ির পথে।

সরাসরি আয়োনের শোবার ঘরে ঢুকলো নিডিয়া। কেউ বাধা দিলো না, কারণ সবাই এর ভেতর জেনে গেছে অন্ধ মেয়েটা এখন থেকে এ বাড়িতে থাকবে, মনিবানির সখী হিশেবে।

কিন্তু ঘরে নেই আয়োন। এই ভর সন্ধ্যায় গেল কোথায়? কৌতূহলী হয়ে এক দাসীকে জিজ্ঞেস করলো নিডিয়া। যে জবাব পেলো তাতে চমকে উঠলো ও।

‘আর্বাসেস—মানে সেই মিশরীয়টার বাড়িতে? অসম্ভব!’ রুদ্ধশ্বাসে উচ্চারণ করলো নিডিয়া।

‘অসম্ভব কেন হবে,’ বললো দাসী, ‘মিশরীয় আর্বাসেসকে অনেক দিন ধরে চেনেন উনি।’

‘অনেকদিন ধরে চেনেন!’ মনে মনে বললো নিডিয়া। ‘ও ঈশ্বর, এরপরও গ্লকাস ওঁকে ভালোবাসেন!’ এক মুহূর্ত ভেবে ও দাসীকে জিজ্ঞেস করলো, ‘ঐ বাড়িতে কি প্রায়ই যান উনি?’

‘না, আজই প্রথম গেলেন। সারা পম্পেইয়ে ঢি ঢি পড়ে গেছে বদ লোকটার নামে, জানি এ সময় উনি না গেলেই ভালো করতেন, কিন্তু কি করবো, আমি তো আর মনিবকে বারণ করতে পারি না।’

www.boiRboi.net

'আজই প্রথম গেলেন। তুমি ঠিক জানো?' জিজ্ঞেস করলো নিডিয়া।

'হ্যাঁ, বাছা। কিন্তু তাতে তোমার বা আমার কি আসে যায়?'

দেরি না করে আয়োনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো নিডিয়া। ছুটলো গ্লকাসের বাড়ির পথে। ঝড়ের গতিতে চিন্তা চলছে ওর মাথায়।

'আর্বাসেসের বাড়িতে আয়োন। এই রাত্রিবেলা! তাও আবার একা একা! সর্বনাশ! আমি যে অন্ধ ক্রীতদাসী, সেই আমিও তো বার্বোর পায়ে ধরে কেঁদেছিলাম, যেন ঐ বাড়িতে দ্বিতীয়বার যেতে না হয়। আর আয়োন, যার রূপগুণের তুলনা নেই, যাকে ভালোবাসেন গ্লকাস সে স্বেচ্ছায় একা গিয়ে ঢুকেছে বাঘের গুহায়? আয়োন কি জানে না আর্বাসেসের চরিত্র? জেনেশুনেও গেছে? মনে হয় না। নিশ্চয়ই আয়োন জানে না লোকটার স্বরূপ।'

হঠাৎ স্বার্থচিন্তা উঁকি দিলো নিডিয়ার মনে। 'গেছে যদি যাক না আয়োন। আমার কী? কাল যখন ফিরে আসবে গ্লকাসের স্ত্রী হবার যোগ্যতা বা পবিত্রতা কোনোটাই তার থাকবে না। গ্লকাস বাধ্য হয়ে মুখ ফিরিয়ে নেবেন ওর দিক থেকে। সন্দেহ নেই, দুঃখ পাবেন গ্লকাস, আমি তখন তাঁকে সান্ত্বনা দেবো। আয়োনের প্রতি আকর্ষণ যদি একবার বাধা পেয়ে ফিরে আসে তখন আমার ওপরই তা উদার ভাবে বর্ষিত হবে। আমি তো বেশি কিছু চাই না। গ্লকাসের একান্ত সান্নিধ্যে থাকতে পারলেই আমি খুশি।'

গ্লকাসকে একান্ত নিজের করে পাবে, মাঝখানে কোনো আয়োন থাকবে না—কল্পনা করে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো নিডিয়া। মরুক আয়োন। ওর ভাগ্যে যা আছে ঘটুক।

হঠাৎ পিঠের ওপর সপাং করে চাবুক পড়লো যেন নিডিয়ার। স্ট্রাটোনিসের চাবুক।—না পিঠের ওপর নয়, বুকের মাঝখানে হৃৎপিণ্ডকে ক্ষত বিক্ষত ক'রে। এসব কী ভাবছে নিডিয়া। এত বড় অন্যায়টা সে করবে কী করে? স্ট্রাটোনিসের চাবুক থেকে যে তাকে চিরদিনের জন্যে উদ্ধার করে এনেছে, দেবতার মতো দয়ালু সেই গ্লকাসকে এমন হীনভাবে বঞ্চনা করবে ও? যখন একটা খবর পেলেই গ্লকাস ছুটে গিয়ে আয়োনকে উদ্ধার করে আনতে পারে আর্বাসেসের কবল থেকে তখন নিডিয়া কি চুপ করে থাকবে? না, তা সম্ভব নয়। তাহলে যে অনন্ত নরকবাসেও সে কৃতঘ্নতার প্রায়শ্চিত্ত হবে না। আয়োন যে গ্লকাসের স্বপ্নের রানী, বুকের রক্ত তা তো নিডিয়া ভালো করেই জানে।

নিজের অজান্তেই হাঁটার গতি বেড়ে গেল নিডিয়ার। সঙ্গের দাসটি একটু মোটাসোটা, ভুঁড়িওয়ালা। বেচারা হাঁসফাঁস করতে লাগলো ওর সঙ্গে তাল রেখে চলতে গিয়ে।

কিন্তু কপাল খারাপ নিডিয়ার। কপাল খারাপ আয়োনের। গ্লকাসেরও। বাড়ি পৌঁছে নিডিয়া শুনলো, কিছুক্ষণ আগে গ্লকাস বেরিয়ে গেছে কয়েকজন বন্ধুর সাথে। কোথায় যাচ্ছে বলে যায়নি কাউকে। কখন ফিরবে তা-ও বলে যায়নি।

'ফিরতে ফিরতে মাঝরাতও হয়ে যেতে পারে,' বললো এক দাস।

দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরলো নিডিয়া। বসার ঘরের একটা আসনে বসে পড়লো অবসন্ন ভঙ্গিতে। ভাবতে লাগলো কী করা যায়।

'সময় নেই, একদম সময় নেই!' মনে মনে বললো সে। হঠাৎ একটা বুদ্ধি যেন উঁকি দিলো মনে। তাড়াতাড়ি সঙ্গী দাসের দিকে

www.boiRboi.net

ফিরে জিজ্ঞেস করলো, 'আয়োনের কোনো আত্মীয় বা ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছে পম্পেই-এ, জানো?'

'কেন জানবো না!' জবাব দিলো দাস। 'সারা পম্পেই যে খবর জানে আমি তা জানবো না? আয়োনের এক ভাই আছে। অল্প বয়েস, অসম্ভব ধনী। কিন্তু এমন বোকা ছেলেটা, এই বয়েসেই সব ছেড়ে ছুঁড়ে দিয়ে পুরোহিত হয়েছে আইসিসের।'

'আইসিসের পুরোহিত! নাম কী তার?'

'এপিসাইডেস।'

'আচ্ছা! ওর কাহিনীও তো শুনেছি,' নিজের মনে বিড় বিড় করলো নিডিয়া। 'তার মানে ভাই বোন দু'জনেই শিকার হয়েছে বদমাশটার! এপিসাইডেস! হ্যাঁ ওর কাছেই যাবো আমি। বোনের দুর্দশার কথা জানাবো।'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো নিডিয়া। লাঠি ঠুকে ঠুকে রওনা হলো পথের দিকে। সঙ্গী দাসকেও রওনা হতে হলো। ওর ওপর কড়া-কড়ি নির্দেশ আছে গ্লকাসের, যে কোনো কারণে যখনই নিডিয়া বাড়ির বাইরে যাক না কেন ও যাবে সঙ্গে—যাতে পথে আকস্মিক কোনো দুর্ঘটনায় না পড়ে অন্ধ মেয়েটি। ইতিমধ্যেই দু-দু'বার আয়োনের বাড়িতে যেতে আসতে হয়েছে বেচারা ভুঁড়িদাস দাসকে। রীতিমতো শোচনীয় অবস্থা এখন লোকটার। তার ওপর এই অসময়ে আবার যখন পথে নামলো নিডিয়া, ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে হলো তার। তবু প্রভুর আদেশ অমান্য করার দুঃসাহস ওর হলো না।

নিডিয়া অন্ধ। কিন্তু পম্পেই-এ এমন কোনো রাস্তা নেই যার অন্ধি সন্ধি সে না জানে। আইসিসের মন্দিরের পথও ওর মুখস্ত।

www.boiRboi.net

সেদিকেই হেঁটে চলেছে ও এখন লাঠি ঠুকে ঠুকে। মন্দিরে গিয়ে আর কিছু না হোক, এপিসাইডেস কোথায় থাকে, বা আছে তা অন্তত জানা যাবে।

মন্দিরে পৌঁছে সঙ্গী দাসকে নিডিয়া জিজ্ঞেস করলো, 'দেখ তো কাউকে দেখতে পাও কি না।'

'না, কাউকে দেখছি না,' বিরক্ত হয়ে বললো দাস।

'উঁহুঁ, তুমি ঠিকমতো দেখোনি। দীর্ঘশ্বাস ফেললো কে যেন। আবার দেখ।'

অবাক হলো দাস। কানা মেয়েটার শ্রবণশক্তি এত প্রখর ও নিজে দেখলো বলে বিশ্বাস করলো; অন্য কারো কাছে শুনলে গপ্প বলে উড়িয়ে দিতো। বাধ্য হয়েই এবার চারপাশে তাকাতে হলো ওকে। একটু পরে বললো, 'হ্যাঁ, একটা লোককে দেখতে পাচ্ছি। বসে আছে। শাদা পোশাক গায়ে। বোধহয় পুরোহিত।'

'ও মহাদেবী আইসিসের পবিত্র পূজারী!' নিডিয়া ডাকলো। 'একটু শুনবেন আমার কথা?'

'কে ডাকে?' উদাস একটা গলা জবাব দিলো।

'একটু শুনবেন এদিকে? আমি একটু কথা বলতে চাই আপনার সাথে।'

'এটা তো কথা বলার সময় নয়। যাও, আমাকে বিরক্ত কোরো না।'

'আপনার গলা মনে হয় আমি চিনতে পেরেছি। আপনাকেই আমি খুঁজছি। আপনি পুরোহিত এপিসাইডেস না?'

'হ্যাঁ। কিন্তু তুমি কে? কি চাও?' বলতে বলতে মন্দিরের পবিত্র বেষ্টনীর কাছে এসে দাঁড়ালো এপিসাইডেস।

www.boiRboi.net

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে নিডিয়া বললো, 'সত্যিই আপনি এপিসাইডেস তো ?'

'বললে গলা শুনে চিনতে পেরেছো, চেহারা মনে নেই ?'

'আমি অন্ধ। আমার চোখ আমার কানে। সে আপনাকে চিনতে পেরেছে, কিন্তু তার ভুলও তো হতে পারে। শপথ করে বলুন, আপনি এপিসাইডেস তো ?'

'দেবতাদের নামে শপথ করে বলছি···।'

'আস্তে, অত জোরে কথা বলবেন না,' বাধা দিয়ে বললো নিডিয়া। 'আর্বাসেসকে চেনেন আপনি ?'

চমকে উঠলো এপিসাইডেস। শঙ্কিত কণ্ঠে বললো, 'তুমি কে ? কোত্থেকে এসেছো ? আমি তোমাকে চিনি না, কেন তোমার প্রশ্নের জবাব দেবো ?'

'না চিনলেও আমার গলা আপনি শুনেছেন আগে। যাকগে সে সব। সে স্মৃতি স্মরণ করলে আমরা দু'জনই লজ্জা পাবো। শুনুন, আপনার এক বোন আছে না ?'

'হ্যাঁ, আছে। কিন্তু এ প্রশ্ন কেন ? কিছু হয়েছে ওর ? বলো। বলো !'

'আর্বাসেসকে চেনেন আপনি, এই আর্বাসেসের বাড়িতে অতিথি হয়েছেন আপনার বোন···।'

'ওহ্ ঈশ্বর !'

'···আমার ধারণা,' বলে চললো নিডিয়া, 'আর্বাসেসের আসল চেহারা জানেন না আপনার বোন। জানলে···।'

'ওহ্ ঈশ্বর !' আবার আর্তনাদ করলো এপিসাইডেস। বললো, 'দেখ, মেয়ে, আমাকে যদি ভাঁওতা দিয়ে থাকো, শুনে রাখো,

www.boiRboi.net

তোমার হাত পা একটা একটা করে ছিঁড়বো আমি, অন্ধ বলে রেহাই পাবে না।'

'আমি সত্যি বলছি। এবং যখন বলছি তখন আর্বাসেসের বাড়িতে বসে কিংবা দাঁড়িয়ে আছেন আয়োন। এখন আপনি কি করবেন আপনিই ঠিক করুন। আমার দায়িত্ব শেষ।'

ঘুরে দাঁড়ালো নিডিয়া।

'যেও না, দাঁড়াও,' আর্তনাদ করে উঠলো এপিসাইডেস। 'তোমার কথা যদি সত্যি হয়—কি করলে ওকে উদ্ধার করা যাবে? ওরা হয়তো আমাকে ঢুকতে দেবে না। ও নেমেসিস! এভাবে আমাকে শাস্তি দিলে!'

'এই দাসকে আমি বিদায় করে দেবো, আপনি আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন। ঐ বাড়ির গোপন একটা দরজার কাছে আপনাকে নিয়ে যাবো। তারপর আমার শিখিয়ে দেয়া সংকেত শব্দ আওড়ালেই আপনি ঢুকতে পারবেন বাড়িতে। কিছু একটা অস্ত্র সাথে নিন ঃ কাজে লাগতে পারে।'

'দাঁড়াও একটু,' বলে ছুটলো এপিসাইডেস মন্দিরের দিকে। ফিরে এলো একটু পরেই, পুরোহিতের পোশাকের ওপর লম্বা, ঢোলা একটা আলখাল্লা পরে। 'এবার চলো,' দাঁতে দাঁত ঘষে সে বললো।

সঙ্গী দাসকে বিদায় করে দিয়ে নিডিয়া লাঠি ঠুকে ঠুকে এগোলো এপিসাইডেসের পেছন পেছন।

www.boiRboi.net

নয়

গত কিছুদিন ধরে বাড়ির ছাদে উঠে আকাশের গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান বিশ্লেষণ করছে আর্বাসেস। জ্যোতিষে তার অগাধ জ্ঞান। সে জ্ঞান কাজে লাগিয়ে জেনে নিতে চাইছে তার ভবিষ্যৎ। কিছু কিছু জানতেও পেরেছে। কিন্তু যা জেনেছে তা তাকে খুশি করেনি মোটেই।

জেনেছে—তার জীবন সংশয়।

একটা পাথর ছুটে এসে আঘাত করবে। সেই আঘাতে মৃত্যু ঘটার সমূহ সম্ভাবনা আর্বাসেসের। অবশ্য ফাঁড়াটা যদি কোনো মতে কাটিয়ে উঠতে পারে, আর কোনো চিন্তা নেই তার। প্রতি কাজে সাফল্য হবে অব্যহত। যাতে হাত দেবে সোনা ফলবে তাতেই।

কিন্তু যদি মৃত্যুই ঘটে? আর্বাসেসের মতো মানুষ ভয় করে না মৃত্যুকে। তবে জীবনের কোনো সাধ অপূর্ণ রেখে মরতে সে রাজি নয়। আজন্ম ছলে বলে কৌশলে আকাঙ্ক্ষার বস্তুকে সে করায়ত্ব করে এসেছে। আজ সে হেরে যাবে ঐ ভুঁইফোঁড় গ্রীকটার কাছে? না, আর্বাসেস তা কখনোই হতে দেবে না। আজ আয়োন আসবে তার বাড়িতে। আজই করতে হবে যা করার। আজই আয়োনের কাছে বিয়ের প্রস্তাব দেবে সে। যদি মরতে হয়, মরবে। তবে তার আগে পেতে হবে আয়োনকে।

*　　　　*　　　　*

আয়োন যখন আর্বাসেসের বিশাল হল কামরায় ঢুকলো ওর ভাইয়ের মতো ওরও শরীর বেয়ে বয়ে গেল গা শিউরানো এক অনুভূতি। কোথায় যেন অমঙ্গলজনক কি একটা রয়েছে এ বাড়িতে। দূর থেকে বাড়িটা দেখেই এমন অনুভূতি হয়েছিলো আয়োনের। আর্বাসেসের কৃষ্ণকায় ইথিওপীয় দাস যখন ঝকঝকে শাদা দাঁত বের করে স্বাগত জানালো তখন আরেকবার হলো।

দাসের পেছন পেছন হলের মাঝামাঝি পৌঁছেছে ও, এই সময় সেখানে এলো আর্বাসেস। জাঁকালো একটা রত্নখচিত আলখাল্লা পরেছে সে। হলের দেয়ালে দেয়ালে অনুজ্জ্বল আলো জ্বলছে মিট-মিট করে। ইচ্ছে করেই আলো-আঁধারী পরিবেশ রচনা করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও আর্বাসেস যখন কামরায় ঢুকলো ওর পোশাকের মণি-মাণিক্যগুলো ঝকমক করে উঠলো। আয়োনের চোখ ধাঁধিয়ে দিতে চায় নাকি ধূর্ত মিশরীয়?

'আহ্, আয়োন, তুমি এসেছো!' ঝুঁকে ওর হাত ধরে বললো আর্বাসেস। 'তুমি এলে তাই আজ আলোকিত হলো আমার বাড়ি, তুমি নিশ্বাস ফেললে তাই সৌরভে পূর্ণ হয়ে উঠলো আমার ঘর।'

'বাড়িয়ে বলছো,' মৃদু হেসে বললো আয়োন। 'ভুলে গেছ, এ সব কথায় খুশি না হওয়ার শিক্ষা তুমিই আমাকে দিয়েছো? আজ আবার তুমিই আমাকে খুশি করার চেষ্টা করছো ফাঁকা বুলি আউড়ে!'

এমন সহজ এবং খোলাখুলি আয়োন কথাগুলো বললো যে অভি-ভূত হয়ে গেল আর্বাসেস। প্রশংসাসূচক আরো অনেক কথা এসে-ছিলো ওর মনে, মনেই চেপে রাখলো সে সব। বললো, 'বেশ আর বলবো না। চলো আমার বাড়ি দেখবে।'

হাত ধরে আয়োনকে নিয়ে চললো আর্বাসেস। হলের পর হল, কামরার পর কামরা দেখতে দেখতে এগোলো ওরা। মর্মর পাথরের মসৃণ কাচের মতো মেঝে, মিশরীয় ও গ্রীক ধাঁচের জমকালো থাম সারি সারি। দেয়ালে দেয়ালে ঝুলছে অদ্ভুত সুন্দর সব শিল্পকলার নিদর্শন, কোণে কোণে ভাস্কর্য, আলমারিতে থরে থরে সাজানো রত্ন, আলমারিগুলোও যেন একেকটা রত্ন। সারা বাড়িতে সোনা আর মণিমাণিক্যের ছড়াছড়ি। কোনো কোনো কামরায় ওরা সার বেঁধে দাঁড়ানো ক্রীতদাসদের মাঝ দিয়ে এগিয়ে গেল। আয়োন যখন সামনে দিয়ে হেঁটে গেল হাঁটু গেড়ে বসে তারা নানা ধরনের মহামূল্য অলঙ্কার—হার, বালা, চুড়ি, কান পাশা—নিবেদন করলো ওর পায়ে। আর্বাসেসের অনুরোধ সত্ত্বেও সবিনয়ে সব প্রত্যাখ্যান করলো আয়োন।

'শুনেছিলাম বটে তুমি ধনী,' এক সময় বিস্ময় চেপে রাখতে না পেরে আয়োন বললো, 'কিন্তু এতটা যে আমি স্বপ্নেও কল্পনা করিনি।'

'তুমি যদি চাও,' জবাব দিলো আর্বাসেস, 'এর সব এক করে একটা মুকুট গড়িয়ে আমি তোমার মাথায় পরিয়ে দেবো।'

'না বাবা, দরকার নেই,' হেসে ফেললো আয়োন, 'তার ওজনেই আমি মারা পড়বো।'

'তাই বলে তুমি ধন সম্পদকে অবজ্ঞা করতে পারো না, আয়োন। যাদের সম্পদ নেই তারা বোঝে এসবের মূল্য, আর বোঝে যার আছে সে যদি হঠাৎ করে তা হারায়। সোনা হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জাদুকর। তার ক্ষমতা যে কি অসাধারণ তুমি কল্পনা করতে পারবে না।'

www.boiRboi.net

এ কথার কোনো জবাব দিলো না আয়োন।

অবশেষে ফাঁকা একটা বিরাট কামরায় পৌঁছুলো ওরা। দেয়াল-গুলোয় শাদার ওপর রুপালি কাজ করা পর্দা। কিন্তু ঘরের ভেতর কিছু নেই—একেবারে কিছু না। অবাক হয়ে আর্বাসেসের মুখের দিকে তাকালো আয়োন। চোখে প্রশ্ন। মৃদু হেসে দু'হাতে তালি বাজালো আর্বাসেস। অমনি ভোজবাজীর মতো মেঝের একটা অংশ সরে গেল এক পাশে, নিচে থেকে উঠে এলো জমকালো কারুকাজ করা একটা টেবিল—নানা ধরনের লোভনীয় সব খাবার, পানীয় সাজানো তার ওপর। এরপর উঠে এলো লাল মখমলের চাঁদোয়া লাগানো নিচু একটা আসন—দেখতে অনেকটা প্রাচীনকালের সিংহাসনের মতো। একই সঙ্গে পর্দার অন্তরাল থেকে ভেসে এলো অদৃশ্য কোমল মধুর সঙ্গীত।

'চলো খেয়ে নেই,' বললো আর্বাসেস।

খাওয়া শেষে আয়োনকে নিয়ে বাড়ির বাইরে এলো আর্বাসেস। প্রশস্ত সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ বেয়ে নামতেই বাগান। মাথার ওপর চাঁদ উঠে এসেছে অনেক আগে। দিনের বেলায় ঘুমিয়ে থাকে যেসব ফুল তারা এখন জেগে উঠে গন্ধ বিলাচ্ছে।

'কোথায় নিয়ে যাচ্ছো আমাকে, আর্বাসেস?' অবাক বিস্ময়ে প্রশ্ন করলো আয়োন।

'ঐ তো ওখানে!' বাগানের অপর প্রান্তে ছোট্ট একটা দালানের দিকে ইশারা করলো আর্বাসেস। 'নিয়তির মন্দির ওটা।'

বাগান পেরিয়ে কয়েক ধাপ সিঁড়ি টপকে মন্দিরে উঠলো ওরা। সরু একটা অলি-পথ ধরে গেল কিছুদুর। তারপর পথ বন্ধ। কালো একটা পর্দা ঝুলছে। পর্দাটা উঁচু করে ধরলো আর্বাসেস, দু'পা এগিয়ে

www.boiRboi.net

নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের ভেতর নিজেকে আবিষ্কার করলো আয়োন।

'ভয় পেও না,' বললো মিশরীয় আর্বাসেস। 'এক্ষুণি দেখা দেবে আলো।'

তার কথা শেষ হতে না হতেই কোত্থেকে যেন ছড়িয়ে পড়তে লাগলো রহস্যময় এক আলো। ফ্যাকাসে তার রঙ। ঘরের অন্ধকার ফিকে হলো একটু। ধীরে ধীরে বাড়তে লাগলো আলোর উজ্জ্বলতা। আয়োন দেখলো, মাঝারি আয়তনের একটা কামরায় দাঁড়িয়ে আছে সে। কামরার চার দেয়ালে ঝুলছে নিকষ কালো পর্দা। ছাদে এবং মেঝেতেও কালো রঙ। একপাশে নিচু একটা আসন পাতা, সেটাও কালো কাপড়ে মোড়া। ঘরের কেন্দ্রস্থলে ছোট একটা বেদী। তার ওপর একটা ব্রোঞ্জের তেপায়া। একপাশে বিরাট একটা গ্রানাইট থামের ওপর কালো মর্মরের তৈরি এক মূর্তি। গমের শিষের মুকুট তার মাথায়। আয়োন বুঝতে পারলো, মিশরের মহিয়সী দেবী আইসিসের মূর্তি ওটা।

দেবীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালো আর্বাসেস। পাশের একটা পেতলের পাত্র থেকে মুঠো করে কিছু নিয়ে ছড়িয়ে দিতে লাগলো তেপায়ার ওপর। হঠাৎ নীল উজ্জ্বল আগুন প্রাণ পেয়ে লাফিয়ে উঠলো তেপায়ার ওপর থেকে। দ্রুত আয়োনের পাশে এসে দাঁড়ালো আর্বাসেস; এবং বিড় বিড় করে মন্ত্রের মতো আউড়ে গেল কিছু শব্দ, যার এক বর্ণ বুঝলো না আয়োন। বেদীর পেছন দিকের পর্দাটা দুলতে লাগলো এবার। তারপর ধীরে ধীরে ভাগ হয়ে সরে গেল দু'পাশে। আয়োন দেখতে পেলো তার সামনে বিশাল এক ফাঁকা প্রান্তর, ধোঁয়াটে কুয়াশায় ঢাকা। একটু একটু করে কুয়াশা কেটে যেতে লাগলো। অবশেষে আয়োন বুঝতে পারলো প্রান্তর

www.boiRboi.net

ফাঁকা নয়, গাছপালা, নদী, ঝোপ-জঙ্গল রয়েছে সেখানে। একধারে উর্বর শস্যক্ষেত। হঠাৎ কোত্থেকে কালো একটা মেঘ ভেসে এসে আচ্ছন্ন করে ফেললো সব। সামনের অতিপ্রাকৃত প্রকৃতি আবার ধোঁয়াটে, অন্ধকার। ধীরে ধীরে মেঘ কেটে গেল আবার। বিশাল এক প্রাসাদ ভেসে উঠলো দূরে। ক্রমশ এগিয়ে আসছে ওটা। প্রাসাদের সিংহদরজা দেখা গেল স্পষ্ট। দরজা পেরিয়ে বাগান। তারপর আবার বদলে গেল দৃশ্য। প্রাসাদের ভেতরটা দেখা যাচ্ছে এখন। বিশাল একটা হল কামরা। ফাঁকা। হঠাৎ তার কেন্দ্রস্থলে মেঝে ফুঁড়ে উঠে এলো এক ঝলমলে রত্ন সিংহাসন। তারপর হঠাৎ কোথা থেকে যেন হাজির হলো অসংখ্য দাসদাসী। হলের দু'ধারে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে গেল তারা। তারপর কি আশ্চর্য! হুবহু আয়োনের মতো দেখতে এক নারী এগিয়ে এলো। রানীর মতো মহিয়সী। দৃপ্ত ভঙ্গিতে সে হেঁটে চললো সিংহাসনের দিকে। দাস দাসীরা সব নতজানু হয়ে বসলো তাকে প্রণতি জানাতে।

নতুন এক অভিনেতাকে দেখা গেল এবার। আপাদমস্তক কালো আলখাল্লায় মোড়া সে। মুখটাও ঢাকা কালো মুখাবরণে। ইতিমধ্যে সিংহাসনের সামনে পৌঁছে থেমে গেছে আয়োনের চেহারার রমণী। পাশে গিয়ে দাঁড়ালো আলখাল্লাধারী। হাঁটু গেড়ে বসে ওর হাত ধরে ইশারা করলো সিংহাসনের দিকে—যেন উঠে বসতে আহ্বান জানাচ্ছে।

'কে ও?' নিজের অজান্তেই আয়োনের মুখ থেকে বেরিয়ে এলো প্রশ্নটা।

'দেখবে তুমি? দেখতে চাও?' জিজ্ঞেস করলো আর্বাসেস।

'হ্যাঁ,' অস্ফুটে বললো আয়োন।

www.boiRboi.net

নির্দেশের ভঙ্গিতে একটা হাত উঁচু করলো আর্বাসেস। অমনি কালো পোশাক পরা মূর্তি এদিকে ফিরে সরিয়ে ফেললো মুখাবরণ। তীক্ষ্ণ এক চিৎকার বেরোলো আয়োনের গলা দিয়ে। কালো পোশাক পরা পুরুষ আর কেউ নয় আর্বাসেস। হাঁটু গেড়ে বসে আছে ওর চেহারার মূর্তির সামনে।

'এ-ই তোমার নিয়তি,' আয়োনের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করলো মিশরীয়। 'আর্বাসেসের স্ত্রী হবে তুমি।'

চমকে উঠলো আয়োন! দেবীর ওপাশের কালো পর্দা আবার সরে এসেছে জায়গামতো, আর আর্বাসেস—আসল আর্বাসেস নতজানু হয়ে বসেছে ওর সামনে—আসল আয়োনের সামনে।

'আয়োন!' আবেগজড়িত কণ্ঠে শুরু করলো মিশরীয়, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি, আয়োন। নিয়তি কখনো মিথ্যা বলে না। তুমি আমার হবে এ-ই নিয়তির বিধান। সারা দুনিয়া আমি খুঁজেছি, কিন্তু তোমার মতো আর কাউকে পাইনি। যৌবনের শুরু থেকেই আমি অপেক্ষা করেছি তোমার মতো একজনের জন্যে। তোমাকে দেখার আগ পর্যন্ত আমি স্বপ্নাচ্ছন্ন ছিলাম—জেগে দেখলাম তোমাকে। আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না আয়োন, আমার প্রেম প্রত্যাখ্যান কোরো না। আমি জীবনে কখনো কোনো নশ্বর মানুষের সামনে নতজানু হইনি, তোমার সামনে হয়েছি। বিশ্বাস করো, আয়োন, আন্তরিকভাবে হয়েছি, তোমাকে ভোলানোর জন্যে নয়। নিয়তির নির্দেশ তো নিজের চোখেই দেখেছো—তুমি আমার রানী হবে, দেবী হবে। আয়োন, আমি বলছি, তোমার পায়ে পৃথিবীর সব সম্পদ এসে গড়াগড়ি খাবে, পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাময়ী নারী হবে তুমি, শুধু—শুধু আমাকে তুমি প্রত্যাখ্যান কোরো না!'

হতবুদ্ধির মতো দাঁড়িয়ে আছে আয়োন। সবকিছু কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে ওর।

'ওঠো, আর্বাসেস,' অবশেষে কোনোমতে বললো সে। 'ওঠো! তোমার কথা যদি সত্যি হয়ে—'

'সত্যি! আমাকে তোমার সন্দেহ!'

'বেশ সন্দেহ নেই। তাহলে শোনো, তোমার অনুভূতিকে পরিপূর্ণ মর্যাদা দিয়ে বলছি, তোমার বধূ হওয়া সম্ভব নয় আমার পক্ষে।'

'কেন!' চিৎকার করে উঠলো আর্বাসেস।

'আমি আরেকজনকে ভালোবাসি!'

'আরেকজনকে ভালোবাসো! ওহ্, ঈশ্বর, অবশেষে এই কথা শুনতে হলো আমাকে! অসম্ভব! তুমি ঠাট্টা করছো আমার সাথে! নারী ছলনাময়ী আমি জানি! কিন্তু তুমিও—তা আমি ভাবিনি!'

'না, আর্বাসেস, ছলনা নয়—,' শুরু করলো আয়োন।

কিন্তু ওকে শেষ করার সুযোগ দিলো না আর্বাসেস। বাঘের মতো লাফ দিয়ে এসে আয়োনকে জড়িয়ে ধরতে গেল দু'হাতে। ক্রুদ্ধ বাঘিনীর মতো ফুঁসে উঠে ছিটকে একপাশে সরে গেল আয়োন।

'তুমি আমার হাত থেকে ছাড়া পাবে না, আয়োন; তুমি আমার,' শান্ত কণ্ঠে বললো আর্বাসেস। 'এত বছর ধরে যে ফল নিজ হাতে লালন করেছি, আজ যখন পেকে উঠেছে, কোথাকার কে এসে তা টপ করে ছিঁড়ে নিয়ে যাবে তা আমি হতে দেবো না। তুমি আমার, আয়োন—শুধু আমার,' বলতে বলতে আবার লাফ দিলো আর্বাসেস।

কিন্তু সতর্ক ছিলো আয়োন। ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটলো সে বেরোনোর পথের দিকে। আর্বাসেসও ছুটলো পেছন পেছন। কালো পর্দাটা

www.boiRboi.net

সরিয়ে প্রায় বেরিয়ে গেছে আয়োন, এই সময় আর্বাসেস বজ্রমুষ্টিতে ধরে ফেললো তার হাত। কিন্তু বিপদ আয়োনের শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছে বহুগুণ। এক ঝটকায় সে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটলো আবার। বেদীর কাছাকাছি পৌঁছে আবার ধরা পড়লো। আবার ঝটকা মেরে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো এবং সামনে দেখলো থামের মাথায় মিশরীয় দেবীর কালো মূর্তি। মূর্তির চোখ দুটো জ্বলছে গণগণে লাল দুটো কয়লার টুকরোর মতো। তীক্ষ্ণ একটা আর্ত-চিৎকার করে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল আয়োন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কয়েক মুহূর্ত হাঁপালো আর্বাসেস। তারপর আবার এগোলো তার শিকারের দিকে।

ঠিক এই সময় কারো হ্যাঁচকা টানে ছিঁড়ে গেল পর্দা। আর্বাসেস অনুভব করলো শক্ত একটা হাত হিংস্রভঙ্গিতে খামচে ধরেছে তার কাঁধ। সাঁ করে ঘুরে দাঁড়ালো সে। সামনে দাঁড়িয়ে আছে গ্লকাস, চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে পড়ছে; ওর পেছনেই ফ্যাকাসে মুখে দাঁড়িয়ে আছে এপিসাইডেস।

'আহ, তোমরা!' বিদ্রূপের সুরে বললো আর্বাসেস। 'তা কি উদ্দেশ্যে আগমন, জানতে পারি?'

'জানাচ্ছি, দাঁড়াও!' চিৎকার করে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়লো গ্লকাস আর্বাসেসের ওপর। আর এপিসাইডেস বোনের জ্ঞানহীন দেহটা তুলে নিয়ে এগোলো বেরোনোর পথের দিকে। কিন্তু গত কিছুদিন একটানা মানসিক চাপ সহ্য করে ওর শরীরের শক্তিও ক্ষীণ হয়ে এসেছে। আয়োনকে নিয়ে বেশিদুর যেতে পারলো না সে। এক-পাশে নামিয়ে রেখে পোশাকের ভেতর থেকে একটা ছোরা বের করে বাগিয়ে ধরে দাঁড়িয়ে রইলো। সতর্ক চোখে দেখতে লাগলো গ্লকাস

আর মিশরীয়টার হাতাহাতি লড়াই—গ্নকাসকে হারতে দেখলেই ছুটে গিয়ে ছোরা বসিয়ে দেবে আর্বাসেসের বুকে।

আর্বাসেস প্রচণ্ড শক্তিশালী। গ্লকাসও কম নয়। সমানে সমানে লড়ছে দু'জন। একবার এ ওকে জাপটে ধরছে আরেকবার ও একে। একবার গ্লকাস নিচে পড়ছে আর্বাসেস তার বুকের ওপর উঠে গলা চেপে ধরার চেষ্টা করছে, পর-মুহূর্তে বদলে যাচ্ছে দৃশ্য, আর্বাসেস নিচে আর গ্লকাস তার বুকের ওপর। একটু পরেই আবার দু'জন দাঁড়িয়ে কায়দামতো ধরার চেষ্টা করছে একজন আরেকজনকে। দুজনই সমানে চিৎকার করছে হিংস্র কণ্ঠে।

এভাবে বেশ কিছুক্ষণ চলার পর দু'জনই দু'জনকে ছেড়ে দিয়ে দূরে সরে গেল। আর্বাসেস আইসিসের মূর্তিওয়ালা সেই স্তম্ভের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো, আর গ্লকাস পিছিয়ে গেল কয়েক পা আয়োন আর এপিসাইডেসের দিকে। আবার লড়াই শুরু করার আগে দু'জন জিরিয়ে নেবে কয়েক মুহূর্ত।

'ও মহামহিমাময়ী দেবী!' হঠাৎ স্তম্ভটা জড়িয়ে ধরে গাঢ় উদাত্ত স্বরে বলে উঠলো আর্বাসেস, 'তোমার ভক্তকে রক্ষা করো—তোমার প্রতিহিংসার আগুন বর্ষণ করো ঐ অবিশ্বাসী বেঈমানের ওপর। তোমার পবিত্র আলয়ে তোমার সেবককে অপমান করে চলে যাবে ও, আর তুমি তা দেখবে মুখ বুজে? জেগে ওঠো দেবী, অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি হেনে ধ্বংস করে দাও ওকে!'

আর্বাসেসের কথা শেষ হওয়ার আগেই দেবীর কালো মূর্তিটা সজীব হলো যেন। চোখ দুটো জ্বলে উঠলো আগুনের মতো, পুরো মূর্তিটার চারপাশে দেখা দিলো স্বচ্ছ লাল আভা। মূর্তির নাক থেকে তীর বেগে বেরোতে লাগলো আগুনের হলকা। দেখতে দেখতে

www.boiRboi.net

উত্তাপ বেড়ে উঠলো কামরার। ভয় পেয়ে গেল গ্লকাস। সত্যিই দেবীর মূর্তি প্রাণ পেলো নাকি? ওর বিহ্বল ভাব দেখে আর সময় নষ্ট করলো না আর্বাসেস; নতুন উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়লো শত্রুর ওপর।

ঠিক সেই মুহূর্তে থর থর করে কেঁপে উঠলো ওদের পায়ের নিচের মাটি। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল দুই প্রতিদ্বন্দ্বী। আইসিস প্রতিমার স্তম্ভটা দুলছে। বেদীর ওপর থেকে ব্রোঞ্জের তেপায়াটা ছিটকে গিয়ে পড়লো একদিকে।

এপিসাইডেস আর দেরি করা সমীচিন মনে করলো না। দোদুল্যমান মেঝের ওপর দিয়ে ছোরা হাতে ছুটলো আর্বাসেসের দিকে। কিন্তু ও পৌঁছানোর আগেই আইসিসের মূর্তি ধারণ করে থাকা স্তম্ভটা ভেঙে পড়লো কয়েক টুকরো হয়ে। পাথরের মূর্তিটাও টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। এবং এমনই কপাল আর্বাসেসের, আরাধ্য দেবীর ভূলুণ্ঠিত মুণ্ডটা ছুটে গিয়ে আঘাত করলো তার মাথায়। আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো মিশরীয়।

ইতিমধ্যে পায়ের নিচে মাটির কাঁপুনি ভয়ানক হয়ে উঠেছে। আর্বাসেস মরলো না বাঁচলো দেখার জন্যে দাঁড়ালো না গ্লকাস ও এপিসাইডেস, আয়োনকে (ইতিমধ্যে জ্ঞান ফিরে পেয়েছে ও) নিয়ে ছুটে চলে এলো বাগানে। পেছনদিকের যে গোপন পথে ঢুকেছিলো সে পথেই বেরিয়ে এলো রাস্তায়। সারা পম্পেই তখন কাঁপছে থর থর করে। প্রাণভয়ে ছুটোছুটি করছে আতঙ্কিত নরনারী। সবার কণ্ঠে একটাই রব: 'ভূমিকম্প! ভূমিকম্প!'

গোপন দ্বারের মুখে পৌঁছে গ্লকাস, এপিসাইডেস ও আয়োন দেখলো, মুখ নিচু করে বসে আছে অন্ধ ফুলওয়ালী নিডিয়া। কান্নার দমকে কেঁপে কেঁপে উঠছে তার দেহ।

দশ

পরদিন সকাল।

এপিসাইডেস হেঁটে চলেছে পম্পেই-এর ব্যস্ত রাজপথ দিয়ে। ওর গায়ে কাল রাতের সেই ছদ্মবেশ। ওকে দেখে—অন্তত ওর পোশাক দেখে কেউ এখন আন্দাজ করতে পারবে না, ও আইসিসের পুরোহিত। কাল রাতে আয়োনকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েই ও বিদায় নিয়েছিলো। রাত কাটিয়েছে সার্নাস তীরের এক ঝোপে বসে। সূর্যোদয়ের পর চলে এসেছে শহরে। আবার ওর মন ক্ষতবিক্ষত হতে শুরু করেছে অন্তর্দ্বন্দ্বের টানা পোড়েনে। একটা ব্যাপারে ও নিশ্চিত, আর্বাসেসের মতো বদ লোকের কথা সত্যি হতেই পারে না। তাহলে সত্যিটা কী? কে এই পৃথিবীর কারিগর?

হাঁটতে হাঁটতে এক জটলার কাছে পৌঁছুলো এপিসাইডেস। পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সময় চোখ গেল নাযারেন অলিনথাসের দিকে। ভুরুজোড়া কুঁচকে উঠলো ওর। মনে মনে প্রশ্ন করলো, 'এ-ও কি আর্বাসেসের মতো ভাঁওতাবাজ?—মুখে এক ঈশ্বরের কথা বলে মনে মনে লাম্পট্যের অর্চনা করে?'

জটলা পেরিয়ে এসেছে এপিসাইডেস, এই সময় পেছন থেকে ভেসে এলো গম্ভীর কোমল একটা গলা: 'শান্তি তোমার সঙ্গী

www.boiRboi.net

হোক !'

ঘুরে দাঁড়ালো তরুণ পুরোহিত। অলিনথাস দাঁড়িয়ে আছে ওর সামনে। মুখে সহজ সহৃদয় হাসি।

'শান্তি !' ব্যঙ্গের সুর এপিসাইডেসের গলায়। 'আর কথা পেলে না ?'

'আমার এই সম্বোধনের ভেতর ছুনিয়ার যাবতীয় শুভ লুকিয়ে আছে,' বললো অলিনথাস। 'মনের শুদ্ধতা ছাড়া তো তুমি শান্তি পাবে না। শান্তিকে যদি বিদ্রূপ করো শান্তি তোমার নাগালের বাইরেই থাকবে।'

'হায় শান্তি !' আবার উচ্চারণ করলো এপিসাইডেস। এবার আর ব্যঙ্গ নয়, হতাশা ধ্বনিত হলো ওর কণ্ঠে।

অলিনথাস এগিয়ে এসে ওর হাত ধরলো।

'আমার কথা শোনো,' বললো সে, 'শুনে দেখ শান্তি পাও কি না। যদি না পাও চলে যেও তোমার পথে।'

'শুনবো তোমার কথা,' বললো এপিসাইডেস, 'তবে এখানে নয়, দেখছো না লোকজন কেমন কৌতূহলী হয়ে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে ?—চলো সার্নাসের তীরে।'

মাথা নুইয়ে সম্মতি জানালো অলিনথাস। 'চলো।'

ছুপুরের কিছু আগে। সার্নাসের বুক বেয়ে সাগরের দিকে চলেছে এক প্রমোদ তরী। তিনজন আরোহী তাতে, গ্লকাস আয়োন আর নিডিয়া। গ্লকাস বরাবরের মতো হাসিখুশি, প্রাণচঞ্চল, তবে আয়োনের মুখ শুকনো। কাল রাতের ধকল এখনো সামলে উঠতে পারেনি। আর নিডিয়া—আয়োনের চেয়ে ছুরবস্থা তার। ও কিছু-

www.boiRboi.net

তেই আসতে চায়নি এই প্রমোদ ভ্রমণে। গ্লকাসের পীড়াপীড়িতে এসেছে। কাল আর্বাসেসের দুয়ারে বসে যে কান্না ও কাঁদছিলো সেই কান্না এখনো ওর বুকে চাপ ধরে রয়েছে। সেজন্যে ও কষ্ট পাচ্ছে আরো বেশি। চিৎকার করে যদি কেঁদে নিতে পারতো কিছুক্ষণ তাহলে হয়তো স্বস্তি পেতো।

'আচ্ছা, গ্লকাস,' হঠাৎ আয়োন প্রশ্ন করলো, 'তুমি আর এপিসাইডেস কাল জানলে কি করে, আমি বদ লোকটার খপ্পরে পড়েছি?'

'ঐ যে ওকে জিজ্ঞেস করো,' মৃদু হেসে নিডিয়াকে দেখিয়ে দিলো গ্লকাস। 'সব ধন্যবাদ ওর প্রাপ্য, আমাদের নয়। তোমার বাড়িতে গিয়ে ও জানতে পারে তুমি কোথায় গেছ। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসে আমাকে খবর দেয়ার জন্যে। কিন্তু আমি তখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছি বন্ধুদের সঙ্গে। তখন ও ছুটে যায় আইসিসের মন্দিরে তোমার ভাইকে খবর দেয়ার জন্যে। দু'জনে তারপর রওনা হয় আর্বাসেসের বাড়ির দিকে। পথে দেখা হয় আমার সাথে। আমি ঐ পথেই হেঁটে আসছিলাম বন্ধুদের সঙ্গে। তোমার চিঠি পেয়ে আমার মনের অবস্থা তখন কেমন নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছো? মনের খুশিতে মুখ খুলে গিয়েছিলো আমার। আমার গলা শুনেই নিডিয়া চিনতে পেরে এগিয়ে আসে। আমাকে একটু দূরে টেনে নিয়ে বলে সব কথা। তক্ষুণি বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি রওনা হলাম ওদের সাথে। বাগানের গোপন দরজার কাছে নিয়ে গেল আমাদের নিডিয়া। সংকেত শব্দ বলতেই দরজা খুলে দিলো দাস। ওকে কাবু করে ভেতরে ঢোকা কঠিন কিছু হলো না আমার আর এপিসাইডেসের পক্ষে। বাগানে পৌঁছেই শুনতে পাই তোমার চিৎকার। বাকিটুকু তো তুমি জানো।'

নিডিয়ার দিকে তাকালো আয়োন। মৃদু হেসে বললো, 'বলেছিলাম তুমি আমার বোন এবং বন্ধু হবে, এখন দেখি অভিভাবক এবং রক্ষাকর্তা হয়ে উঠেছো!'

'ও কিছু না,' শীতল কণ্ঠে বললো নিডিয়া।

'কিছু না মানে!' বলে আয়োন উঠে ওর কাছে গেল। দু'হাতে মুখটা ধরে চুমোয় চুমোয় ভরে দিলো গাল। 'কাল তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছো, নিড়িয়া!' এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে আয়োন আবার বললো, 'আর্বাসেসের বাড়িতে যাওয়া মানে বিপদে পড়া, কি করে বুঝলে? লোকটার স্বভাব সম্পর্কে আগে থাকতে জানতে নাকি তুমি?'

'হ্যাঁ, জানতাম কিছু কিছু।'

'কি করে?'

'মহান গ্রকাস আমাকে কিনে নেয়ার আগে যাদের কাছে ছিলাম তারা স্বামী স্ত্রী দু'জনই খুব বাজে ধরনের মানুষ—পয়সার বিনিময়ে আর্বাসেসের সেবা করতো ওরা। ওরা গান গাইতে পাঠিয়েছিলো আমাকে ও বাড়িতে।'

'সেজন্যেই ও বাড়ির গোপনপথ এবং সংকেত শব্দ তোমার জানা?'

'হ্যাঁ।'

'আমাকে যে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছো সে বিপদে তুমিও পড়েছিলে?'

'না। আমি একে ক্রীতদাসী, তায় শ্রীহীন, তার ওপর আবার অন্ধ—আমার কী বিপদ হবে?'

'তুমি শ্রীহীন! কে বলেছে এমন জঘন্য মিথ্যে কথা?'

www.boiRboi.net

'মিথ্যে না সত্যি যাচাই করার কোনো উপায় কি আমার আছে ?' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো নিডিয়া।

সার্নাস তীরের এক কুঞ্জবনে গিয়ে বসলো অলিনথাস আর এপিসাইডেস। নিরবে কিছুক্ষণ নদীর স্রোতধারার দিকে চেয়ে রইলো দু'জন।

'সেদিন যে আমার কাছ থেকে অমন ছুটে পালিয়ে গেলে,' অবশেষে নীরবতা ভাঙলো অলিনথাস, 'তারপর কি স্বস্তি পেয়েছিলে তুমি ? তোমার ঐ পুরোহিতের আলখাল্লার ভেতর শান্তির সন্ধান পেয়েছিলে ?'

'না, অলিনথাস,' হতাশ কণ্ঠে বললো এপিসাইডেস। 'শান্তি আমি আর কোনোদিনই পাবো না। ছেলেবেলা থেকে যে স্বপ্ন দেখে এসেছে ন্যায়বান, নীতিবান মানুষ হিশেবে গড়ে উঠে মানব কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করবে সে যদি যৌবনের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে হঠাৎ একদিন তার শিক্ষকের কাছে শোনে, এতদিন সে যা শিখেছে সব মিথ্যা, ন্যায়-নীতি, মানব কল্যাণ এসব আসলে কিছু ফাঁকা বুলি ছাড়া আর কিছু নয়, পৃথিবীটা শক্তিমানের লীলাক্ষেত্র আর ভোগের জায়গা, জীবনটাকে ভোগ করাই মানুষের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য—তাহলে বলো সেই তরুণের মানসিক অবস্থা কেমন হতে পারে ? সারাজীবন সত্যের পেছনে ছুটে আজ দেখছি আমি মিথ্যার কারাগারে বন্দী। সে জন্যেই তোমার সাথে এলাম, অলিনথাস। তোমার কথা শুনতে কোনো আপত্তি নেই আমার। বলো তোমার বিশ্বাসের কথা, দেখাও কি জাদু দেখাবে ; দেখি সত্যের সন্ধান পাই কিনা তার ভেতর।'

'দেখ, এপিসাইডেস, আমি কোনো জাদু জানি না,' শুরু করলো নাযারেন অলিনথাস। 'আমার যারা গুরু তাঁরাও জানেন না। জাদু দেখানোর ক্ষমতা রাখেন একমাত্র ঈশ্বর--সত্যিকারের ঈশ্বর। এবং সে জাদু তিনি দেখিয়েছেনও আশি বছর আগে। কুমারী মা মেরীর গর্ভে সন্তান দিয়েছিলেন তিনি। সেই সন্তান আমার প্রভু যীশু। পৃথিবীর সকল মানুষের সামনে স্বর্গদ্বার খুলে দেয়ার জন্যে জীবন দিয়েছিলেন।'

অলিনথাসের কথায় কি যেন এক অনির্বচনীয় আস্থার ঝংকার। শুনে এপিসাইডেসের হতাশ মনে ফুটে উঠলো নবীন আশার ক্ষীণ এক আলোকরশ্মি। আর্বাসেসের বাড়িতে সে রাতে ওর যে পদস্খলন যে আত্মবিস্মৃতি তার দুঃসহ গ্লানি ওকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে গত দিনগুলো। এক মৃত্যু ছাড়া সে গ্লানি থেকে মুক্তির কোনো পথ আছে ও ভাবতে পারেনি। কিন্তু অলিনথাসের কথা যদি সত্যি হয়; সত্যিই যদি পাপী-তাপী, অসুখী আত্মার মুক্তির পথ নির্দেশ করে গিয়ে থাকে ওর প্রভু? নাযারেন (খ্রীষ্টের অনুসারী)দের সম্পর্কে এতদিন হীন ধারণাই পোষণ করে এসেছে এপিসাইডেস। ওরা কোনো দেবদেবী মানে না। এটা কি সম্ভব?—ঈশ্বরে বিশ্বাস করবো অথচ দেবদেবী মানবো না? এই কারণেই গ্রীক, রোমান, মিশরীয় —সবাই একবাক্যে ধিক্কার দেয় নাযারেনদের।

কিন্তু আজ কোনোদিকে কোনো কূল দেখতে না পেয়ে এপিসাইডেস অলিনথাসের ঐ প্রভুর প্রতি একটু যেন শ্রদ্ধা অনুভব করলো মনের কোণে। পৃথিবীর সকল মানুষের সামনে স্বর্গদ্বার খুলে দেয়ার জন্যে যিনি প্রাণ দিয়েছেন তাঁর বাণী একটিবার শুনতে দোষ কী? পৃথিবীর সব মানুষের একজন তো এপিসাইডেসও। যীশু যদি তারও

www.boiRboi.net

মুক্তি কামনা করে থাকেন তো তিনি অবশ্যই এপিসাইডেসের শ্রদ্ধাভাজন। শুনেই দেখা যাক না তাঁর বাণী। বিশ্বাস হলে ভালো, না হলেই বা ক্ষতি কী? যে অন্তর্জ্বালায় ও জ্বলছে তা আর কতটুকুই বা বাড়বে? অলিনথাসকে ও বললো:

'শোনাও তাহলে তোমার প্রভুর বাণী।'

'এখানেই শুনবে?—না আমাদের প্রার্থনাগৃহে যাবে? সাধারণত আমরা রাতেই ওখানে মিলিত হই, তবে এসময়েও অনেকে থাকে। যাবে, এপিসাইডেস? আমাদের প্রার্থনা দেখবে, দেখবে কিভাবে আমরা আমাদের কৃত পাপের ক্ষমাভিক্ষা করি মহান ঈশ্বরের কাছে। নাযারেথের এক মেষপালক পৃথিবীর পাপীদের কত ভালোবাসতেন শুনবে, শুনবে কীভাবে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে প্রাণ দিয়েছিলেন তিনি তাদেরই জন্যে!'

'নিয়ে চলো আমাকে,' বললো এপিসাইডেস।

এগারো

দিন গড়িয়ে যাচ্ছে দ্রুত—অন্তত গ্লকাস আর আয়োনের। কোন দিক দিয়ে যে জুলাই পেরিয়ে অগাস্ট এসে গেছে টের পায়নি ওরা। ইতিমধ্যে বিয়ের কথাবার্তা পাকাপাকি হয়ে গেছে ওদের। দিন ধার্য হয়েছে আগামী মাসে। দুই বাড়িতেই সাজসাজ রব পড়ে গেছে।

www.boiRboi.net

ঘর দুয়ার ঝাড়া মোছা, সাজসজ্জার ধুম পড়ে গেছে। দুই বাড়ির কর্তা ও কর্ত্রীর মতো তাদের দাসদাসীরাও আনন্দে উদ্বেল। আনন্দ নেই কেবল নিডিয়ার মনে। দিনের বেশিরভাগ সময়ই ওকে কাটাতে হয় আয়োনের সাথে। মাঝে মাঝে গ্লকাস আর আয়োন যখন বেড়াতে যায় সঙ্গে যেতে হয় ওকে। কিন্তু যখনই একা থাকে বসে বসে ভাবে নিডিয়া। এবং সে ভাবনার পুরোটা জুড়ে থাকে গ্লকাস। হ্যাঁ, গ্লকাসকে ভালোবাসে নিডিয়া। জন্ম দুঃখী মেয়েটা জীবনে প্রথম ভালো ব্যবহার পেয়েছে এই গ্লকাসের কাছে। প্রথম প্রথম গ্লকাসের জন্যে ওর যা ছিলো তা কৃতজ্ঞতা। কিন্তু কখন যে সেটা আকর্ষণ এবং তারপর প্রেমে পরিণত হয়েছে, নিডিয়া টেরও পায়নি। যেদিন পেলো সেদিন বুঝলো ও মস্ত ভুল করে ফেলেছে; এবং এমন ভুল যা শোধরানোর কোনো উপায় নেই। এমন একজনকে সে ভালোবেসেছে যে ভালোবাসে অন্য একজনকে।

অগাস্টের শেষ দিকে এক সন্ধ্যায় লাঠি ঠুকে ঠুকে নিডিয়া চলেছে আয়োনের বাড়ি। মনে মনে ভাবছে আয়োনের সৌভাগ্যের কথা। সারাজীবন গ্লকাসের পাশে পাশে থাকতে পারবে, যখন তখন ওর কথা শুনতে পাবে, এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য কোনো নারীর জীবনে আসতে পারে, নিডিয়া ভাবতেই পারে না। হঠাৎ নারী কণ্ঠের চিৎকারে বাধা পেলো ওর ভাবনা।

'কি গো, কানা ফুলওয়ালী, যাচ্ছো কোথায়? হাতে ডালি দেখছি না, সব ফুল বিক্রি হয়ে গেছে নাকি?'

কথাগুলো বললো পম্পেই-এর মহাধনশালী বণিক ডাওমেড-এর সুন্দরী মেয়ে জুলিয়া। ওর সঙ্গে রয়েছে ডাওমেড নিজে আর লণ্ঠন-ধারী এক দাস। প্রতিবেশী এক বণিকের বাড়িতে দাওয়াত খেয়ে

www.boiRboi.net

ফিরছে ওরা। জুলিয়া ডাওমেডের একমাত্র সন্তান। সবাই জানে বুড়ো সওদাগর মারা গেলে তার সব সম্পত্তির মালিক হবে তার মেয়ে। তাই এখনই সবাই পম্পেই-এর সবচেয়ে ধনবতী মহিলা বলে গণ্য করে জুলিয়াকে। ওর ডাক শুনে দাঁড়িয়ে পড়লো নিডিয়া। যেদিক থেকে শব্দ এসেছে তাকালো সেদিকে।

'আমার গলা চিনতে পারোনি?' আবার বললো জুলিয়া, 'আমি বণিক ডাওমেড-এর মেয়ে।'

'চিনবো না কেন?—চিনেছি বলেই তো দাঁড়ালাম। ফুলের কথা জিজ্ঞেস করছিলেন?—আমি এখন আর ফুল বেচি না।'

'শুনছিলাম গ্রীক গ্লকাস তোমাকে কিনে নিয়েছে, সত্যি নাকি?'

'হ্যাঁ, সত্যি। তবে উনি আবার সুন্দরী আয়োনকে দান করে দিয়েছেন আমাকে।'

'আচ্ছা! কথাটা তাহলে সত্যি—'

'চল, চল,' গায়ের আলখাল্লাটা গলার কাছে টেনে নিতে নিতে তাড়া লাগালো ডাওমেড, 'ভীষণ ঠাণ্ডা পড়েছে আজ। আর আমি দাঁড়িয়ে থাকতে পারবো না এর ভেতর। কথা যদি বলতেই হয় কানা মেয়েটাকে নিয়ে চল বাসায়।'

'আসবে?' মিনতি ভরা কণ্ঠে বললো জুলিয়া। 'তোমার সাথে অনেক কথা আছে আমার।'

'এখন না,' বললো নিডিয়া। 'অনেক রাত হয়ে গেছে। আমাকে বাড়ি ফিরতে হবে। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমার অবস্থা—আমি আপনার মতো মুক্ত মানুষ নই।'

'কেন, আয়োন তোমাকে বকবে?—ঠিক আছে, তাহলে কাল এসো। একসময় অনেক ফুল কিনেছি তোমার কাছ থেকে সেকথা

www.boiRboi.net

মনে করে এসো।'

'আচ্ছা, আসবো।'

লাঠি ঠুকে ঠুকে আবার চলছে শুরু করলো নিডিয়া। জুলিয়াও বাবার সাথে রওনা হলো বাড়ির দিকে।

বোনের সাথে দেখা করতে এসেছে এপিসাইডেস। আজ ওর গায়ে সাধারণ পোশাক। পুরোহিতের পোশাক অনেকদিন আগে খুলে ফেলেছে ও। সত্যি সত্যিই অলিনথাসের সাথে ওদের প্রার্থনা গৃহে গিয়ে শান্তির সন্ধান পেয়েছিলো এপিসাইডেস। কিন্তু লোকালয়ে এসেই আবার দ্বিধা দ্বন্দ্ব দানা বাঁধতে থাকে মনে—আজন্মের লালিত সংস্কার কি একদিনে কাটে? অবশেষে অনেক ভেবেচিন্তে ও এসেছে আয়োনের কাছে। যদি ওর সাথে আলাপ করে কোনো কূল পাওয়া যায়। ওপরে ওপরে ওকে শান্ত দেখাচ্ছে বটে কিন্তু ভেতরে দোদুল্য-মানতা রয়েই গেছে—যদিও ওর ঝোঁকটা এখন নাযারেনদের দিকেই বেশি।

ভাইকে দেখেই উৎফুল্ল হয়ে উঠলো আয়োন। ওকে জড়িয়ে ধরে বললো, 'এলি তাহলে আমাকে দেখতে! কতদিন তুই আসিস না বল তো? দেবতারা তোর মঙ্গল করুন।'

'দেবতারা! এধরনের কথা না বলাই উচিত, আয়োন। হয়তো দেবতা একজনই।'

'কি বলছিস তুই, এপিসাইডেস।'

'হ্যাঁ, নাযারেনদের কথা যদি সত্যি হয়? দেবতা বলো, ঈশ্বর বলো, পৃথিবীর প্রতিপালক প্রভু যদি সত্যিই একজন হন—তাহলে এতগুলো দেবতায় বিশ্বাস করো বলে কোথায় যেতে হবে জানো?'

www.boiRboi.net

'কি বলছিস তুই, এপিসাইডেস।' আবার চিৎকার করলো আয়োন। 'এমন কথা কি আমরা বিশ্বাস করতে পারি ?—না বিশ্বাস করা উচিত ? জন্মের পর থেকে যাঁদের জেনে আসছি মহাক্ষমতাশালী হিশেবে তুই আজ তাঁদের উড়িয়ে দিতে চাইছিস ? বুঝেছি, পুরোহিতের কঠোর জীবন যাপন করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেছিস তুই। আয় আমার সাথে, এখানে এসে বোস ? এ সম্পর্কে এখন আর একটা কথাও শুনতে চাই না।'

কিন্তু আয়োন শুনতে না চাইলেও এপিসাইডেস ছাড়বে কেন ?

'আয়োন,' ও বললো, 'তুমি নিশ্চয় করে বলতে পারো, তোমার এই সুন্দর দেহ, আরো সুন্দর মন কখনো অনন্ত নরকের খাদ্য হবে না ?'

'ডী সেলিওরা ! দেবতারা না করুন !' বললো আয়োন।

আয়োনের কাছে এসেছিলো কূলের সন্ধানে, কিন্তু যে অকূলে ছিলো সেই অকূলেই রয়ে গেল এপিসাইডেস। ঠিক করলো নাযারেন অলিনথাসের সাথে আবার যাবে ওদের প্রার্থনাগৃহে। আর কিছু না হোক কিছুক্ষণের জন্যে হলেও শান্তি পাওয়া যায় ওখানে।

'তাহলে আসি, আয়োন,' বললো ও। 'আবার যখন দেখা হবে সেদিন, জানি না, আমাকে ভাই বলে বুকে জড়িয়ে ধরতে পারবে কিনা; জানি না, আমিও তোমাকে এখনকার মতো সহজভাবে গ্রহণ করতে পারবো কিনা। যে পথের খোঁজ পেয়েছি, সে পথে হেঁটে দেখবো। আমার আরদ্ধ ঠিকানায় যদি পৌঁছুতে পারি তোমাকে আসতে হবে আমার পথে, নইলে ওখান থেকেই ভাগ হয়ে যাবে আমাদের পথ।'

অদ্ভুত এই কথাগুলো বলে এপিসাইডেস বেরিয়ে গেল আয়োনের

বাড়ি থেকে।

ডাওমেডের বাড়ি শহরের প্রান্তে। এত বড় বাড়ি সারা পম্পেই-এ আর আছে কিনা সন্দেহ। যেমন বড় তেমন সুন্দর আর সাজানো গোছানো। একটু বেশি জাঁকজমকের সাথে জীবন যাপন করে ডাওমেড। কারণ, এক কালে তার পিতা ছিলো ক্রীতদাস। পুরনো সেই কলঙ্কের কথা মানুষের মন থেকে মুছে ফেলার জন্যেই বেহিশেবি খরচের প্রদর্শনী করে ডাওমেড।

এই মুহূর্তে ডাওমেডের বাড়ির প্রধান দরজাটা খোলা। সেই দরজার নিচে সিঁড়ির গোড়ায় বসে আছে বৃদ্ধ দাস মেডন। সৌম্য শান্ত চেহারা। শোনা যায় সে নাকি অলিনথাসের শিষ্য, খ্রীষ্টের ধর্মবিশ্বাসে বিশ্বাসী। কলসি হাতে এক তরুণী পানি আনতে যাচ্ছিলো, বৃদ্ধকে দেখে থেমে দাঁড়ালো।

'খবর শুনেছো, মেডন?' বললো তরুণী।

'খবর! কী খবর?'

'কেন, তুমি কিছু জানো না? এই দরজার সামনে দিয়েই তো গেল সকালবেলা, তুমি ঘুমিয়ে ছিলে নাকি?'

'হতে পারে,' বিরক্ত মুখে বললো বৃদ্ধ দাস।

'নাহ্, তুমি একেবারে গেছ—পম্পোনিয়ানুস-এর বড়লোকরা কি দারুণ এক উপহার পাঠিয়েছে, আর তুমি—'

'উপহার!' বাধা দিয়ে বললো মেডন, 'আমি ভাবছিলাম, জাঁদরেল কোনো অতিথি এসেছে বুঝি।'

'যা এসেছে তাকে অতিথি, উপহার দুটোই বলতে পারো।'

'তা জিনিসটা কী, বলো শুনি।'

www.boiRboi.net

'দারুণ একটা বাঘ—আমাদের অ্যাম্ফিথিয়েটারে লড়ার জন্যে পাঠিয়েছে। উহ্ কী যে মজা এবার হবে! ওটাকে এক পলক দেখার আগে আমি ঘুমাতে পারবো না।'

তরুণীর উত্তেজনা এক বিন্দু সংক্রমিত হলো না বৃদ্ধের ভেতর। সে শুধু বললো, 'বোকার দল!'

'বোকার দল! কী বলছো তুমি। আগে এসেছে সিংহ, এখন এলো বাঘ। এবার লড়াইটা কেমন জমবে কল্পনা করতে পারছো?—কিন্তু কথা হচ্ছে কে লড়বে ওদের সাথে? প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধী তো এখন একটাও নেই শহরে। আমাদের বিচারকগুলোর যদি কোনো আক্কেল থাকে! সিংহ এলো, বাঘ এলো, অথচ তাদের সামনে ধরে দেয়ার মতো মানুষ নেই। শেষকালে বোধহয় জন্তুদুটোকেই লাগিয়ে দিতে হবে নিজেদের ভেতর লড়ার জন্যে। ছি, এবার আমাদের পম্পেই-এর দুর্নাম হয়ে যাবে!'

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল মেয়েটার। গলায় মিনতি ফুটিয়ে সে বললো, 'আচ্ছা মেডন, তোমার ছেলে তো গ্ল্যাডিয়েটর, ওকে বলো না বাঘটার সাথে লড়তে। সারা শহরের মানুষ ধন্য ধন্য করবে তোমাকে আর তোমার ছেলেকে।'

'হতভাগী ছুঁড়ি!' গর্জে উঠলো মেডন, 'নিজের বিপদ নিয়ে ভাব, আমার ছেলেকে বিপদের মধ্যে টেনে আনতে বলিস কেন?'

'আমার বিপদ!' সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে চারপাশে তাকাতে তাকাতে বললো তরুণী। 'দেবতারা না করুন! তোমার অভিশাপ তোমার মাথায়ই পড়ুক, বুড়ো শয়তান!' গলায় ঝোলানো একটা মাদুলি স্পর্শ করলো সে। 'আমার বিপদ! আমার আবার কী বিপদ হবে?'

'সেদিন রাতে যে ভূমিকম্প হলো, তা থেকে কোনো সাবধান

www.boighar.net

বাণী পাসনি ? বুঝতে পারিসনি ও বলে গেল, "মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হও; সবকিছুর শেষ হতে আর দেরি নেই ?"'

'দূর, দূর ! তুমি দেখি ঐ নাযারেনদের মতো কথা বলছো !' বলে আর দাঁড়ালো না মেয়েটা। 'ও হারকিউলিস, সিংহের সাথে লড়ার জন্যে একজন মানুষ দাও, আরেকজন দাও বাঘটার সাথে লড়ার জন্যে,' বিড় বিড় করে প্রার্থনা করতে করতে নিজের পথে চলে গেল সে।

'আমার লাইডন, আমার ছেলে !' নিজের মনে বলতে লাগলো বুড়ো মেডন। 'এজন্যেই কি তোকে আমি বড় করে তুলেছি ? এ-ই কি আছে তোর ভাগ্যে ?'

বুকের ওপর ঝুলে পড়লো তার মাথা। যীশুর পবিত্র বাণী মনে মনে আউড়ে শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগলো বিক্ষিপ্ত মনকে। হঠাৎ একটা ভরাট গলা কোমল স্বরে ডাকলো তাকে ঃ

'বাবা !'

চমকে মুখ তুলে তাকালো বৃদ্ধ। খুশির হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো মুখ। বললো, 'লাইডন ! বাপ আমার, তুই এসেছিস ! এতক্ষণ তোর কথাই ভাবছিলাম।'

'বেশিদিন আর ভাবতে হবে না,' সশ্রদ্ধ ভঙ্গিতে বাপের হাঁটু এবং দাড়ি স্পর্শ করে বললো লাইডন। 'শিগগিরই এমন দিন আসবে যখন সব সময় আমি তোমার কাছে কাছেই থাকবো।'

'তেমন দিন কি আর আসবে রে ?' ব্যথিতস্বরে বললো মেডন।

'অমন কথা বোলো না তো, বাবা। আসবে না মানে ? একশো বার আসবে। অ্যাম্ফিথিয়েটারের প্রতিযোগিতায় আমি জিতবো। যে স্বর্ণমুদ্রা পাবো তা দিয়ে সহজেই তোমাকে মুক্ত করতে পারবো।

www.boiRboi.net

আর ক'টা দিন ধৈর্য ধরো, বাবা।'

'লাইডন! আমার লাইডন!' বলতে বলতে উঠে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ জড়িয়ে ধরলো ছেলেকে। 'ও কথা বলিস না। তুই যা করতে চাইছিস, সে মহাপাপ। বাপের মুক্তির জন্যে প্রাণের ঝুঁকি নিবি—ভালো কথা। কিন্তু তোর জয় অন্য একজনের মৃত্যুর কারণ হবে না? না, বাপ, ওকাজ তুই করিস না। আর ক'টা দিনই বা আমি বাঁচবো?—যেমন আছি, কাটিয়ে দিতে অসুবিধা হবে না।'

'রাখো তো,' অস্থির কণ্ঠে বললো লাইডন। 'এসব তোমার সেই নাযারেন অলিনথাসের শেখানো বুলি।'

'না, রে, এ আমার মনের কথা। অলিনথাস নয়, এ হলো মহান প্রভু যীশুর শিক্ষা।'

'যার শিক্ষাই হোক, আগে তোমাকে মুক্ত করবো, তারপর অন্য কথা।'

বৃদ্ধকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে চলে গেল লাইডন। যতক্ষণ না ও পথে নেমে জনতার ভীড়ে মিশে গেল ততক্ষণ তাকিয়ে রইলো মেডন। তারপর সশব্দে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার ডুবে গেল ভাবনায়। কিছুক্ষণ পর একটা কোমল মিষ্টি গলা শুনে আবার মুখ তুলে তাকালো সে।

অন্ধ একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে লাঠি ভর দিয়ে।

'ঢুকতে পারি বাড়িতে?' জিজ্ঞেস করলো মেয়েটি। 'তোমার মনিবানি কি আছেন?'

'আছেন, যাও,' বলে নিডিয়াকে ভেতরে যাওয়ার ইশারা করলো মেডন।

* * *

www.boiRboi.net

জুলিয়া তখন সাজঘরে বসে সাজসজ্জা করছে জন দুই দাসীর সহায়তায়। এই সময় আরেক দাসী নিডিয়াকে নিয়ে গেল সেখানে।

'আহ্, নিডিয়া, এসেছো!' জুলিয়া বললো, 'একটু বোসো, এই আমার হয়ে গেল বলে।'

যে দাসী পথ দেখিয়ে এনেছে সে একটা টুল এগিয়ে দিলো নিডিয়ার দিকে।

সাজ শেষ করে জুলিয়া অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো নিডিয়ার দিকে। কি বলবে মনে মনে ভেবে নিলো বোধহয়। তারপর দাসীদের ইশারায় বললো বেরিয়ে গিয়ে দরজা ভিড়িয়ে দিতে।

'নিয়াপোলিটান আয়োনের বাড়িতে কাজ করো তুমি?' অবশেষে জিজ্ঞেস করলো জুলিয়া।

'আপাতত ওঁর বাড়িতে আছি আমি,' জবাব দিলো নিডিয়া।

'লোকে যেমন বলে তেমন সুন্দরী ও?'

'আমি কি করে জানবো!'

'ও, তাই তো, একদম ভুলে গেছিলাম, তোমার চোখ নেই। ওবাড়িতে আর যেসব দাসদাসী আছে তাদের কাছে শোনোনি কখনো?'

'হ্যাঁ, ওরা বলে, উনি সুন্দরী।'

'লম্বা কিনা বলেনি কখনো?'

'হ্যাঁ, লম্বা।'

'আমিও লম্বা।—চুল কালো?'

'সেরকমই শুনেছি।'

'আমারও চুল কালো। গ্লকাস প্রায়ই ওর বাড়িতে যায়?'

'রোজ।'

www.boiRboi.net

'রোজ! গ্লকাস পছন্দ করে আয়োনকে?'

'মনে হয়। আগামী মাসে ওঁদের বিয়ে হবে।'

'বিয়ে!' আর্তনাদের মতো শোনালো জুলিয়ার চিৎকার। প্রসাধন চর্চিত মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। অনেকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলো না সে।

'শুনেছি তোমার দেশ নাকি থেসালি,' অবশেষে নীরবতা ভাঙলো জুলিয়া।

'ঠিকই শুনেছেন।'

'থেসালি তো জাদু, তুকতাক আর বশীকরণের দেশ—তুমি জানো নাকি এসব বিদ্যা একটু-আধটু?'

'আমি!' সবিস্ময়ে বললো নিডিয়া, 'আমি! আমি কী করে জানবো? না, না, আমি জানি না!'

'জানলে ভালো করতে। তোমার মুক্তি কেনার মতো সোনা তোমাকে দিতে পারতাম বিনিময়ে।'

'কিন্তু কেন? আমি তুকতাক জানলে আপনার কী লাভ?'

'একজনকে বশ করতে চাই আমি।'

'আপনি বশ করতে চান! সারা পম্পেই আপনার রূপ, আপনার বিত্তের কাছে মাথা নোয়াতে রাজি, আর—'

'সারা পম্পেই, কিন্তু আমি যাকে চাই সে নয়।'

'কে সে?'

'গ্লকাস নয়,' নারীসুলভ ছলনার আশ্রয় নিলো জুলিয়া। 'উঁহু, গ্লকাস নয়!'

এবার একটু যেন স্বস্তির সঙ্গে নিশ্বাস ফেললো নিডিয়া। আয়োনই কেবল ওর প্রতিদ্বন্দ্বী, জুলিয়া নয়।

www.boiRboi.net

'তোমার কাছে গ্রকাস আয়োনের প্রেমের কথা শুনে মনে হলো, নিশ্চয়ই মেয়েটা বশীকরণ খাইয়েছে ওকে, তাই জিজ্ঞেস করছিলাম তুমি জানো নাকি ওধরনের কোনো ওষুধ। জানলে তোমার কাছ থেকে বানিয়ে নিয়ে আমার ভালোবাসার জনকে খাওয়াতাম। আমি, ডাওমেডের মেয়ে একজনকে ভালোবাসবো, বিনিময়ে কিছুই পাবো না, এ হতে পারে না।'

'এখন বুঝতে পারছি, জানলে সত্যিই ভালো হতো,' বিড় বিড় করলো নিডিয়া।

জুলিয়ার ব্যথা অনুভব করেই যে নিডিয়া একথা বললো তা নয়, তবে জুলিয়া ভাবলো তা-ই। বললো, 'ঠিক আছে তুমি না হয় না-ই জানলে, এই পম্পেই শহরে এমন কাউকে চেনো না যে জানে বশী-করণ মন্ত্র? হিন্দ-এ বা মিশরে প্রচলিত জাদুমন্ত্রে পারদর্শী কেউ নেই আমাদের এই শহরে?'

'মিশরের জাদু?—হ্যাঁ!' বুকের ধুকপুকানি বেড়ে গেল নিডিয়ার। 'আছে! পম্পেই-এর কে না শুনেছে আর্বাসেসের কথা?'

'আর্বাসেস! ঠিক! কিন্তু লোকটা তো মহাধনী। পয়সার বিনি-ময়ে কি আমার হয়ে কাজ করবে?'

'তা তো আমি বলতে পারি না।'

'ঠিক আছে, আমি যাবো তার কাছে। দেখি সে কী বলে।'

'আপনি যাবেন! কিন্তু—কিন্তু শুনেছি ও বাড়িতে নাকি ভদ্র-মহিলাদের যাওয়া নিরাপদ নয়।'

'কেন?'

'শুনেছি, সুন্দরী মেয়ে দেখলেই ও তাকে লোভের ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করে।'

www.boiRboi.net

'তাই নাকি ? তুমি তো আমার কৌতূহল জাগিয়ে দিলে ফুল-ওয়ালী,' বললো জুলিয়া। 'লোভের ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করে মানে নিশ্চয়ই বশীকরণমন্ত্র জানে। আজই আমি যাবো—না এখনই।'

ইতিমধ্যে নিডিয়াও কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। সত্যিই জুলিয়া আর্বাসেসের কাছ থেকে বশীকরণ মন্ত্র বা ওষুধ আনতে পারে কিনা দেখতে চায়। যদি পারে তাহলে নিডিয়াও পারবে একটা কাজ করতে—অবশ্য সময় সুযোগ পেলে। দেখাই যাক না কী হয়।

'সেই ভালো,' বললো নিডিয়া। 'এখন তার যা অবস্থা, কোনো রকম শয়তানি করতে পারবে বলে মনে হয় না।'

'শয়তানি! ডাওমেডের মেয়ের সঙ্গে শয়তানি করবে এত বড় সাহস কার হবে ? আমি এখনই যাবো।'

'আমি কি পরে আবার আসবো আপনার কাছে, কি হলো শুনতে ?' জিজ্ঞেস করলো নিডিয়া।

'নিশ্চয়ই। তোমাকে দেয়ার মতো আরো কাজ আছে আমার। কাল এ সময় এসো।'

www.boiRboi.net

বারো

হ্যাঁ, আর্বাসেস মরেনি। মারাত্মক আঘাতই লেগেছিল মাথায়, কিন্তু অসাধারণ জীবনীশক্তির কল্যাণে সে ফিরে এসেছে মৃত্যুর দুয়ার

থেকে। কয়েকদিন একটানা অচেতন থাকার পর ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠতে শুরু করেছে। এখন সে সম্পূর্ণ নিরাপদ, যদিও শরীরটা খুবই দুর্বল।

বাড়ির বাগানমুখী ঝুল বারান্দায় একটা আরাম আসনে বসে আছে সে। অসুস্থতার কারণে মুখটা ফ্যাকাসে। হেলান দিয়ে বসে আকশের দিকে তাকিয়ে আছে। নিজের নিয়তি নিয়ে ভাবছে।

'আর ভয় কী ?' মনে মনে বললো আর্বাসেস। 'তোমার ফাঁড়া তো কেটে গেছে, আর্বাসেস ! এখন থেকে তোমার গতি হবে অব্যাহত সৌভাগ্যের পথে। বিপদ কাটিয়ে উঠেছো তুমি, আর চিন্তা নেই। এবার তোমাকে প্রস্তুত হতে হবে প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে। ঐ গ্রীক ছোকরা দ্বিতীয়বার যেন পালাতে না পারে তোমার হাত থেকে।'

একটু নড়ে চড়ে বসে বিড় বিড় করে উঠলো আর্বাসেস, 'না, আর পালাতে পারবে না আমার হাত থেকে। যে বেয়াদবী ও করেছে তার মাশুল দিতে হবে কড়ায় গণ্ডায়। তারপর আয়োন—'

এক বালক ভৃত্য এসে পড়ায় চিন্তায় ছেদ পড়লো আর্বাসেসের। ভুরু কুঁচকে সে তাকালো প্রশ্নবোধক চোখে।

'এক মহিলা এসেছেন একজন মাত্র দাস নিয়ে,' জানালো ভৃত্য।

মহিলা! হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়ে উঠলো আর্বাসেসের। আয়োন নয় তো ? 'কেমন ?—কম বয়েসী ?' জিজ্ঞেস করলো মিশরীয়।

'মুখ দেখতে পাইনি। ঘোমটা টানা। তবে শরীর দেখে মনে হলো কম বয়েসীই হবেন।'

'নিয়ে আয় !'

জুলিয়া এলো।

www.boiRboi.net

'মাফ করবেন,' সসংকোচে বললো আর্বাসেস, 'উঠে দাঁড়িয়ে আপনাকে অভ্যর্থনা জানাবো সে শক্তি আমার নেই। সেই ভূমিকম্পের রাতে মাথায় আঘাত পেয়েছি, এখনো সুস্থ হইনি পুরোপুরি।'

'আপনাকে কষ্ট করতে হবে না, মহান মিশরীয়।' বিনীত ভঙ্গিতে জবাব দিলো জুলিয়া; ভেতরে ভেতরে সে ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপলেও ওপরে তার কোনো ছাপ নেই। 'আমি এক হতভাগিনী, নেহায়েত প্রয়োজনে পড়েই এসেছি আপনার কাছে।'

'তাহলে কাছে আসুন। যা বলার খোলাখুলি বলবেন, কোনো কিছু গোপন করবেন না। বলুন, কী আপনাকে টেনে এনেছে আমার মতো অপরিচিতের কাছে?'

'আপনার খ্যাতি,' জবাব দিলো জুলিয়া।

'খ্যাতি! কিসের?'

'কিসের আপনি জানেন না? আপনি জানেন না সারা পম্পেই আপনার বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার নিয়ে কানাকানি করে?'

'ও এই কথা। সত্যিই যদি মানুষ কানাকানি করে তাহলে, আমি বলতে বাধ্য, ওরা বাড়াবাড়ি করে,' বিনয়ের অবতার সেজে বললো আর্বাসেস। 'বিশাল টিশাল কিছু না, সামান্য বুদ্ধি বিবেচনা আছে আর কি। কিন্তু তা আপনার কী কাজে আসবে বুঝতে পারছি না তো?'

'কেন, জ্ঞানের স্পর্শে কী দুঃখ দূর হয় না?'

'দুঃখ! আপনার মনে দুঃখ আছে! কী সে দুঃখ?'

'আমি একজনকে ভালোবাসি, কিন্তু সে আমার দিকে ফিরেও তাকায় না।'

www.boiRboi.net

'সত্যি! মুখটা আপনার দেখতে পাচ্ছি না বটে, তবে কাপড়ের ওপর দিয়ে যেটুকু আদল ফুটে উঠেছে, তাতে মনে হচ্ছে আপনি সুন্দরী। সরান তো ঘোমটা, দেখি কাকে দুঃখ দিচ্ছে হতভাগাটা।'

খুশি মনে, সম্ভবত নিজের মোহনীয় চেহারা দেখানোর জন্যে মুখাবরণ সরিয়ে ফেললো জুলিয়া। কয়েক মুহূর্ত স্থির তাকিয়ে রইলো আর্বাসেস।

'সত্যিই, হতভাগার জন্যে দুঃখ হচ্ছে আমার,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বললো। 'এমন মুখের দিকে যে ফিরে তাকায় না তার দিক থেকেই মুখ ঘুরিয়ে নিন না, তাহলে তো আর দুঃখ থাকে না।'

'তা যদি পারতাম তাহলে কি আসতাম আপনার কাছে!'

'হুঁ! কিন্তু আপনাকে কী করে সাহায্য করবো? রাত জেগে, প্রদীপের তেল পুড়িয়ে যে জ্ঞান আমি অর্জন করেছি তাতে তো বশীকরণ মন্ত্র নেই।'

'ও। তাহলে আমাকে ক্ষমা করবেন, মহান আর্বাসেস। খামোকা আপনাকে কষ্ট দিলাম। আমি তাহলে আসি।'

'দাঁড়ান!' সামান্য যেন ব্যস্ততা ফুটলো আর্বাসেসের গলায়। 'আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিন দেখি। আপনি নিশ্চয়ই অবিবাহিত?'

'হ্যাঁ।'

'টাকা পয়সার অভাব আছে? ধনী কাউকে ভালোবেসে ফেলেছেন?'

'আমি ওর চেয়ে ধনী।'

'আশ্চর্য! সত্যিই আশ্চর্য! কে সে? এই পম্পেই-এর লোক?'

'না,' বললো জুলিয়া। 'এথেন্সে বাড়ি। মাঝে মাঝে আসে

www.boiRboi.net

পম্পেই-এ।'

'এথেন্সে বাড়ি! মাঝে মাঝে পম্পেই-এ আসে…তার নাম কি গ্লকাস?'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ, ঐ নামেই সবাই তাকে ডাকে।'

আসনে হেলান দিয়ে চোখ বুঁজলো মিশরীয়। দীর্ঘ সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও যখন সে চোখ খুললো না তখন একটু বিরক্তির সঙ্গেই জুলিয়া বললো, 'বুঝেছি, আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারবেন না। আমি আসি। একটা শুধু অনুরোধ করবো, আমার গোপন কথাটা দয়া করে গোপন রাখবেন।'

'দাঁড়াও!' গলার স্বর এবং ভঙ্গি পাল্টে গেছে আর্বাসেসের। গভীর ঘুম থেকে জেগে উঠে কথা বলছে যেন সে। 'দাঁড়াও! তোমার কাহিনী আমার মন ছুঁয়ে গেছে। আমি তোমাকে সাহায্য করবো। বশীকরণের ওষুধ আমি না জানলেও আমার জানা একজন আছে যে জানে। ভিসুভিয়াস পর্বতের পাদদেশে এক গুহায় এক জাদুকরী আছে। ও জানে বশীকরণের ওষুধ তৈরি করতে। ওকে খুঁজে বের করে আমার নাম বোলো, তোমার কাঙ্ক্ষিত বস্তু পেয়ে যাবে।'

'কিন্তু আমি যে পথ চিনি না, কী করে ওর গুহায় যাবো?' হতাশ কণ্ঠে বললো জুলিয়া।

'পথ চেনো না।' ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো আর্বাসেস। দুর্বল পায়ে বারান্দার এমাথা ওমাথা কয়েকবার পায়চারি করে বললো, 'আমি অবশ্য তোমাকে নিয়ে যেতে পারি। কিন্তু সেজন্যে কয়েক দিন অপেক্ষা করতে হবে। দেখছো তো, আমি এখনো কেমন দুর্বল?'

'কিন্তু অপেক্ষা করার মতো সময় যে হাতে নেই। খুব শিগগিরই গ্লকাসের সঙ্গে বিয়ে হবে নিয়াপোলিটান মেয়েটার।'

www.boiRboi.net

'বিয়ে !'

'হ্যাঁ। সামনের মাসের প্রথমেই।'

'এত তাড়াতাড়ি! তুমি ঠিক জানো?'

'হ্যাঁ। ওর নিজের দাসীর মুখে শুনেছি।'

'অসম্ভব! এ হতে পারে না,' অস্থির কণ্ঠে বললো মিশরীয়। 'চিন্তা কোরো না, গ্লকাস তোমার হবে। ওষুধ হাতে পেলে ওকে তুমি খাওয়াতে পারবে তো?'

'আমার বাবা ওকে দাওয়াত করেছে, বোধহয় মেয়েটাকেও। পরশুদিন দুপুরে। এর ভেতর ওষুধ পেলে আশা করি খাওয়াতে পারবো।'

'ঠিক আছে। কাল রাতেই যাবো আমরা। তোমার পালকি আছে না?'

'হ্যাঁ।'

'শহর থেকে দু'মাইল দূরে একটা প্রমোদভবন আছে জানো?—পম্পেই-এর ধনীরা ফুর্তি করতে যায়? কাল সন্ধ্যায় ওখানে চলে যাবে পালকিতে করে। বাড়িটার বাইরে সাইলেনাসের একটা মূর্তি আছে, ওটার গোড়ায় অপেক্ষা করবে। বাঁচি আর মরি, আমি পৌঁছে যাবো ওখানে। ভয়ের কোনো কারণ নেই, আমি আর্বাসেস, বর্তমান মিশরের সবচেয়ে বড় জাদুকর বলছি, গ্লকাসের সঙ্গে বিয়ে হবে না আয়োনের।'

'কিন্তু গ্লকাস আমার হবে তো?' জিজ্ঞেস করলো জুলিয়া।

'হ্যাঁ।'

খুশি মনে মিশরীয় জাদুকরের বাড়ি থেকে বিদায় নিলো জুলিয়া। ও বেরিয়ে যেতেই এক দাসকে ডেকে আর্বাসেস নির্দেশ দিলো:

www.boiRboi.net

"এইমাত্র যে মহিলা এখান থেকে বেরিয়ে গেল তার পেছন পেছন যাও। ওর বাড়ি চিনে আসবে, আর জেনে আসবে ওর নাম, পিতৃ-পরিচয়।"

তেরো

সেদিনই বিকেলে বেড়াতে বেরিয়েছে গ্লকাস আর আয়োন।

পম্পেই-এর মাইল দশেক দূরে প্রাচীন এক গ্রীক মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। সেই মন্দির দেখতে বেরিয়েছে ওরা। পৃথিবীর যা কিছু গ্রীক, সবই গ্লকাস আর আয়োনের প্রিয়। স্বদেশের সঙ্গে সামান্য সম্পর্কও আছে যে জিনিসের তার ওপর অসম্ভব টান ওদের। এই টানই ওদের টেনে নিয়ে চলেছে মন্দিরটা দেখতে। সেই সঙ্গে উপরি লাভ, বেড়ানো হবে।

সুদৃশ্য এক ঘোড়ায় টানা গাড়িতে চেপে চলেছে ওরা। সঙ্গে আছে আয়োনের এক সহচরী দাসী—বিয়ের আগে কুমারী মেয়েদের একা একা প্রেমিকের সাথে বেড়ানো ঠিক নয় তাই।

ভিসুভিয়াসের পাদদেশের ঢাল বেয়ে এঁকে বেঁকে উঠে গেছে চওড়া পথ। কোনো জায়গাই এত বেশি ঢালু বা খাড়া নয় যে ঘোড়াদের পক্ষে গাড়ি টেনে নেয়া কঠিন হবে। দু'ধারে আঙুর আর জলপাই-এর বন। মাঝে মাঝে কাঁটা ঝোপ।

www.boiRboi.net

সূর্য পাহাড়ের মাথায় পৌঁছে গেছে। একটু পরেই অদৃশ্য হয়ে যাবে। প্রায় সমতল উপত্যকায় ভেড়ার পাল এক জায়গায় জড় করে বাড়ি ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছে এক রাখাল। মাথার ওপর নীল আকাশের পটে হালকা শাদা মেঘ। নিচে বহুদূরে সাগর, শান্ত নিস্তরঙ্গ, সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে।

'কি সুন্দর, না?' অস্ফুটস্বরে বললো গ্লকাস। 'এমন সুন্দর বলেই পৃথিবীকে আমরা মা ডাকি বোধহয়!'

গাড়ি এগিয়ে চলেছে আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে। পাহাড়ের মাটি এখানে লাল। ভিসুভিয়াসের অতীত অগ্ন্যুৎপাতের সাক্ষী। আসলে ওগুলো মাটি নয়, লাভা জমাট বেঁধে আছে পাহাড়ের ঢালে।

অবশেষে গাড়ি পৌঁছুলো ধ্বংসস্তূপের কাছে। গভীর মমতায় আয়োন, গ্লকাস দেখলো প্রাচীন মন্দিরটির ভেঙে পড়া ছাদ, স্তম্ভ। হয়তো অ্যাপোলোর মন্দির ছিলো এটি, হয়তো বা মিনার্ভার। এখন আর বোঝার উপায় নেই কোন দেব বা দেবীর অধিষ্ঠান ছিলো এখানে। এখন কোনো পূজারী এখানে আসে না, আসে না কোনো ভক্ত। শূন্য বিধ্বস্ত এই মন্দিরে দাঁড়িয়ে দু'চোখ অশ্রু সজল হয়ে উঠলো গ্লকাসের। এ যেন ওর পরাজিত মাতৃভূমিরই এক ক্ষুদ্র প্রতীক চিহ্ন।

দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে এলো। এবার ফিরতে হয়।

গোধূলী লগনে ওরা যখন বাড়ির পথে রওনা হলো তখন দু'-জনেরই কথা হারিয়ে গেছে গভীর অনুভূতির অতল তলে।

বেশ কিছুদূর আসার পর হঠাৎ বড় বড় কয়েকফোঁটা বৃষ্টি পড়তে দেখলো গ্লকাস সামনে পথের ওপর। সেই সাথে চোখ ধাঁধানো আলো এঁকেবেঁকে ছিঁড়ে ফেললো আকাশ। তারপরই বজ্রপাতের

www.boiRboi.net

কানে তালা ধরানো শব্দ। কখন যে আকাশের হালকা শাদা মেঘ কালো হয়ে গেছে খেয়াল করেনি ওরা।

'জোরে চালাও, ক্যারাকারিয়াস।' চালকের উদ্দেশে চিৎকার করলো গ্লকাস। 'ঝড়বাদল ভালোমতো এসে পড়ার আগেই নিরাপদ কোথাও পৌঁছুতে হবে।'

এখন ওরা ঢাল বেয়ে নামছে। একটু পরপরই ডানে বাঁয়ে মোড় ঘুরতে হচ্ছে। তার ওপর সন্ধ্যার আঁধার। এই অবস্থায় গাড়ি খুব জোরে ছোটানো নিরাপদ নয়। তবু চেষ্টার ত্রুটি করলো না ক্যারাকারিয়াস। যথাসম্ভব দ্রুত সে গাড়ি ছোটালো। কিন্তু বেশিদুর যাওয়ার আগেই মুষলধারে নামলো বৃষ্টি। বাতাসের বেগও বেড়ে উঠলো। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড শব্দে বজ্রপাত আর বিদ্যুতের ঝলকানি।

'ভয় পাচ্ছো?' আয়োনের একটু কাছে সরে এসে জিজ্ঞেস করলো গ্লকাস।

'কেন?—তুমি সঙ্গে আছো না?' মৃদুকণ্ঠে জবাব দিলো আয়োন।

ঠিক সেই সময় মোড়ের মুখে একটা গর্তে চাকা পড়ে গেল গাড়ির। গর্তের ভেতর পড়ে ছিলো একটা গাছের গুড়ি, তাতে আটকে গেল চাকা। ভয়ানক এক ঝাঁকুনি খেয়ে থেমে পড়লো গাড়ি। এদিকে ক্যারাকারিয়াস ঘোড়াগুলোকে তাড়া দিয়ে চলেছে হৈ-হৈ করে, যেন তাড়াতাড়ি চাকাটাকে ছাড়িয়ে আনতে পারে গুঁড়ি থেকে। তাড়া খেয়ে ঘোড়া দুটো টানলো সর্বশক্তিতে এবং গাড়িটাকে ছাড়িয়েও আনলো, তবে গুঁড়ি থেকে নয়, আটকে থাকা চাকা থেকে। ঘোড়াগুলো শুদ্ধ গাড়িটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। হুমড়ি খেয়ে পড়লো আরোহীরাও। ভাগ্য ভালো শুধু পড়ার ওপর দিয়েই গেল, মারাত্মক কোনো ক্ষতি হলো না কারো। গ্লকাস

তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে আয়োনকে বের করে আনলো।

এদিকে চালক আগেই লাফিয়ে নেমেছে। চাকার দুরবস্থা দেখে সে হতাশ মুখে এসে দাঁড়ালো গ্লকাসের কাছে। গ্লকাসের চেহারায়ও হতাশা। শহর এখনো বেশ দূরে। এই ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করে এতটা পথ আয়োন বা তার দাসীর পক্ষে পায়ে হেঁটে যাওয়া সম্ভব নয়। আশপাশে আশ্রয় নেয়ার মতো কোনো বাড়িঘরও নেই। এখন উপায় ?

'মাইলখানেক দূরে উপত্যকায় এক কামারের বাড়ি আছে,' অব-শেষে বললো ক্যারাকারিয়াস, 'ওকে ডেকে এনে চাকাটা আবার লাগিয়ে নেয়া যায়। কিন্তু যে বৃষ্টি! ততক্ষণে আপনারা একেবারে ভিজে যাবেন তো!'

'তুমি যাও, লোকটাকে ডেকে এনে চাকাটা লাগানোর ব্যবস্থা করো,' বললো গ্লকাস, 'ততক্ষণ আমরা দেখি কোথাও আশ্রয় পাওয়া যায় কিনা।'

চালককে পাঠিয়ে দিয়ে গ্লকাস গাড়িতে উঠে এলো আবার। মনে ক্ষীণ আশা, ওটার ভেতরেই হয়তো বসে থাকা যাবে। কিন্তু ভেতরে ঢুকে হতাশ হতে হলো ওকে। গাড়ির হালকা ছাদ দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছেতাই হয়ে গেছে। ফুটিফাটা হয়ে গেছে অনেক জায়গায়। সেসব জায়গা দিয়ে পানি পড়ছে ঝরঝর করে। এর ভেতর আশ্রয় নেয়া আর খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে থাকা এক কথা।

পথের পাশের এক ঝাকড়া পাতাওয়ালা গাছের নিচে আয়োনকে নিয়ে গেল গ্লকাস। নিজের আঙরাখা খুলে পরিয়ে দিলো ওর গায়ে। ঘোড়াদুটোকেও নিয়ে এলো। কিন্তু এ আশ্রয়ও তেমন একটা নিরা-পদ নয়। বৃষ্টির পানি এখানে একটু কম পড়ছে, এই যা; কিন্তু সে

কমও এমন কিছু কম নয়। কাছেই একটা গাছের মাথায় বাজ পড়লো। কেঁপে উঠলো আয়োন। সভয়ে চিৎকার করে উঠলো দাসী। ঐ বাজ তো এ গাছের মাথায়ই পড়তে পারতো! না, এখানে থাকা যাবে না। কিন্তু যাওয়া-ই বা যাবে কোথায়?

হঠাৎ দূরে ক্ষীণ একটা আলোর রেখা যেন চোখে পড়লো গ্লকাসের।

'নিশ্চয়ই কোনো রাখাল বা আঙুর-চাষীর কুটির থেকে আসছে ঐ আলো,' বললো সে। 'যেখানে আলো আছে সেখানে অবশ্যই মানুষ আছে। ওখানে আশ্রয় পাওয়া যেতে পারে। তোমরা দাঁড়াও, আমি দেখে—না—তাতে তোমাদের বিপদের ভেতর রেখে যাওয়া হবে।'

'কী দরকার?—তার চেয়ে একসাথেই চলো,' বললো আয়োন। 'আশ্রয় পেলে পেলাম, না পেলে ফিরে আসবো আবার। রেখে গেলে এখানে যে খুব সুখে থাকবো তা তো নয়।'

আয়োনের হাত ধরে গ্লকাস এগোলো আলো লক্ষ্য করে। দাসী চললো পেছন পেছন। ঘোড়া দুটো রইলো গাছের নিচে।

কিছুদূর এগোনোর পরই বন ঘন হয়ে উঠলো। আলো কখনো চোখে পড়ছে, কখনো হারিয়ে যাচ্ছে গাছপালার আড়ালে। যখন হারিয়ে যাচ্ছে তখন ওরা আন্দাজে পথ চলছে। একটু পরেই আবার দেখতে পাচ্ছে ক্ষীণ রশ্মিটুকু। চপল মেয়ের মতো সে যেন লুকোচুরি খেলছে ওদের সাথে।

অবশেষে ঝোপঝাড় পাতলা হলো একটু। বড় বড় পাথর ছড়িয়ে আছে চারদিকে। বিজলীর চমকে গ্লকাস লক্ষ্য করলো, মাটি এখানে টকটকে লাল। তার মানে অনেক আগে যখন আগুন উগরেছিলো

www.boiRboi.net

ভিসুভিয়াস তখন এখান দিয়ে বয়ে গিয়েছিলো লাভার স্রোত। এগিয়ে চললো ওরা। আলো এখন অনেক স্পষ্ট। মনে হচ্ছে খুব কাছেই কোথাও জ্বলছে। কিছুক্ষণ পর আবার যখন বিদ্যুৎ চমকালো, চকিতের জন্যে ওরা দেখতে পেলো, সামনে বিশাল কয়েকটা পাথরের চাঙড়। সেগুলোর মাঝে একটা গুহামুখের মতো। মানুষের চেহারার কিছু একটা যেন চোখে পড়লো তার ভেতর। মনে মনে খুশি হয়ে উঠলো তিনজন। নিশ্চয়ই পাথরগুলোর ওপাশে কোনো গুহা আছে, আর তাতে বাস করেন কোনো সংসারত্যাগী পবিত্র সন্ন্যাসী। ঝড় বাদলে পর্যুদস্ত মানুষগুলোর প্রতি নিশ্চয়ই তিনি সদয় হবেন। আশ্রয় দেবেন তাঁর গুহায়। আয়োনের হাত ধরে এগোলো গ্লকাস গুহামুখের দিকে। ছোট বড় পাথরের চাঁই এড়িয়ে সেখানে পৌঁছে যা দেখলো তাতে শিরশির করে ভয়ের একটা স্রোত বয়ে গেল ওদের শরীর দিয়ে।

গুহার গভীরে জ্বলছে বড়সড় একটা অগ্নিকুণ্ড। তার ওপর বসানো একটা লোহার কড়াই। পাশেই লম্বা, সরু একটা লোহার খুঁটির ওপর জ্বলছে বিদঘুটে চেহারার এক লণ্ঠন। যেখানে আগুন জ্বলছে ঠিক সেই বরাবর গুহার ছাদ থেকে ঝুলছে নানা গাছ-গাছড়া, শিকড়-বাকড়, লতাপাতা—সম্ভবত শুকানোর জন্যেই ওগুলো রাখা হয়েছে ওখানে। একটা শেয়াল গুঁড়ি মেরে বসে আছে আগুনের সামনে। আগন্তুকদের সাড়া পেয়ে উজ্জ্বল লাল চোখ তুলে তাকালো সে। নিচু স্বরে একবার গরগরিয়ে উঠলো।

গুহার কেন্দ্রস্থলে অদ্ভুত এক মাটির মূর্তি। তিনটে মুণ্ড তার। মুণ্ডগুলো তৈরি সত্যিকারের কুকুর, ঘোড়া আর শুয়োরের খুলি দিয়ে। নিচু একটা তেপায়া রাখা মূর্তিটার সামনে। কিন্তু এসব না,

যা দেখে ওদের গা শিরশির ক'রে উঠেছে তা সেই মানুষের মতো দেখতে জিনিসটা। মানুষ যে এমন কদাকার কুশ্রী হতে পারে ওদের কারো ধারণা ছিলো না। আগুনের সামনে বসে আছে সে। বুড়ি। শুধু বুড়ি বললে ভুল হবে—খুনখুনে বুড়ি। গায়ের চামড়ায় শত শত বা হাজার হাজার নয় লক্ষ লক্ষ ভাঁজ। গালটা তোবড়ানো। নাক ঈগলের চঞ্চুর মতো বাঁকা। চোখ দুটো কোটরের ভেতর বসা। মাথায় শনের নুড়ির মতো শাদা চুল। গায়ে শতচ্ছিন্ন কাপড়। শেয়ালটার মতো পায়ের আওয়াজ পেয়ে সেও চোখ তুলে তাকালো ওদের দিকে।

'এ তো মরা লাশ!' সভয়ে বলে উঠলো গ্রকাস।

'না—ঐ তো নড়ছে—লাশ নয় ও পেত্নী,' গ্রকাসের গায়ের সাথে সেঁটে এসে উচ্চারণ করলো আয়োন।

'পালান, পালান!' গুঙিয়ে উঠলো আয়োনের দাসী, 'ভিসুভিয়াসের ডাইনী!'

'কারা তোমরা?' খনখনে গলায় প্রশ্ন করলো বুড়ি। 'কি জন্যে এসেছো এখানে?'

বুড়ির গলা শুনে আরেকবার শিউরে উঠলো ওরা। ঘুরে দৌড় লাগানোর ইচ্ছেটা অনেক কষ্টে দমন করে গ্রকাস বললো, 'আমরা পথিক। বেড়াতে এসেছিলাম পাহাড়ে। হঠাৎ ঝড় বৃষ্টি শুরু হয়ে যাওয়ায় খুব বিপদে পড়ে গেছি। দূর থেকে আপনার আলো দেখে আশ্রয়ের আশায় এসেছি।'

গ্রকাসের কথা শুনেই শেয়ালটা উঠে দাঁড়িয়ে গা ঝাড়া দিলো, তারপর হিংস্র ভঙ্গিতে দাঁত বের করে এগোলো আগন্তুকদের দিকে।

'বস্ রে, দাস!' সস্নেহে বললো বুড়ি। অমনি বাধ্য ছেলের মতো

www.boirboi.net

বসে পড়লো জানোয়ারটা। তীক্ষ্ণ চোখে বুড়ি এবার তাকালো অনাহূতদের দিকে। নিজের জায়গা থেকে এক চুল না নড়ে বললো, 'ইচ্ছে হলে আগুনের কাছে আসতে পারো তোমরা। পেঁচা, শেয়াল, ব্যাঙ আর কাল কেউটে ছাড়া জীবিত কোনো কিছুকে আমি স্বাগত জানাই না। সুতরাং বুঝতেই পারছো, খাতির করতে পারবো না তোমাদের। তা খাতির ছাড়াই এসো না আগুনের কাছে—খামোকা ওখানে দাঁড়িয়ে থাকবে কেন?'

গ্নকাস এবার আয়োনকে ছেড়ে দিয়ে ওর গা থেকে খুলে নিলো নিজের ভিজে যাওয়া আলখাল্লাটা। তারপর হাত ধরে নিয়ে বসিয়ে দিলো মোটা এক গাছের গুঁড়ির ওপর। দাসীও প্রভুদের দেখাদেখি ভয়ে ভয়ে একটু এগিয়ে গেল আগুনের কাছে।

'আপনাকে বোধ হয় বিরক্ত করলাম,' একটু ইতস্তত করে আয়োন বললো।

ডাইনী বুড়ি কোনো জবাব দিলো না। নড়লোও না—যেন ক্ষণিকের জন্যে জেগে উঠেছিলো মৃত্যুর ভেতর থেকে, আবার তলিয়ে গেছে অনন্ত ঘুমে।

'তোমরা ভাই বোন?' অনেকক্ষণ পর আচমকা প্রশ্ন করলো সে।

লাল হলো আয়োনের গাল। বললো, 'না।'

'স্বামী স্ত্রী?'

'না,' জবাব দিলো গ্লকাস।

'ও প্রেমিক প্রেমিকা!—হা-হা-হা!' এমন জোরে হেসে উঠলো ডাইনী বুড়ি, গমগম করে উঠলো গুহার ভেতরটা।

বুড়ির ভাবভঙ্গি দেখে মেজাজ খারাপ হয়ে গেল গ্লকাসের। রুক্ষ কণ্ঠে সে বললো, 'হাসছো কেন, বুড়ি খুত্তি?'

www.boiRboi.net

'সত্যিই হাসছিলাম নাকি?' অন্যমনস্কভাবে বললো ডাইনী।

'ঘোরে আছে বুড়ি,' ফিসফিস করে বললো গ্লকাস।

ওর কথা শেষ হতে না হতেই ঝট করে মুখ তুললো বুড়ি।

'মিথ্যে কথা!' চিৎকার করলো সে।

'ভদ্রলোকের সাথে কেমন ব্যবহার করতে হয় তুমি জানো না,' চটে উঠে বললো গ্লকাস।

'চুপ করো, গ্লকাস! খামোকা ওকে ঘাঁটিও না,' সন্ত্রস্ত কণ্ঠে বললো আয়োন।

'কেন হাসছিলাম বলবো, শুনবে?' বুড়ি বললো। 'তোমাদের মতো যুবক যুবতীদের দেখলে খুব মজা লাগে আমার। দিনকতক আনন্দ করে নাও। নেশা কাটতে বেশিদিন লাগবে না। তারপর একজন আরেকজনকে দেখলে ঘেন্নায় মুখ ফিরিয়ে নেবে—হ্যাঁ, ঘেন্না—ঘেন্না—হা-হা-হা!'

এবার চটার পালা আয়োনের। 'দেবতারা না করুন!' বললো সে। 'হতভাগী বুড়ি, প্রেমের কী জানো তুমি যে একথা বলছো?'

'জানি না?—আমি কি জন্মেই এমন বুড়ি হয়েছি? তোমাদের মতো যৌবন আমার ছিলো না?'

'অনেকদিন ধরে এখানে আছো তুমি?' প্রসঙ্গ পাল্টানোর আশায় বললো গ্লকাস।

'হ্যাঁ—অনেক দিন!'

'আহা-হা-হা, এমন জায়গায় মানুষ থাকতে পারে! তোমার কষ্ট দেখে আমার দুঃখ হচ্ছে, বুড়ি।'

'হা। ভালোই বলেছো। জানো, এ জায়গার নিচে নরক? শোনো, একটা গোপন কথা বলি তোমাদের; পাতালের অদৃশ্য

www.boiRboi.net

শক্তি উঠে এসে প্রতিশোধ নেবে তোমাদের ওপর—তোমরা যারা ভয়-ভাবনাহীন, তরুণ, সুন্দর তাদের ওপর !'

'খালি অমঙ্গলের কথা বলো তুমি, বুড়ি,' বললো গ্লকাস।

'আমি কী বলি সময় হলেই বুঝবে। এবার চুপ করে থাকো, আমাকে আর জ্বালিও না।'

চুপ করে গেল গুহাবাসী বৃদ্ধা। কিছুতেই আর তাকে দিয়ে কথা বলাতে পারলো না গ্লকাস।

সৌভাগ্যক্রমে ঝড় যেমন ভয়ঙ্কর চেহারা নিয়ে এসেছিলো তেমন দীর্ঘ সময় ধরে চললো না। ইতিমধ্যে তার দাপট কমে আসতে শুরু করেছে। বৃষ্টির বেগও কমেছে। কিছুক্ষণের ভেতর থেমে গেল দুটোই। চাঁদ দেখা দিলো মেঘশূন্য আকাশে। আয়োন এখনো বসে আছে আগুনের কাছে সেই কাঠের গুঁড়ির ওপর। পেছনে দাসী। গ্লকাস বসে আছে আয়োনের পায়ের কাছে। ডাইনী বুড়ির শেয়ালটা এখনো জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। ওটাকে এক পলক দেখে মুখ তুলে আয়োনের দিকে তাকালো গ্লকাস।

'এবার বোধ হয় রওনা হওয়া যেতে পারে,' সে বললো।

সম্মতির ভঙ্গিতে ঘাড় কাত করলো আয়োন। শেয়ালটার দিকে আরেক পলক তাকিয়ে বুড়ির দিকে ফিরলো গ্লকাস। এবং দেখলো জিনিসটা। একটা সাপ। বুড়ির প্রস্তর আসনের ঠিক নিচে কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে আছে। শেয়ালটার মতো সে-ও এতক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলো প্রেমিকযুগলের দিকে। গ্লকাসের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ফোঁস করে উঠলো। তারপর ফণা তুললো। ক্রমশঃ চওড়া এবং উঁচু হচ্ছে ফণাটা। চট করে হাত বাড়িয়ে আগুনের ভেতর থেকে একটা আধপোড়া চেলা কাঠ তুলে নিলো গ্লকাস। এবং তা

www.boiRboi.net

দেখেই যেন ক্রুদ্ধ হয়ে আরেকবার ফোঁস করলো সাপটা। তারপর শরীর মুচড়ে মুচড়ে এগিয়ে আসতে লাগলো ওদের দিকে। ফণাটা তোলা আগের মতোই।

'ডাইনী বুড়ি!' চিৎকার করে উঠলো গ্লকাস, 'তোমার ঐ জন্তুটাকে থামাও, নয়তো ওর লাশ দেখবে তুমি!'

'ভয়ের কিছু নেই, ওর বিষ দাঁত ভাঙা,' মুখ তুলে বললো বুড়ি।

কিন্তু তার কথা শেষ হওয়ার আগেই গ্লকাসকে ছোবল মেরেছে সাপ। তৈরি ছিলো গ্লকাস, হালকা এক লাফে একপাশে সরে গিয়ে হাতের কাঠটা দিয়ে সর্বশক্তিতে মারলো সাপের মাথায়। এক আঘাতেই ফণা থেঁতলে গেল তার। গ্লকাসের হাতের কাঠ থেকে খসে পড়া জ্বলন্ত কয়লার ভেতর তড়পাতে লাগলো লম্বা শরীরটা।

ডাইনী বুড়ি ভয়ঙ্কর এক লাফ দিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে গ্লকাসের সামনে। দু'চোখ দিয়ে তার আগুন ঠিকরে পড়ছে যেন। কিন্তু আশ্চর্য, কথা যখন বললো তখন তার গলায় চেহারার কোনো ছাপ ফুটলো না।

'তোকে,' ধীর অচঞ্চল কণ্ঠে সে বললো, 'তোকে আমি আশ্রয় দিয়েছিলাম আমার ছাদের নিচে; আমার চুল্লী থেকে উত্তাপ দিয়েছিলাম যখন ঠাণ্ডায় কষ্ট পাচ্ছিলি; বিনিময়ে কী দিলি তুই? আঘাত করলি আমার—আমার প্রিয় পোষা সাপকে—এর ফল ভালো হবে না; হ্যাঁ, শুনে রাখ, এর ফল ভালো হবে না। জাদুকরীদের অভিভাবক চাঁদের নামে—প্রতিহিংসার দেবতা অরকাসের নামে আমি অভিশাপ দিচ্ছি: তোর প্রেম বিশুষ্ক ফুলের মতো শুকিয়ে যাবে—তোর নামে কলঙ্ক রটবে—তোর সৌভাগ্যের প্রদীপ নিবে যাবে চিরতরে—তুই পাগল হয়ে যাবি—নিজের হৃৎপিণ্ড নিজে আঁচড়ে

খামচে ক্ষতবিক্ষত করবি !' আয়োনের দিকে ফিরলো বুড়ি। তর্জনী তুলে শুরু করলো, 'আর তুই—'

'হয়েছে !' চিৎকার করলো গ্লকাস। 'যথেষ্ট হয়েছে। আমাকে যত খুশি অভিশাপ তুমি দাও—কিন্তু ওকে—না ! ওর বিরুদ্ধে একটা শব্দ উচ্চারণ করলে তোমার আদরের সাপের দশা হবে তোমারও। সাবধান !'

খনখনে গলায় হি-হি করে হেসে উঠলো বুড়ি। 'তাই নাকি ? ঠিক আছে, বলবো না ওকে কিছু, তোকে যা বলেছি তা-ই যথেষ্ট। অভিশপ্তকে যে ভালোবাসে তারও পরিণতি শুভ হয় না। একজনকে যে অভিশাপ দিয়েছি দুজন একসাথে তা ভোগ করবি !' বলে আরেক দফা হাসলো ডাইনী তারপর হাঁটু গেড়ে বসে কোলে তুলে নিলো তার প্রিয় পোষ্যকে। এখনো মরেনি ওটা।

'ও গ্লকাস !' আতঙ্কিত কণ্ঠে বললো আয়োন, 'কী থেকে কী হয়ে গেল ?—চলো, এক্ষুণি চলে যাই এখান থেকে !' বুড়ির দিকে ফিরে করজোড়ে যোগ করলো, 'দয়া করো, মা, দয়া করো, ফিরিয়ে নাও তোমার অভিশাপ। তোমার যে ক্ষতি হয়েছে তা আমি পুষিয়ে দিচ্ছি,' বলে আয়োন তার টাকার থলেটা রাখলো বুড়ির পায়ের কাছে।

'দুর হ !' চিৎকার করলো ভিসুভিয়াসের ডাইনী। 'ভাগ এখান থেকে ! অভিশাপ একবার উচ্চারিত হলে একমাত্র নিয়তিই পারে তা বদলাতে। দুর হ, আমার সামনে থেকে !'

'চলো,' আয়োনকে ধরে গ্লকাস বললো, 'চলো আমরা যাই। মাথার ওপর দেবতারা আছেন, তাঁরাই বাঁচাবেন আমাদের। আমরা কোনো পাপ করিনি। চলো।'

www.boirboi.net

গুহা থেকে বেরিয়ে বেশ কষ্ট করতে হলো ওদের পথ খুঁজে পেতে। গাড়ির কাছে এসে দেখলো, চালক ইতিমধ্যে কামার ডেকে এনে মেরামত করিয়ে ফেলেছে চাকা। বাড়ির পথে রওনা হলো ওরা।

নগর তোরণে পৌঁছে ওরা দেখলো, তোরণ খোলা। দাস বাহিত একটা পালকি পথ জুড়ে আছে।

'এত রাতে বাইরে যাওয়ার নিয়ম নেই,' দ্বাররক্ষীকে বলতে শুনলো গ্লকাস। 'গেলেও নাম ঠিকানা জানিয়ে যেতে হবে।'

'আমি শহর ছেড়ে যাচ্ছি না,' পালকির ভেতর থেকে জবাব দিলো একজন। শোনামাত্র গ্লকাস ও আয়োন চিনতে পারলো গলাটা। 'মারকাস পলিবিয়াসের ভিলায় যাচ্ছি আমি। শিগগিরই ফিরে আসবো। আমি মিশরীয় আর্বাসেস।'

আর কোনো প্রশ্ন করলো না রক্ষী। সরে দাঁড়িয়ে ইশারা করলো বেহারাদের: 'যাও।'

'এই সময় আর্বাসেস!' বললো গ্লকাস। 'এখনো তো ভালো করে সুস্থ হয়নি!—কোথায় গেল?—কী জন্যে?'

'আমার ভয় করছে, গ্লকাস,' সন্ত্রস্ত কণ্ঠে বললো আয়োন। 'অশুভ কী যেন একটা এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। ও সর্বশক্তিমান দেবতারা, রক্ষা করো আমাদের, রক্ষা করো আমার গ্লকাসকে।'

www.boiRboi.net

চোদ্দ

ডাইনীর গুহায় পৌঁছুলো আর্বাসেস। সাড়া পেয়েই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো শেয়ালটা। আক্রমণের ভঙ্গিতে বেরিয়ে এসেছে ঝকঝকে শাদা দাঁতগুলো।

'বস রে, দাস!' আগের মতোই সস্নেহে বললো বুড়ি ডাইনী। এবারও হিংস্র জন্তুটা বসে পড়লো বাধ্য ছেলের মতো।

আগন্তুকের দিকে অবজ্ঞাভরে একবার তাকিয়ে ডাইনী আবার মনোযোগ দিলো তার সাপের শুশ্রূষায়।

আর্বাসেস গুহার ভেতরটায় চোখ বুলিয়ে নিলো প্রথমে। তারপর বললো:

'ওঠো, নক্স ও এরিবাস-এর দাসী!' আদেশের সুর মিশরীয়র গলায়। 'ওঠো! তোমার বিদ্যায় তোমার চেয়ে পারদর্শী একজন তোমাকে অভিবাদন জানাচ্ছে। উঠে তাকে স্বাগত জানাও!'

সচকিত হয়ে মাথা তুললো ডাইনী। অনেকক্ষণ নিরবে তাকিয়ে রইলো আর্বাসেসের দীর্ঘ অবয়বটার দিকে।

'কে তুমি, বলছো আমার চাইতে পারদর্শী?' অবশেষে বললো সে, 'আমি বিলুপ্ত ইট্রুরিয় জাতির একমাত্র জীবিত বংশধর, জাদু-বিদ্যায় আমার চেয়ে পারদর্শী দাবি করছো নিজেকে! বুঝে শুনে

www.boiRboi.net

করছো তো ?'

'উত্তর থেকে দক্ষিণ, পুব থেকে পশ্চিম, গঙ্গা থেকে নীল, থেসালির উপত্যকা থেকে পীত টাইবারের তীর পর্যন্ত যারা জাদুবিদ্যার চর্চা করে তাদের সবাই যার কাছে মাথা নোয়ায় আমি সে।'

'এ তল্লাটে তেমন মহামানব একজনই আছেন,' জবাব দিলো ডাইনী, 'দেশ বিদেশের সাধারণ মানুষ তাঁকে জানে মিশরীয় আর্বাসেস বলে। কিন্তু আমরা—যারা জ্ঞান-সাগরের আরো গভীরে ডুব দিতে পেরেছি, তারা তাঁকে জানি যে পবিত্র নামে সে হলো আগুনকটি হারমেস।'

'ভালো করে দেখ, আমিই সে,' বলতে বলতে আর্বাসেস তার আলখাল্লার বাঁধন খুলে অনাবৃত করে ফেললো কোমর। ডাইনী দেখলো সেখানে জ্বলজ্বল করছে এক আগুনরঙা কোমরবন্ধ। চুল্লীর আভায় একেবারে জীবন্ত আগুনের মতো লাগছে সেটা।

সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালো বুড়ি। মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানিয়ে পায়ে আছড়ে পড়লো আর্বাসেসের।

'ক্ষমা করবেন, প্রভু,' ভীতকণ্ঠে বললো সে। 'আমি চিনতে পারিনি। আমার সম্পূর্ণ আনুগত্য নিবেদন করছি আপনার পায়ে।'

'ওঠো,' আদেশ করলো আর্বাসেস, 'তোমাকে আমার প্রয়োজন।'

অবাক হলো ডাইনী। 'আমাকে প্রয়োজন!'

'হ্যাঁ, তোমার সাহায্য চাই আমি।—'

এরপর আর্বাসেস খুলে বললো, সে কেন এসেছে বুড়ির কাছে। সব শেষে প্রশ্ন, 'পারবে, বুড়ি?'

'নিশ্চয়ই, প্রভু,' জবাবে ডাইনী বললো, 'দেবো বশীকরণ। এমন ওষুধ দেবো যা খেয়ে প্রেমিক ছোকরা দাসখত লিখে দেবে মেয়েটার

www.boiRboi.net

পায়ে।'

'না, দাসখত মেয়েটার পছন্দ হতে পারে, আমার নয়। আমি এমন ওষুধ চাই যা খাওয়ানোমাত্র প্রেমিক প্রবরের মৃতদেহ লুটিয়ে পড়বে মেয়েটার পায়ে।'

'পা থেকে মাথা পর্যন্ত কেঁপে উঠলো ডাইনীর। আতঙ্কিত কণ্ঠে বললো, 'সে তো বিষ!'

'হ্যাঁ, বিষ,' আর্বাসেস বললো। 'আমি যার জন্যে ওকালতি করতে এসেছি সে মেয়েটা ছোকরার প্রেম চাইলেও আমি চাই মৃত্যু।'

'কিন্তু—কিন্তু, প্রভু, বিষ দেওয়া মানে তো খুন!'

'হলোই বা খুন।'

'মাফ করবেন আমাকে, প্রভু,' বললো ডাইনী, 'এ দেশের আইন বড় কঠোর। ওরা টের পেলে আমাকে নির্ঘাৎ বাঘ বা সিংহের মুখে ছুঁড়ে দেবে।'

'টের পাবে? কীভাবে?'

'কীভাবে জানি না, তবে টের ওরা ঠিকই পেয়ে যাবে। মনে হচ্ছে সেই মেয়েটার প্রেমিক আপনার শত্রু। ছোকরা খুন হলে যাদেরকে খুনী হিশেবে সন্দেহ করা হবে তাদের ভেতর আপনিও থাকবেন। তারপর যদি কোনোমতে বেরিয়ে পড়ে ছোকরা খুন হওয়ার আগে আপনি আমার এখানে এসেছিলেন তাহলে দুয়ে দুয়ে চার মিলিয়ে নিতে কারো অসুবিধা হবে না।'

'শোনো, বুড়ি, আমি আগুন-কটি হারমেস আদেশ করছি, তুমি আমার ইচ্ছায় বিষ দেবে এই নরকের কীটটাকে—কে কী টের পেলো না পেলো তাতে কিছু যায় আসে না। গ্লকাসকে অবশ্যই চলে যেতে

www.boirboi.net

হবে পৃথিবী ছেড়ে। এর কোনো বিকল্প নেই।'

'গ্লকাস!' চমকে উঠলো ডাইনী। 'প্রভু, কী বললেন নামটা, গ্লকাস?'

'হ্যাঁ। কিন্তু নামে কি আসে যায়? আজ থেকে তিনদিনের ভেতর, আমি চাই, এই ছোকরার নাম পৃথিবী থেকে মুছে যাক।'

ধীরে ধীরে ক্রুর একটা হাসি ফুটে উঠলো বুড়ির মুখে।

'প্রভু, শুনুন,' সে বললো, 'সত্যিই বিষ দেয়ায় বিপদ অনেক। বিষের চেয়ে আরো ভালো, আরো মোক্ষম ওষুধ জানি আমি। এই ওষুধ দিলে আপনার—এবং আমারও উদ্দেশ্য আরো ভালোভাবে সাধন হবে। সাপ মরবে কিন্তু লাঠি ভাঙবে না।'

'তোমার উদ্দেশ্য! তুমি গ্লকাসকে চেনো নাকি?'

কিছুক্ষণ আগে তার গুহায় ঘটে যাওয়া ঘটনার কথা বললো ডাইনী। আর্বাসেসের কালো মুখ আরো কালো হয়ে গেল শুনে।

'কী সে ওষুধ, যাতে আরো ভালোভাবে আমার উদ্দেশ্য সাধন হবে?' জিজ্ঞেস করলো মিশরীয়।

'পাগল বানিয়ে দেয়ার ওষুধ, প্রভু। প্রেমের পাগল নয়, বদ্ধ উন্মাদ করে দেয়ার ওষুধ। আপনার মেয়েটা যদি ওকে এই ওষুধ খাওয়াতে পারে, একেবারে জ্ঞানশূন্য হয়ে যাবে গ্লকাস।'

বুদ্ধিটা পছন্দ হলো আর্বাসেসের। বললো, 'সত্যিই যদি কাজ হয় এই ওষুধে, তোমার আয়ু আমি বিশ বছর বাড়িয়ে দেবো।'

পোশাকের ভেতর থেকে স্বর্ণমুদ্রার একটা থলে বের করে সে ছুঁড়ে দিলো বুড়ির পায়ের কাছে। তারপর আবার বললো, 'তাহলে বিদায়, বুড়ি, কাল আবার আসছি তোমার এখানে।'

আর্বাসেস বেরিয়ে যেতেই টাকার থলেটা তুলে নিয়ে গুহার

পেছন দিকে চলে গেল বুড়ি। এক জায়গায় একটা চৌকো পাথর তুলে ফেলতেই একটা গর্ত দেখা গেল। সোনা, রূপা, ব্রোঞ্জের মুদ্রায় আধাআধি ভর্তি গর্তটা। ডাইনীর আজীবনের সঞ্চিত সম্পদ। কোনো খরচ নেই বুড়ির; জানে, কোনোদিন সে লোক সমাজে মিশতে পারবে না, তবু টাকার প্রতি অদ্ভুত এক লোভ তার। আর্বা-সেসের দেয়া স্বর্ণমুদ্রাগুলো গর্তে ঢেলে পাথরটা আবার যথাস্থানে বসিয়ে দিলো বুড়ি। ঠিক সেই সময় শুনতে পেলো তার প্রিয় শেয়া-লের ভীত আর্তনাদ। ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো ডাইনী। গুহার আরো ভেতর থেকে এসেছে শব্দটা। কখন যে শেয়ালটা ওখানে গেছে বুড়ি খেয়াল করেনি। ব্যাপার কী দেখার জন্যে সে এগিয়ে গেল।

গুহার ভেতরের অংশ সরু হতে হতে সুড়ঙ্গের চেহারা নিয়েছে। এই সুড়ঙ্গের শেষে আছে একটা খাদ। বুড়ি জানে সেই খাদের কথা, কিন্তু তার তল যে কোথায় তা সে জানে না। অনেকদিন উঁকি দিয়ে দেখেছে, জমাট কালো অন্ধকার ছাড়া কিছু দেখতে পায়নি। আজ উঁকি দিতেই দেখলো গণগণে লাল আলোর ঢেউ ফুলে ফুলে উঠছে তার ভেতর। সেই সাথে মৃদু একটা ঘড়ঘড়ে আওয়াজ।

'আশ্চর্য!' বুড়ি আঁৎকে উঠে পিছিয়ে এলো কয়েক পা। 'কী এর মানে? কিসের ইঙ্গিত দিচ্ছে ঐ লাল আলোর ঢেউ?'

ভয় করতে লাগলো বুড়ির। ধীরে ধীরে পিছিয়ে এলো সে। তারপর দুরু দুরু বুকে বসলো আর্বাসেসের ওষুধ তৈরি করতে।

সেরাতেই, যখন আর্বাসেস আর ভিসুভিয়াসের ডাইনী গ্লকাসকে উন্মাদ করে দেয়ার ষড়যন্ত্র করছে ঠিক তখন পম্পেই-এর দীন এক অট্টালিকার এক কক্ষে খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষা নিচ্ছে এপিসাইডেস।

www.boiRboi.net

পনেরো

‘আজ সন্ধ্যায় তাহলে যাচ্ছেন আপনি ভিসুভির্য়াসের ডাইনীর কাছে ?’ জিজ্ঞেস করলো নিডিয়া।

‘কী আর করবো ?’ বিষণ্ণ স্বরে জবাব দিলো জুলিয়া। ‘যার ওষুধ সে নিজে গিয়ে না আনলে নাকি কাজ হবে না।’

‘ভয় করবে না ?—সঙ্গে অমন ভয়ঙ্কর একটা মানুষ থাকছে—’

‘কেন, নিডিয়া ?’ জবাব দিলো জুলিয়া। ‘ভয় পাওয়ার মতো সত্যিই কিছু আছে নাকি ? আমার তো মনে হয় এই সব ডাইনী, জাতুকর সবাই একেকটা ভণ্ড। লতা-পাতা, শিকড়-বাকড় দিয়ে হু’-চারটে ওষুধ বানাতে জানে বলেই না মানুষ ওদের কাছে যায় কালে-ভদ্রে। ভয়ের কী আছে আমি তো বুঝতে পারছি না।’

‘বুড়ি ডাইনীর কথা বলছি না, বলছি যার সাথে যাবেন তার কথা।’

‘আর্বাসেস ? ওঁর মতো ভদ্র বিনয়ী লোক খুব কমই দেখেছি আমি। রঙটা যদি অমন কালো না হতো তাহলে বলতাম ভদ্রলোক যথেষ্ট সুপুরুষও।’

এ নিয়ে আর কথা বাড়ালো না নিডিয়া। একটু চুপ করে থেকে বললো, ‘একাই যাবেন ?’

‘তাছাড়া আর কী। কে যাবে আমার সাথে ?’

www.boiRboi.net

'আমি যেতে পারি আপনি চাইলে।'

খুশি হয়ে উঠলো জুলিয়া। 'সত্যি যাবে? কিন্তু—কিন্তু আয়োন তোমাকে ছাড়বে কেন?'

নিডিয়া মাথা নেড়ে বললো, 'উনি এদিক থেকে খুব ভালো। আপনি দাওয়াত করেছেন এবং রাতে আপনার সাথে থাকতে বলেছেন বললে উনি ছেড়ে দেবেন আমাকে।'

'না, আমি তা বলবো না,' হঠাৎই রুক্ষ হয়ে উঠলো জুলিয়ার গলা। 'ঐ নিয়াপোলিটানের কাছ থেকে কোনো সুবিধাই আমি নেবো না। অন্য কিছু বলে যদি আসতে পারো, এসো।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে। তবে একটা কথা, রাতে আপনার বাড়িতে আমার শোয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।'

'আমার ঘরেই তোমার শোয়ার ব্যবস্থা হবে।'

সন্ধ্যা ঘুরে যাওয়ার পর পালকিতে চেপে রওনা হলো জুলিয়া, সঙ্গে নিডিয়া। আর্বাসেসের বলা প্রমোদ-ভবনে যখন পৌঁছুলো তখন সেখানে অনেক মানুষের ভীড়। ফুর্তি করতে এসেছে তারা। পালকি থেকে নেমে নিডিয়ার হাত ধরে বাগানের দিকে এগোলো জুলিয়া। সাইলেনাসের মূর্তির কাছে গিয়ে দাঁড়ালো দু'জন।

'কই, দেখছি না তো তাঁকে!' কয়েকবার এদিক ওদিক তাকিয়ে বিড়বিড় করলো জুলিয়া।

ওর কথা শেষ হতে না হতেই মূর্তির পেছন থেকে নিঃশব্দে, প্রায় পিছলে বেরিয়ে এলো আর্বাসেস।

'কী গো, মিষ্টি মেয়ে, এসেছো?' বললো সে। 'কিন্তু এ কী!—কাকে নিয়ে এসেছো? আমাদের সাথে তো কারো যাওয়া চলবে

www.boiRboi.net

না।'

'ও আমাদের অন্ধ ফুলওয়ালী,' জবাব দিলো জুলিয়া।

'নিডিয়া! ওকে তো চিনি।'

কেঁপে উঠে একটু পিছিয়ে গেল নিডিয়া। আর্বাসেস এগিয়ে ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে নিচু স্বরে বললো, 'শপথের কথা মনে রেখো, যা শুনেছো গোপন রাখবে চিরদিন, নইলে তোমার কপালে দুঃখ আছে।' জুলিয়ার দিকে ফিরলো মিশরীয়। 'তুমি কি আমার সাথে একা যেতে ভরসা পাচ্ছো না?'

'না, ঠিক তা না—,' ইতস্তত করে বললো জুলিয়া।

'শোনো,' বলে ওকে একপাশে টেনে নিয়ে গেল আর্বাসেস। 'বেশি লোকের ভীড় ডাইনী পছন্দ করে না। যতক্ষণ না আমরা ফিরছি ততক্ষণ নিডিয়া থাক এখানে। ও আমাদের কোনো সাহায্যে তো আসবেই না, বরং বোঝা হবে। তাছাড়া আমরা যে কাজে যাচ্ছি তাতে বাইরের কাউকে জড়ানো ঠিক হবে না।'

আর্বাসেসের কথার প্রতিবাদ করার সাহস হলো না জুলিয়ার। নিডিয়ার কাছে ফিরে সে বললো, 'তোমার যাওয়া হবে না, নিডিয়া; জাদুকর আর্বাসেস তা চান না। তুমি এখানে অপেক্ষা করো, ফেরার পথে নিয়ে যাবো।'

খুশি মনেই রাজি হলো নিডিয়া। কৌতূহলী হয়ে চলে এসেছিলো সে, এখন আর্বাসেসের উপস্থিতি ওর মনে জাগিয়ে দিয়েছে পুরনো আতঙ্ক। তাই জুলিয়া যখন বললো, ওর যাওয়া হবে না, তখন আন্তরিকভাবেই খুশি হলো নিডিয়া। প্রমোদভবনে মহিলাদের জন্যে সংরক্ষিত একটা কামরায় অপেক্ষা করতে লাগলো সে।

* * *

www.boiRboi.net

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর জুলিয়ার পদধ্বনি শুনতে পেলো নিডিয়া। ঘরে ঢুকেই খুশিতে ওকে জড়িয়ে ধরলো সে।

'অমর দেবতাদের ধন্যবাদ,' বললো জুলিয়া, 'ঐ ভয়ানক গুহা থেকে ফিরে আসতে পেরেছি। চলো, নিডিয়া, আর এখানে দেরি করে কাজ নেই।'

নিডিয়াকে নিয়ে দ্রুত পায়ে রওনা হলো জুলিয়া। পালকিতে ওঠার পর আবার সে কথা বললো :

'ওহ! সে কী দৃশ্য!' উত্তেজনায় কাঁপছে জুলিয়ার গলা। 'কী ভয়ঙ্কর জাদুমন্ত্র! বুড়ি ডাইনীর লাশের মতো মুখটা যদি দেখতে! —থাক ও নিয়ে আর কিছু বলবো না। ওষুধটা আমি পেয়ে গেছি। এবার গ্লকাস আমার পায়ে মাথা নোয়াবে! আমি দেবী হবো ওর!'

'গ্লকাস!' সবিস্ময়ে উচ্চারণ করলো নিডিয়া।

'হ্যাঁ, নিডিয়া, গ্লকাস। গ্লকাসকেই আমি ভালোবাসি। সেদিন অবশ্য বলেছিলাম গ্লকাস নয়—বলেছিলাম কারণ তখনো তোমাকে ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারিনি। কিন্তু এখন তো জানি তুমি আমার শুভাকাঙ্ক্ষীদের একজন। তোমার কাছে আর কী লুকোবো আমি?'

নিডিয়ার বুকের ভেতরটা যে কেমন করছে সে সে-ই জানে। নিজের অজান্তে সে নিজের পায়ে সেইসাথে আয়োনের পায়ে কুড়ুল মারার ব্যবস্থা করেছে। উহ্, ঈশ্বর! এই ছিলো ভাগ্যে! কপাল ভালো পালকির ভেতরটা অন্ধকার, ওর ভাবান্তর টের পেলো না জুলিয়া।

অনেক কষ্টে আত্মসংবরণ করলো নিডিয়া। উদ্গত কান্না চাপতে গিয়ে বুক ব্যথা হয়ে গেল। তারপর বিদ্যুৎচমকের মতো প্রশ্নটা উঁকি দিলো ওর মনে : জুলিয়ার কাছ থেকে হাতানো যায় না

www.boirboi.net

ওষুধটা? প্রশ্নটা নিয়ে কিছুক্ষণ ভাবতেই নিডিয়ার মনে হলো, অসম্ভব নয়। রাতে জুলিয়ার ঘরে শোবে ও। জুলিয়া যখন ঘুমিয়ে যাবে তখন কোনো এক ফাঁকে ওষুধটা ও কব্জা করতে পারবে, শুধু একটু সতর্ক থাকতে হবে, কানে শুনে যথাসম্ভব আন্দাজ করতে হবে ওষুধটা কোথায় রাখে জুলিয়া।

ডাওমেডের বাড়ির দুয়ারে থামলো পালকি। নিডিয়াকে নিয়ে সোজা নিজের ঘরে গেল জুলিয়া। ওদের রাতের খাবার সাজিয়ে রাখা সেখানে।

'খাও, নিডিয়া,' বললো জুলিয়া। 'আগে এই মদটুকু খেয়ে নাও, গা গরম হবে। আমার হাড় পর্যন্ত জমে গেছে ঠাণ্ডায়।'

জুলিয়ার বাড়িয়ে দেয়া পানপাত্রটা নিলো নিডিয়া। চুমুক না দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'ওষুধের শিশিটা আমাকে একটু ধরতে দেবেন?'

'কেন দেবো না! এই নাও।'

'আহ্, কি ছোট্ট শিশি! রঙ কেমন ওষুধের?'

'স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ,' শিশিটা নিডিয়ার কাছ থেকে ফেরত নিতে নিতে বললো জুলিয়া। 'ওষুধ না জানলে কেউ বুঝতেই পারবে না এটা পানি না অন্য কিছু। ডাইনী বলেছে, খেতেও নাকি পানির মতোই, স্বাদ-গন্ধহীন।'

'দেখতে একেবারে পানির মত?'

'হ্যাঁ। টলটলে, কোনো রঙ নেই। আমার মনে হচ্ছে চাঁদের জ্যোৎস্না ভরে দিয়েছে শিশিটায়!'

'কেমন করে মুখ লাগানো হয়েছে শিশির?'

'ছোট একটা ছিপি দিয়ে,' উচ্ছ্বাস কিছুতেই শেষ হচ্ছে না জুলিয়ার। ও ধরেই নিয়েছে এ ওষুধে কাজ হবে। বললো, 'এই যে,

www.boiRboi.net

ছিপিটা আমি খুলছি এখন। শুঁকে দেখছি—না, ঠিকই বলেছে বুড়ি, কোনো গন্ধ নেই।'

হঠাৎই প্রসঙ্গ পাল্টালো নিডিয়া। টেবিলের ওপর হাত বাড়াতেই হাতে ঠেকেছে ছোট্ট একটা শিশি। সেটা তুলে নিয়ে ও প্রশ্ন করলো, 'এটা কিসের শিশি, জুলিয়া?'

'ওটা। ওটা একটা সুগন্ধী।'

'সুগন্ধী!' শিশির মুখ খুলে শুঁকলো নিডিয়া। 'কি সুন্দর গন্ধ!'

'নেবে তুমি?' জিজ্ঞেস করলো জুলিয়া, 'নাও। ওরকম সুগন্ধী আমার অনেক আছে।'

প্রতিবাদ করলো না নিডিয়া। আরেকবার গন্ধ নিলো শিশির মুখ খুলে। তারপর ঢুকিয়ে রাখলো পোশাকের ভেতর।

ইতিমধ্যে কয়েক পাত্র মদ খেয়ে উষ্ণ হয়ে উঠেছে জুলিয়া। কথার খই ফুটছে তার মুখে। মাথামুণ্ডু নেই সে কথার। হাসছে কারণে অকারণে। মাঝরাত পেরিয়ে যাওয়ার অনেক পরে থামলো ওর উচ্ছ্বাস। দাসীদের ডেকে পোশাক ছাড়লো।

দাসীরা বিদায় হতে সে নিডিয়াকে বললো, 'এই পবিত্র জিনিস আমি সব সময় নিজের কাছে রাখবো। নিজের হাতে প্রয়োগ করবো আমার মনের মানুষের ওপর। শুয়ে থাকো, বাছা, আমার বালিশের নিচে। শুয়ে শুয়ে আমাকে সুখস্বপ্ন দেখাও!'

বলে সে ওষুধের শিশিটা রাখলো বালিশের নিচে। হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়ে উঠলো নিডিয়ার।

'খালি পানি খাচ্ছো কেন, নিডিয়া? সঙ্গে একটু মদও খাও।'

'না, আমার শরীরটা বিশেষ ভালো লাগছে না,' জবাব দিলো নিডিয়া। 'তাছাড়া খুব ভোরে—আপনি ওঠার আগেই আমাকে

www.boiRboi.net

ফিরে যেতে হবে আয়োনের কাছে। এখন মদ খেলে ভোরে উঠতে পারবো না। ভোরে আপনার সাথে কথা বলার সুযোগ না-ও হতে পারে, তাই এখনই বিদায় নিয়ে নিচ্ছি।'

'ধন্যবাদ। আবার যখন আমাদের সাক্ষাৎ হবে, দেখবে গ্লকাস আমার পায়ে লুটাচ্ছে।'

যার যার বিছানায় শুয়ে পড়লো ওরা।

জুলিয়া ঘুমিয়ে গেল শিগগিরই। হয়তো সুখস্বপ্নে বিভোরও হয়ে গেল। নিডিয়া ঘুমালো না—ঘুম এলো না ওর। অনেকক্ষণ পর যখন জুলিয়ার শ্বাসপ্রশ্বাস ভারি হয়ে উঠলো, নিঃশব্দে উঠে এলো ও বিছানা ছেড়ে। পোশাকের ভেতর থেকে সুগন্ধীর শিশিটা বের করে ভেতরের তরল পদার্থ মেঝেতে ফেলে দিলো। শিশিটা তারপর সাবধানে পানি দিয়ে ধুলো কয়েকবার। জুলিয়ার বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। কম্পিত হাতে বালিশের নিচ থেকে বের করে আনলো বশীকরণ ওষুধের শিশিটা। জুলিয়া কিছু টের পেলো না। যেমন বইছিলো তেমনি গভীরভাবে বয়ে চললো ওর নিশ্বাস-প্রশ্বাস।

নিডিয়া এবার ওষুধের শিশিটা খুললো। ভেতরের জিনিস সুগন্ধীর শিশিতে ঢেলে মুখ আটকে রেখে দিলো পোশাকের ভেতর, বুকের কাছে। আর ওষুধের শিশিতে ভরলো পানি। যেখান থেকে নিয়েছিলো সেখানে রেখে শুয়ে পড়লো নিজের বিছানায়। এবারও ঘুমালো না ও। শুয়ে শুয়ে নিজের মনে বলতে লাগলো :

'গ্লকাস! দুনিয়ার সব বশীকরণ ওষুধও যদি খাওয়ানো হয়, তুমি আমি তোমাকে যতটা ভালোবাসি ততটা ভালো আমাকে বাসতে পারবে না। আয়োন!—আহ, দূর হ দ্বিধা! দূর হ দ্বন্দ্ব। গ্লকাস,

www.boiRboi.net

আমার ভাগ্য তোমার হাসির মুঠোয়। আর তোমার ? হ্যাঁ, তোমার ভাগ্য এখন আমার হাতে বন্দী !'

ষোলো

আজ ডাওমেডের বাড়িতে ভোজ।

গ্লকাস ; তার বন্ধুবান্ধব লেপিডাস, ক্লোডিয়াস, স্যালাস্ট, প্রেমিকা আয়োন ছাড়াও নিমন্ত্রিতদের ভেতর রয়েছে জনৈক রোমান সিনেটর, বিধবা ফুলভিয়া, কবি ফুলভিয়াস—নাম ছাড়া বিধবার সাথে তার কোনো মিলই নেই ; সস্ত্রীক এডিল (ম্যাজিস্ট্রেট) পানসা। এছাড়াও হারক্যুলেনিয়াম থেকে এসেছে নাম করা এক যোদ্ধা, সাথে তার এক সাগরেদ।

অনুষ্ঠানের মধ্যমণি হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে জুলিয়া। শাদার ওপর মুক্তা আর সোনালি সুতোর কাজ করা অপূর্ব একটা পোশাক পরেছে সে। সুন্দরী জুলিয়াকে আরো সুন্দর লাগছে তাতে। কিন্তু যার জন্যে ওর এই সাজ তার কোনো মনোযোগ নেই সেদিকে। খুঁজতে খুঁজতে বাগানমুখী একটা জানালার ধারে পেলো তাকে জুলিয়া। নিঃশব্দে পাশে গিয়ে দাঁড়ালো।

'এথেনীয়দের স্বভাব কি এরকমই, গ্লকাস ?' মৃদু কণ্ঠে বললো সে, '—বন্ধুকে কয়েকদিনের বিচ্ছেদেই ভুলে যায় !'

www.boiRboi.net

'না, জুলিয়া!'

'তাহলে আমার মনে হয় গ্রকাসের স্বভাবটাই এরকম।'

'না, জুলিয়া,' আবার বললো গ্রকাস, 'গ্রকাস কখনো বন্ধুকে ভুলে যায় না।'

'তাহলে কি বলবে, জুলিয়াকে তুমি বন্ধু ভাবো না?'

'খোদ সম্রাটও তোমার মতো রূপসীর বন্ধু হতে পারলে নিজেকে সম্মানিত মনে করবেন।'

'আমার প্রশ্নটা তুমি এড়িয়ে গেলে, গ্রকাস,' ক্ষুব্ধ স্বরে বললো জুলিয়া। 'ঠিক আছে, একটা কথা বলো, নিয়াপোলিটান আয়োনের রূপ তোমার কেমন লাগে?'

'মানে?'

'মানে তুমি তারিফ করো কিনা?'

'সৌন্দর্য মাত্রই কি তারিফ দাবি করে না?'

'এবারও তুমি এড়িয়ে গেলে আমার প্রশ্ন। ঠিক আছে, আগে যা গেছে যাক। বলো, এখন থেকে জুলিয়া তোমার বন্ধু হতে পারে কিনা?'

'জুলিয়া যদি হয়, আমি ধন্য মনে করবো নিজেকে।'

'এবার অন্য একটা প্রশ্নের জবাব দাও, আয়োনকে তুমি বিয়ে করছো, তাই না?'

'আঁ, হ্যাঁ, ইচ্ছে আছে; অবশ্য যদি ভাগ্যের সহায়তা পাই।'

'তাহলে আমার একটা অনুরোধ রাখবে?'

'বলো।'

'আমাদের নতুন বন্ধুত্বকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যে তোমার ভাবী স্ত্রীকে—না, তোমাদের দু'জনকে একটা উপহার দিতে চাই।

www.boiRboi.net

বলো আমাকে ফিরিয়ে দেবে না।'

'তা না হয় দেবো না। কিন্তু আয়োনের হাতেই তো তুমি ওটা দিতে পারো।'

'না, আয়োন যদি ফিরিয়ে দেয়?'

'ঠিক আছে, জুলিয়া; তুমি যখন বলছো…'

'তাহলে খাওয়া দাওয়া শেষে আমার সঙ্গে আমার ঘরে যাবে তুমি ওটা নেয়ার জন্যে। ভুলো না!'

বলে আর দাঁড়ালো না জুলিয়া। পানসার স্ত্রীকে দেখে এগিয়ে গেল তার দিকে।

ভূরিভোজ শেষ হতে হতে বিকেল হয়ে গেল। পম্পেই-এর ওপর যখন সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে আসছে তখন একে একে বিদায় নিতে শুরু করলো অতিথিরা।

আয়োন চলে যাওয়ার পর জুলিয়াকে খুঁজে বের করলো গ্লকাস।

'ভোলোনি তাহলে!' হাসিমুখে বললো জুলিয়া। 'চলো আমার ঘরে।'

'গ্লকাস,' ঘরে পৌঁছে জুলিয়া বললো, 'আজ বুঝেছি, সত্যিই তুমি আয়োনকে ভালোবাসো।'

'হ্যাঁ, জুলিয়া, সত্যিই বাসি।'

'এই মুক্তাগুলো তোমার ভাবী বধূকে আমি উপহার দিতে চাই,' বলতে বলতে জুলিয়া ছোট একটা বাক্স বাড়িয়ে দিলো গ্লকাসের দিকে। গ্লকাস সেটার মুখ খুলে দেখলো, ভেতরে সাজানো রয়েছে চমৎকার একটা মালা। প্রতিটি মুক্তা এক রকম দেখতে। আকারেও বেশ বড় প্রত্যেকটা। একটু সংকুচিত বোধ করলো গ্লকাস। এত দামী

www.boighar.net

জিনিস দিচ্ছে ডাওমেডের মেয়ে—যাকে সে, সত্যি কথা বলতে কি পছন্দ করে না !

'ও কি ঋণী করে ফেলতে চাইছে আমাকে ?' মনে মনে বললো গ্লকাস। ঠিক করলো, খুব শিগগিরই এর তিনগুণ দামের কিছু একটা উপহার দেবে সে জুলিয়াকে। আর যা-ই হোক, জুলিয়ার মতো মেয়ের কাছে ঋণী থাকা যায় না। মালাটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো গ্লকাস। তারপর মুখ তুলে অস্ফুট কণ্ঠে ধন্যবাদ জানালো জুলিয়াকে।

'এসো, যাওয়ার আগে আমার সঙ্গে একপাত্র পান করে যাও।' টেবিলের ওপর থেকে একটা মদভর্তি পানপাত্র তুলে নিলো জুলিয়া। 'তোমার ভাবী স্ত্রীর স্বাস্থ্য ও সৌভাগ্য কামনা করে।'

পানপাত্রটা ঠোঁটে ছুঁইয়ে সে এগিয়ে দিলো গ্লকাসের দিকে। নিয়ম হলো গ্লকাসকে এখন এক চুমুকে সবটুকু পানীয় গলায় ঢালতে হবে। ও তা-ই করলো।

জুলিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে গ্লকাসের মুখের দিকে। প্রতি মুহূর্তে আশা করছে, এই বুঝি পানপাত্র নামিয়ে রেখে গ্লকাস এসে ধরলো তার হাত। কিন্তু আশা আশাই রয়ে গেল জুলিয়ার। গ্লকাসের কোনো ভাবান্তর হলো না।

'এবার তাহলে আসি, জুলিয়া,' পানপাত্র টেবিলে রেখে গ্লকাস বললো।

'আ—আচ্ছা,' জবাব দিলো জুলিয়া।

গ্লকাস বেরিয়ে গেল ওর ঘর থেকে।

'কাল—কাল, গ্লকাস,' বিড়বিড় করে বললো জুলিয়া। 'কাল তুমি এসে লুটিয়ে পড়বে আমার পায়ে।'

www.boiRboi.net

ডাইনী সেরকমই বলেছিলো। লোকটা যদি দৃঢ়চেতা হয় তবে পুরো একদিনও লাগতে পারে ওষুধের ক্রিয়া হতে।

বেচারি জুলিয়া!—যদি জানতো নিডিয়ার দুষ্কর্মের কথা।

গ্লকাস যখন বাড়ি ফিরলো নিডিয়া তখন বসে আছে ওর বাড়ির বাগানের দিকের একটা দরজার গোড়ায়। গ্লকাসকে দেখে চঞ্চল হয়ে উঠলো সে। লাল হয়ে উঠলো মুখ। হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়ে গেল। গ্লকাস যে এত তাড়াতাড়ি ফিরবে ও ভাবতে পারেনি। সচরাচর মাঝরাতের আগে ফেরে না গ্লকাস। আজ কী এমন হলো যে এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলো? অস্বাভাবিক কিছু ঘটেনি তো জুলিয়ার বাড়িতে? সারা দিন ভেবেছে নিডিয়া, কী করে গ্লকাসকে ওষুধ খাওয়াবে? ভেবে ভেবে একটা বুদ্ধি বেরও করেছে। কিন্তু অস্বাভাবিক কিছু যদি ঘটে থাকে বুদ্ধিটা কি কাজে লাগবে? আর গ্লকাস ভাবছে, নিডিয়া এখানে কেন? ওর এখন আয়োনের বাড়িতে থাকার কথা তো!

'কী ব্যাপার, নিডিয়া?' গ্লকাস জিজ্ঞেস করলো, 'আমার জন্যে বসে আছো? আয়োন কোনো খবর পাঠিয়েছে?'

'না, আমি এসেছিলাম ফুল নিতে। যাওয়ার আগে ভাবলাম একটু বিশ্রাম নিয়ে যাই।'

'সত্যিই, আজ ভীষণ গরম পড়েছে। ডেভাসকে একটু ডেকে আনবে, নিডিয়া? অনিচ্ছা সত্ত্বেও এত মদ খেয়েছি ডাওমেডের বাসায়, এখন কেমন গা গুলাচ্ছে। কোনো ঠাণ্ডা পানীয় দিতো ডেভাস।'

অপ্রত্যাশিতভাবেই আকাঙ্ক্ষিত সুযোগটা পেয়ে গেল নিডিয়া।

www.boiRboi.net

সারাদিন ভেবে ও যে বুদ্ধি বের করেছে তার চেয়ে অনেক সহজ আর নিরাপদ এটা। উঠে দাঁড়িয়ে ও বললো, 'ডেভাসকে কী দরকার, আমিই এনে দিচ্ছি। রোজ সন্ধ্যায় আয়োন যেটা খান সেটা বানিয়ে দেবো? তুষার দেওয়া মধুর সাথে হালকা মদ মিশিয়ে?'

'দাও, দাও,' বললো গ্লকাস। 'আয়োন যা রোজ খায়, আমিও খাবো; বিষ হলেও খাবো।'

ভুরু কুঁচকালো নিডিয়া। হাসলো একটু। তারপর চলে গেল বাড়ির ভেতর। ফিরলো একটু পরেই। শীতল পানীয় ভর্তি পানপাত্র ওর হাতে। গ্লকাসের দিকে এগিয়ে দিলো ও পানপাত্রটা। হাতটা কি একটু কেঁপে গেল নিডিয়ার? কাঁপতেই পারে। ওর জীবনের চরম সন্ধিক্ষণ এটা। দাসত্ব, দৈন্য, গ্লানি, হৃদয়জোড়া হতাশা—একটু পরেই কোথায় মিলিয়ে যাবে সব! গ্লকাস ওর হবে! একান্ত ওর!

পানপাত্র ঠোঁটে ছোঁয়ালো গ্লকাস। এক চুমুকে প্রায় চারভাগের একভাগ পানীয় গলায় ঢেলে দিলো। তারপর হঠাৎই চোখ পড়লো নিডিয়ার দিকে। চমকে উঠলো গ্লকাস। থরথর করে কাঁপছে নিডিয়া। মুখ টকটকে লাল, যেন রক্ত ফেটে বেরোবে এক্ষুণি। চোখ দুটো বিস্ফারিত, যেন ভয়ানক আতঙ্ককর কিছু দেখেছে।

'কী হয়েছে, নিডিয়া!' চিৎকার করে উঠলো গ্লকাস। 'নিডিয়া! শরীর খারাপ লাগছে? কোথাও ব্যথা করছে? কী হয়েছে, বলো আমাকে, নিডিয়া!'

বলতে বলতে পানপাত্রটা নামিয়ে রেখে অন্ধ ফুলওয়ালীকে ধরার জন্যে এগোলো সে। কিন্তু নিডিয়ার কাছে পৌঁছুনোর সময় গ্লকাস পেলো না। আচমকা একটা শীতল লোহার শলাকা যেন এফোঁড় ওফোঁড় করে দিলো তার হৃৎপিণ্ড। একই সঙ্গে মাথার ভেতর কী

www.boiRboi.net

যেন সব ভেঙেচুরে এলোমেলো হয়ে ঘুরপাক খেতে লাগলো। পায়ের নিচ থেকে মাটি যেন সরে গেল হঠাৎ। গ্লকাসের মনে হলো সে যেন হাওয়ার ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছে, আর নিডিয়া যেন ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে ওর কাছ থেকে। ক্ষুব্ধ বা আতঙ্কিত হওয়া উচিত ছিলো গ্লকাসের। কিন্তু না, এক উদ্দাম অপার্থিব আনন্দের বন্যায় ভেসে গেল ওর মন, আত্মা। মনে হলো মাটির পৃথিবী ওর ওজন-হীন দেহের অযোগ্য স্থান, উড়ে যেতে চায় সে হাওয়ার রাজ্যে। আহ, দুখানি পাখা যদি থাকতো তার!

মুহূর্ত পরেই মনে হলো, এই তো চমৎকার দুখানা পাখা রয়েছে পিঠে! কিসের জন্যে মিছে ভেবে মরছে সে? নিজের বোকামিতে নিজেই হেসে উঠলো হা-হা করে। হাততালি দিয়ে উড়বার জন্যে লাফ দিলো ওপর দিকে।

যেমন এসেছিলো তেমনি আচমকা প্রশমিত হলো এই ধাক্কা। তবে পুরোপুরি নয়। এখন শরীরটাকে তত হালকা আর মনে হচ্ছে না বটে কিন্তু শিরায় শিরায় এখনও রক্ত ছুটছে উত্তাল প্রবাহে। সেই রক্তেরই চাপে যেন কপাল ফেটে যেতে চাইছে, শিরা উপশিরা ছিঁড়ে যেতে চাইছে, কানে তালা ধরিয়ে দিতে চাইছে রক্তের স্রোত। হঠাৎ কোথা থেকে যেন আঁধার ঘনিয়ে এলো আবার চোখের সামনে। আঁধারের সেই কালো পর্দার ওপাশে দেয়ালের ছবিগুলো সব জ্যান্ত হয়ে উঠলো। প্রেতের মতো লাফাতে লাগলো গ্লকাসের চারপাশে।

সবচেয়ে অবাক ব্যাপার গ্লকাস নিজেকে অসুস্থ মনে করতে পারছে না। মনে হচ্ছে এ-ই স্বাভাবিক। যে প্রচণ্ড নেশা তাকে পেয়ে বসেছে তার তীব্রতা অনুভব করেও ভয় পাচ্ছে না মোটেই। সমস্ত

অনুভূতি যেন আগের চেয়ে তীক্ষ্ণ আর উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আশ-পাশে যা কিছু আছে সবই মনে হচ্ছে আগের চেয়ে মধুর। তারুণ্যের উচ্ছ্বাস যেন দেহ মনকে করে তুলেছে আরো সজীব আরও উৎফুল্ল।

পাগলামির দিকে এগিয়ে চলেছে গ্লকাস—কিন্তু সে নিজে তার কিছুই বুঝছে না!

নিডিয়া জবাব দিতে পারেনি গ্লকাসের প্রথম প্রশ্নের। 'কী হয়েছে, নিডিয়া?'—এর জবাবে কী বলতে পারে ও? কিন্তু অট্টহাসি শুনে ভয় পেয়ে গেল। এ হাসি তো পাগলের হাসি চোখে দেখে না নিডিয়া। গ্লকাসের ভাবভঙ্গি, চেহারা কিছুই সে দেখতে পায়নি, তবে হাসি শুনেছে, শুনেছে প্রলাপের মতো অর্থহীন কথার ফুলঝুরি। তাতেই ও বুঝে নিয়েছে, কিছু একটা ঘটেছে—ভয়ঙ্কর কিছু। স্বর লক্ষ্য করে দু'বাহু বাড়িয়ে ও এগিয়ে গেল গ্লকাসের দিকে। জড়িয়ে ধরলো জানু। তারপর মাটিতে বসে পড়ে কান্না আতঙ্ক আর উত্তেজনা মেশানো স্বরে বললো:

'কথা বলুন, প্রভু! কথা বলুন! বলুন, আমাকে আপনি ঘৃণা করেন না!—বলুন! বলুন!'

গ্লকাস তখন বলে চলেছে, 'উজ্জ্বল দেবীর নামে বলছি, কি সুন্দর দেশ এই সাইপ্রাস!…ওরা মদের বদলে রক্ত দেয় না কেন আমাদের পান করতে? ঐ দেখ, ছাগলের শিরা চিরে ওরা দেখাচ্ছে, দেখাচ্ছে, রক্তের স্রোত কেমন ক'রে কোন পথে ধেয়ে চলে!…এদিকে এসো, ফুর্তিবাজ বুড়ো দেবতা! ছাগলের পিঠে চড়বে?—দেখ কি সুন্দর কোমল মসৃণ চুল ওর গায়ে। পার্থিয়ার তাবৎ ঘোড়ার চেয়েও দাম বেশি ওর, জানো? কিন্তু, একটা কথা তোমাকে বলতে চাই, তোমার এই মদ আমাদের মতো দুর্বল মানুষের পক্ষে হজম করা শক্ত!…ওহ্!

কী সুন্দর ! গাছের ডাল আর নড়ে না ! বনের সবুজ ঢেউ বন্দী করেছে মলয় বাতাসকে। ডুবিয়ে মেরেছে ওকে ! দুপুর রোদে,' (এখন ঘোর সন্ধ্যা) 'ঐ ঝরনাটা দেখ কেমন ঝকমক করছে ! ফোয়ারা ! আরে, দেখ ফোয়ারা লাফিয়ে উঠেছে ওখান থেকে ! ও বাবা ফোয়ারা, বলো তো মতলবটা কী তোমার ? আমার গ্রীসীয় সূর্যকে নিবিয়ে দিতে চাও ? শোনো হে, তা তুমি পারবে না, বৃথাই চেষ্টা করছো !···আরে, ওক পাতার মালা মাথায় কে ঐ মেয়ে বনের ভেতর ঘুরে বেড়াচ্ছে ?—চাঁদের একটা ঝলক যেন পিছলে যাচ্ছে আর আসছে ! পরী নাকি ? হ্যাঁ, তা-ই। কিন্তু, পরীটা আমার দিকে আসছে না ! কেন ?'

'ওহ ! প্রভু ! গ্লকাস ! গ্লকাস ! আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না ? অমন পাগলের মতো বকছেন কেন ?'

আলগোছে নিডিয়ার রেশমের মতো চুলে হাত রাখলো গ্লকাস। 'ভেনাস, আর ডায়না আর জুনো—সবার নামে শপথ করে বলছি, আমার ঘাড়ে ওরা পুরো পৃথিবীটা চাপিয়ে দিয়েছে, যেমন দিয়েছিলো আমার দেশী হারকিউলেসের ঘাড়ে ! দেশীর মতো আমিও বলছি, আয়োনের একটু হাসির বিনিময়ে আমি এটাকে নরকে ছুঁড়ে দিতে পারি। আহ, সুন্দরী—সুন্দরী, প্রিয়তমা !' এক মুহূর্ত থেমে হতাশ কণ্ঠে যোগ করলো, 'না ; তুমি আমাকে ভালোবাসো না। ঐ বুড়ো মিশরীয় তোমার কানে বিষ ঢেলেছে আমার নামে। কিন্তু হায়, আয়োন, তুমি সব বিশ্বাস করেছো ! না, না, না, তুমি আমাকে ভালোবাসো না ! তুমি আমাকে খালি কষ্ট দিতে চাও !'

'গ্লকাস ! গ্লকাস !' বিড়বিড় করলো নিডিয়া।

'কে !' চমকে ওঠা স্বরে বললো গ্লকাস, 'আয়োনের গলা না !

বুড়ো মিশরীয় আবার ধরেছে ওকে! আমি বাঁচাবো—বাঁচাবো আয়োনকে। কই আমার ছোরা? হাঁ, এই তো! আসছি, আয়োন, আমি আসছি!'

বলতে বলতে ঝড়ের বেগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল গ্লকাস। রাস্তায় নেমে ছুটলো ঊর্ধ্বশ্বাসে।

সতেরো

একই সময়ে শহরের আরেক অংশে এক ভাঙা মন্দিরে লুকিয়ে বসে আছে এক লোক। আইসিস-মন্দিরের প্রধান পুরোহিত ক্যালেনাস।

মন্দিরটি কবে কোন বিস্মৃত দেবতার পূজার জন্যে তৈরি হয়েছিলো তা এখন আর কেউ বলতে পারে না। রাস্তা থেকে ওটা ভালো দেখাও যায় না। মন্দিরের সামনে যে জায়গায় আগে বাগান ছিলো এখন সেখানে আগাছার রাজ্য।

ক্যালেনাস যেচে পড়ে একটা গোয়েন্দাগিরির ভার নিয়েছে। এপিসাইডেসের গতিবিধির ওপর নজর রাখছে গোপনে। ক্যালে-নাসকে অবশ্য দোষ দেয়া যায় না এজন্যে। তার সহকারী কোনো পুরোহিত যদি স্বধর্ম ছেড়ে অন্য ধর্ম গ্রহণ করে তাহলে সে মুখ দেখায় কী করে? দেবী আইসিসেরই বা মর্যাদা থাকে কোথায়? এমন কিছু ঘটতে চললে প্রতিকারের চেষ্টা ক্যালেনাসের কর্তব্যের

www.boiRboi.net

মধ্যেই পড়ে।

নাযারেন অলিনথাসের সাথে এপিসাইডেসের ঘনিষ্ঠতার কথা তার অজানা নেই। এপিসাইডেস ব্যাপারটা গোপন করার প্রয়োজন বোধ করেনি তাই কোনোরকম লুকোচুরির আশ্রয় নেয়নি ও; সুতরাং জানতে অসুবিধা হয়নি ক্যালেনাসের। কিন্তু ও যে নাযারেনদের ধর্মে দীক্ষা নিয়েছে তা জানতো না ক্যালেনাস। জেনেছে কাল। এপিসাইডেসকে অনুসরণ করে এই মন্দিরে এসেছিলো সে। অলিনথাস আগে থাকতেই বসে ছিলো এখানে। এপিসাইডেস আসার পর ওদের যে কথাবার্তা হয় তাতে ক্যালেনাসের বুঝতে অসুবিধা হয়নি, ধর্মান্তরিত হয়েছে তার সহকারী। ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়েছিলো ক্যালেনাস। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে কিছু একটা করে বসার কথা ভাবছিলো, এই সময় অলিনথাসের আরেকটা কথা শুনে জমে গিয়েছিলো সে।

'আইসিস মন্দিরের জোচ্চুরি, ধাপ্পাবাজি আর বেশিদিন চলতে দেয়া যায় না,' অলিনথাস বলছিলো। 'চলো, একদিন পূজার সময়ই হৈ-চৈ বাধিয়ে দেই।'

'কী করে?' প্রশ্ন করেছিলো এপিসাইডেস।

অলিনথাস জবাব দিয়েছিলো, 'মূর্তির ভেতর থেকে যখন দৈববাণী বেরোবে, তুমি তখন এগিয়ে এসে জনতার সামনে ঘোষণা করবে, ও কণ্ঠস্বর দেবীর নয়, ফাঁপা মূর্তির ভেতর লুকিয়ে বসে থাকা এক পুরোহিতের। এটা যদি করা যায় ওখানেই আইসিসের ওপর থেকে জনসাধারণের ভক্তি উবে যাবে।

এপিসাইডেস তর্ক করেছিলো, 'আমি বললেই লোকে বিশ্বাস করবে কেন? অন্য পুরোহিতরা চেঁচিয়ে উঠবে না, আমার কথা

www.boiRboi.net

মিথ্যা ?'

'বললেও লাভ হবে না। আমাদের ধর্মে যারা দীক্ষা নিয়েছে তাদের সবাইকে নিয়ে ওখানে উপস্থিত থাকবো আমি। তুমি এসে গুপ্ত রহস্য ফাঁস করে দেয়া মাত্র আমরা কয়েকজন মন্দিরের ভেতর ছুটে গিয়ে দৈববাণীওয়ালাকে মূর্তির ভেতর থেকে টেনে বের করে নিয়ে আসবো জনতার সামনে। হাতে হাতে প্রমাণ পেলে ভণ্ড পুরোহিতদের কথা কে আর বিশ্বাস করবে ?'

বুদ্ধিটা পছন্দ হয়েছিলো এপিসাইডেসের। কিন্তু আলোচনা আর বেশিদূর এগোতে পারেনি কাল। অলিনথাসের জরুরি কাজ ছিলো অন্য জায়গায়। আজ রাতে আবার এখানে দু'জন মিলিত হবে ঠিক ক'রে চলে গিয়েছিলো ওরা। পরামর্শটা পাকা করে ফেলবে আজ। তাই ক্যালেনাস আগে থাকতে এসে বসে আছে মন্দিরের ভাঙা একটি কক্ষে। শত্রুর মতলব ভালো করে জানা থাকলে আত্মরক্ষা করা সহজ হবে। ক্যালেনাস ঠিক করেছে, এপিসাইডেস আর অলিনথাসের আজকের পরামর্শ শুনে নিয়েই সে গিয়ে মুরুব্বী আর্বাসেসের সঙ্গে দেখা করে জানাবে সব কথা।

ভাঙা মন্দিরের দরজায় দাঁড়ালে রাজপথ দেখা যায় স্পষ্ট। মাঝখানে ঝোপঝাড় আছে ঠিকই, কিন্তু চেষ্টা করলে তার ভেতর দিয়ে দেখতে অসুবিধা হয় না। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ক্যালেনাস দেখলো এপিসাইডেস আসছে। তাড়াতাড়ি সে মন্দির থেকে বেরিয়ে একটা ঝোপের ভেতর লুকিয়ে পড়লো। অলিনথাস এসেছে কিনা দেখার জন্যে একবারের জন্যে হলেও মন্দিরে ঢুকবে এপিসাইডেস।

ক্যালেনাসের ধারণা যে সত্যি তার প্রমাণ পাওয়া গেল কয়েক মুহূর্ত পরেই। ঝোপঝাড় পেরিয়ে সোজা মন্দিরে ঢুকলো এপিসাই-

www.boiRboi.net

ডেস। অলিনথাস আসেনি দেখে গিয়ে দাঁড়ালো পথের পাশে।

ক্যালেনাস আবার উঠে এসে মন্দিরের দরজায় দাঁড়ালো। অলিনথাস আসছে কিনা দেখা দরকার। এমনও হতে পারে, অলিনথাস এসেই শিষ্যকে নিয়ে অন্য কোথাও চলে গেল পরামর্শের জন্যে। সে ক্ষেত্রে ক্যালেনাসের পুরো পরিশ্রমটাই মাটি হবে।

বেশ কিছুক্ষণ পেরিয়ে গেল। হঠাৎ ক্যালেনাস চঞ্চল হয়ে উঠলো। অলিনথাস আসছে। কিন্তু না, এ তো অলিনথাস নয়! অলিনথাস বেঁটে, মোটা, মাথায় টাক আছে। এ লোকটা অনেক লম্বা অলিনথাসের চেয়ে। পোশাক আশাকেও অন্যরকম।

এক মুহূর্ত পরেই লোকটাকে চিনতে পারলো ক্যালেনাস। ভীষণ অবাক হলো সে। এত রাতে এই নির্জন পথে কোথায় চলেছে আর্বাসেস? সে না অসুস্থ! এত তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠেছে? নাকি অসুস্থতা সত্ত্বেও কোনো কারণে এত রাতে বিছানা ছেড়ে উঠে আসতে বাধ্য হয়েছে আর্বাসেস? কী সে কারণ?

সারাটা দিন অস্থিরতায় কাটিয়েছে আর্বাসেস। জুলিয়া পরিকল্পনা মতো দুপুরের ভোজ সভায় গ্লকাসকে ওষুধ খাওয়াতে পারলো কিনা কে জানে?

সন্ধ্যা নাগাদ অস্থিরতা চরমে পৌঁছুলো। আর সহ্য করতে না পেরে আলখাল্লাটা গায়ে চাপিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো আর্বাসেস। ধীর পায়ে (প্রধানত দুর্বলতার কারণে) এগিয়ে চললো ডাওমেডের বাড়ির দিকে।

পথের পাশের প্রাচীন এক ভাঙা মন্দিরের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ সে খেয়াল করলো, একটা ঝোপের কাছে দাঁড়িয়ে আছে

www.boirboi.net

এক তরুণ। চাঁদের আলোয় তরুণকে চিনতে অসুবিধা হলো না আর্বাসেসের। মন্দিরের ভেতর থেকে ক্যালেনাস যেমন অবাক হয়েছে আর্বাসেসকে দেখে আর্বাসেসও তেমনি অবাক হলো এপি-সাইসডেসকে দেখে। এত রাতে এ ছোকরা এখানে কী করে?

আরেকটু এগিয়ে আর্বাসেস বললো, 'আরে, এপিসাইডেস না! এই রাতে এখানে কী করছো?'

চমকে ঘুরে তাকালো এপিসাইডেস। আর্বাসেসকে দেখেই খিঁচড়ে গেল মেজাজ।

'বদমাশ ভণ্ড!' গর্জে উঠলো সে। 'কবরের দুয়ার থেকে ফিরে এসেছো তাহলে! তাই বলে ভেবো না আবার আমাকে আটকাতে পারবে ভণ্ডামির জালে। তোমার জাল কী করে কাটতে হয় আমি জানি।'

'চুপ চুপ!' নিচু কণ্ঠে বললো আর্বাসেস, 'কেউ শুনে ফেলবে। কেন—'

'শুনে ফেলবে? ফেলুক না! সারা শহরের সামনে দাঁড়িয়ে আমি বলবো তোমার ভণ্ডামির কথা।'

'এপিসাইডেস, কী বলছো বুঝেশুনে বলছো তো? বুঝতে পেরেছি, তোমার বোনের সাথে দুর্ব্যবহার করেছি বলে রেগে আছো তুমি। কিন্তু—কিন্তু সত্যি বলছি, এপিসাইডেস, ঐ ব্যাপারটার জন্যে আমি অনুতপ্ত। আসলে সেদিন যখন আয়োন আমাকে প্রত্যাখ্যান করলো, আমি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে গিয়েছিলাম। আমি ক্ষমা চাইছি তোমার কাছে, এপিসাইডেস—আমি আর্বাসেস জীবনে কখনো ক্ষমা চাইনি কারো কাছে, আজ তোমার কাছে চাইছি। না, আমি প্রায়শ্চিত্ত করবো আমার ঐ অপরাধের—আমার সাথে বিয়ে দাও

www.boiRboi.net

তোমার বোনের। চমকে উঠো না—ভেবে দেখো আমার প্রস্তাবটা। ঐ ভবঘুরে গ্রীকটার চেয়ে আমি খারাপ কোন্ দিক দিয়ে? ধন, বিদ্যা, বুদ্ধি কোন্‌টা আমার কম ওর চেয়ে? আমার হাতে তুলে দাও আয়োনকে, আমার এক মুহূর্তের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করবো আমি সারা জীবন।'

'সত্যিই তোমার সাহসের প্রশংসা না করে পারছি না, আর্বাসেস!' ভেতরে ভেতরে রাগে টগবগ করে ফুটলেও ওপরে শান্ত ভাব বজায় রাখলো এপিসাইডেস। 'আমার বোনকে বিয়ে করতে চাও! সেদিন যা ঘটেছে তারপর! অতি বাড় বেড়েছে তোমার, আর্বাসেস!'

'কেন, এপিসাইডেস, আমি খারাপ কিসে?'

'আমার চেয়ে তুমিই তা ভালো জানো, ভণ্ড বদমাশ!'

'সাবধান, এপিসাইডেস, তুমি কিন্তু বাড়াবাড়ি করে ফেলছো!'

'বাড়াবাড়ির দেখেছো কী? একটু ধৈর্য ধরে থাকো, কয়েকদিনের মধ্যেই তোমার দেবী-মন্দিরের সব গোপন রহস্য আমরা ফাঁস করে দেবো, তখন বুঝবে বাড়াবাড়ি কাকে বলে!'

চমকে উঠলো আর্বাসেস। বলে কী ছোকরা!

'আবার বলছি, এপিসাইডেস, সাবধান।' বললো সে।

'ভয় দেখাচ্ছো? তাহলে শুনে রাখো, দুশ্চরিত্র লম্পট, জাগতিক সব ভয়ের ঊর্ধ্বে উঠে গেছি আমি। আস্থা এনেছি এক ও অদ্বিতীয় সত্য ঈশ্বরে। দুনিয়ার কোনো কিছুতে আর আমার ভয় নেই!'

আবার চমকালো আর্বাসেস। এবার আগের চেয়ে তীব্রভাবে। তাহলে ব্যাপার এই! ছোকরা নাযারেন হয়েছে! আর তো একে কোনো ছলনায় বশ করা যাবে না! এরপর যদি ও আয়োনকে

www.boiRboi.net

খ্রীষ্টের ধর্মের দিকে টানে ?—না, কিছুতেই তা হতে দিতে পারে না আর্বাসেস।

'আমি দুঃখিত, এপিসাইডেস, দুনিয়ার লীলা তোমার ফুরালো,' মনে মনে বলতে বলতে আচমকা আলখাল্লার ভেতর হাত ঢুকিয়ে ছোরা বের করে আনলো সে। আত্মরক্ষার জন্যে ঘুরে ছুট লাগাতে গেল এপিসাইডেস। কিন্তু সে সুযোগ তাকে দিলো না মিশরীয়। ভয়ঙ্কর এক লাফ দিয়ে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ালো পথ আটকে। দ্রুত দুবার ছোরা চালালো এপিসাইডেসের বুকের বাঁ পাশ ঘেঁষে। হৃৎপিণ্ড এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেল তার। মাটিতে লুটিয়ে পড়লো নিঃশব্দে।

কয়েক মুহূর্ত নিরবে ওর দিকে তাকিয়ে রইলো আর্বাসেস। পরম প্রশান্তির অভিব্যক্তি তার মুখে। শত্রুকে পরাস্ত করার পর হিংস্র জন্তুর মুখে যেমন অভিব্যক্তি হয় অনেকটা তেমন। একটু পরেই সে সচেতন হলো। কেউ যদি এ অবস্থায় এখানে দেখে ফেলে, সর্বনাশ হবে! তাড়াতাড়ি ছোরাটা পথের পাশের দুর্বা আর নিহত এপি-সাইডেসের কাপড়ে মুছে লুকিয়ে ফেললো আলখাল্লার ভেতর। তারপর রওনা হলো নিজের পথে।

দু'পাও এগোয়নি, এই সময় দেখলো, একটা লোক আসছে। সে যেদিকে যাচ্ছে সেদিক থেকেই। মাতালের মতো টলছে লোকটা। চাঁদের আলোয় এপিসাইডেসকে যেমন দেখামাত্র চিনতে পেরেছিলো একেও তেমনি পারলো। বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা লাফিয়ে উঠলো আর্বাসেসের। গ্লকাস! তার প্রতিদ্বন্দ্বী এবং পরম শত্রু গ্লকাস! মাতালের মতো অসংলগ্ন স্বরে গান করতে করতে এগিয়ে আসছে। ডাইনীর ওষুধ তাহলে কাজ করেছে! গ্লকাস সত্যিই উন্মাদ হয়ে

www.boiRboi.net

গেছে! দ্রুত একটা ঝোপের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালো আর্বাসেস। পাগল গ্লকাসের অবশ্য কোনো দিকে দৃষ্টি থাকার কথা নয়, তবু সাবধান হওয়া ভালো। এপিসাইডেসের মৃতদেহ হয়তো ওর চোখে পড়বে।

সত্যিই চোখে পড়লো গ্লকাসের। দাঁড়িয়ে গিয়ে অবাক চোখে দেখতে লাগলো লাশটা, যেন বুঝতে চাইছে, আসলে কী ওটা। তারপর বলে উঠলো:

'কী হে, এনডিমিয়ন, এত ঘুম কেন? চাঁদ তোমাকে কী বলেছিলো? তোমাকে দেখে হিংসে হচ্ছে আমার। ওঠো, ওঠো, আর ঘুমিও না,'—ঝুঁকে মৃত দেহটা ওঠানোর চেষ্টা করলো সে দু'হাতে।

এই সময় আলোর ঝলকানির মতো একটা বুদ্ধি খেলে গেল আর্বাসেসের মাথায়। ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে ছুটে গেল সে গ্লকাসের দিকে। পেছন থেকে প্রচণ্ড এক আঘাত হেনে শুইয়ে ফেললো এপিসাইডেসের দেহের ওপর। তারপরই তারস্বরে চিৎকার: 'কে কোথায় আছো, নাগরিকরা, এসো তাড়াতাড়ি! খুন! খুন! তাড়াতাড়ি এসো, পালালো খুনী!'

ঝুঁকে গ্লকাসের দেহটা একবার পরীক্ষা করলো আর্বাসেস। জ্ঞান হারিয়েছে। নিশ্চিন্ত হয়ে আবার চিৎকার শুরু করলো সে। সেই সাথে হাতে চললো কাজ। গ্লকাসের কোমর থেকে ছোরা টেনে নিয়ে তাতে এপিসাইডেসের রক্ত মাখিয়ে ফেলে রাখলো মৃতদেহের পাশে।

কিছুক্ষণের ভেতর বেশ কিছু মানুষ জড় হলো জায়গাটায়। কয়েক জনের হাতে মশাল।

'ধরো খুনীটাকে,' ব্যস্ত ভঙ্গিতে বললো আর্বাসেস। 'খেয়াল রেখো, পালায় না যেন।'

www.boiRboi.net

এপিসাইডেসের ওপর থেকে তুলে আনলো তারা অচেতন গ্লকাসকে। চমকে উঠলো সবাই। নিহত এবং খুনী দু'জনকেই ওরা চেনে।

'গ্লকাস খুন করেছে দেবী আইসিসের পুরোহিত এপিসাইডেসকে!' সবিস্ময়ে উচ্চারণ করলো কয়েকজন। 'এ কি সম্ভব?'

'আমার বিশ্বাস হয় না,' কে একজন বললো। 'ঐ মিশরীয়টাই খুন করেনি তো?'

ইতিমধ্যে একজন সেনচুরিয়ন (রোমান সেনাবাহিনীর একশো সৈন্যের দলনেতা) পৌঁছে গেছে সেখানে। জনতার ভীড় ঠেলে সে সামনে এগোলো।

'খুন! খুনী কই?' কর্তৃত্বের সুরে বললো সেনচুরিয়ন।

গ্লকাসের দিকে ইশারা করলো জনতা।

'ও! আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে! কে অভিযোগ আনছে ওর বিরুদ্ধে?'

'আমি,' এগিয়ে এসে বললো আর্বাসেস। 'আমার চোখের সামনে ঘটেছে ঘটনাটা!'

আর্বাসেসের দামী, রত্নখচিত পোশাক আশাক দেখে একটু থমকালো সেনচুরিয়ন।

'মাফ করবেন—আপনার নামটা জানতে পারি?' জিজ্ঞেস করলো সে।

'আর্বাসেস। পম্পেই-এর অনেকেই চেনে আমাকে। এ পথে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ দূর থেকে খেয়াল করলাম ওখানে দাঁড়িয়ে উত্তপ্ত-স্বরে কী যেন বলছে গ্রীক লোকটা ঐ পুরোহিতকে। ওদের কথা-বার্তা আমি বিশেষ বুঝতে পারিনি। তবে খুনীর ভাবভঙ্গি দেখে

মনে হচ্ছিলো, ও হয় মাতাল নয় তো পাগল। কথা বলতে বলতেই আচমকা ছোরা বের করলো গ্রীকটা। অবস্থা সুবিধার নয় বুঝে আমি ছুটলাম ওকে থামানোর জন্যে। কিন্তু কাছে পৌঁছানোর আগেই ও আঘাত করে বসেছে পুরোহিতকে। পর পর দু'বার। আমি যখন পৌঁছুলাম তখন হিক্কা উঠছে পুরোহিতের। কোনো দিকে না তাকিয়ে খুনীকে আমি এক ঘুসিতে মাটিতে ফেলে দিয়ে চিৎকার করে ডাকতে থাকি লোকদের। সেই থেকে ও ঐ একভাবে পড়ে আছে। নেশায় বুঁদ হয়ে আছে বলেই বোধহয় উঠতে পারছে না।'

'এই তো চোখ মেলেছে—ঠোঁট নড়ছে,' বলে সেনচুরিয়ন এগিয়ে গেল গ্লকাসের কাছে। 'এই, ছোকরা, খুনের দায়ে তোমাকে বন্দী করা হয়েছে। কিছু বলার আছে তোমার?'

'খুনের দায়ে—হা-হা-হা! খুশি মনেই করেছি কাজটা। বুড়ি ডাইনী যখন তার সাপ লেলিয়ে দিলো, তখন আর কী করার ছিলো আমার? কিন্তু আমি অসুস্থ—আমি জ্ঞান হারাচ্ছি—বুড়ির সাপ আমাকে ছোবল মেরেছে। আমাকে বিছানায় নিয়ে চলো। বুড়ো বৈদ্য এস্কালাপিয়াসকে ডেকে আনো! তাকে বোলো আমি গ্রীক। ওহ, বাঁচাও—বাঁচাও—জ্বলে গেলাম, পুড়ে গেলাম!'

ভয়ানক এক আর্তনাদ করে আবার মাটিতে পড়ে গেল গ্লকাস।

'প্রলাপ বকছে,' বললো সেনচুরিয়ন। 'মনে হয় ঘোরের মধ্যেই ও খুন করে বসেছে পুরোহিতকে। তোমরা কেউ আজ ওকে অন্য কোথাও দেখেছো?'

'আমি দেখেছি,' একজন বললো, 'সকালে। আমার দোকানের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলো। তখন তো ওকে সুস্থই মনে হয়েছিলো।'

'আমি দেখেছি আধ ঘণ্টা আগে,' বললো আরেকজন। 'এই

www.boiRboi.net

মিশরীয় ভদ্রলোক যেমন বললেন, মাতালের মতোই মনে হচ্ছিলো তখন। টলতে টলতে চলছিলো রাজপথ দিয়ে, প্রলাপ বকছিলো বিড়বিড় করে, অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গি করছিলো।'

'দুঃখজনক ব্যাপার!' মন্তব্য করলো সেনচুরিয়ন। 'ধনী লোক, তার ওপর এত কম বয়েস। কিন্তু উপায় কী?—অপরাধটা গুরুতর। আইসিসের একজন পুরোহিতকে হত্যা করেছে, ওকে প্রিটরের কাছে না পাঠিয়ে উপায় নেই।'

'এরকম বদ লোক যে দেশে আছে সেখানে ভূমিকম্প হবে না তো কী হবে?' রুক্ষস্বরে মন্তব্য করলো জনতার একজন।

'যাও, যাও, কারাগারে নিয়ে যাও!' সমস্বরে বলে উঠলো জনতা।

'যা-ই হোক, সিংহের খোরাক তো একটা পাওয়া গেল,' নারী-কণ্ঠের একটা মন্তব্য শোনা গেল।

এ হলো সেই মেয়েটি যে মেডনকে সেদিন তোষামোদ করছিলো তার ছেলেকে বাঘের সঙ্গে লড়তে পাঠানোর জন্যে।

'ঠিক, ঠিক, অ্যাম্ফিথিয়েটারে এবার খেলা জমবে ভালো,' অনেক ক'জন একসাথে বলে উঠলো।

সেনচুরিয়নের নির্দেশে গ্লকাসকে টানতে টানতে প্রিটরের কাছে নিয়ে চললো জনতা। এপিসাইডেসের মৃতদেহ সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা শুরু হলো।

আর্বাসেস বললো, 'কেউ একজন গিয়ে একটা পালকি নিয়ে এসো। দেবী আইসিসের পুরোহিতকে যেমন তেমন ভাবে নেয়া চলবে না।'

জনতার ভেতর থেকে আইসিস ভক্তদের একজন ছুটলো পালকি আনতে।

www.boirboi.net

ঠিক এই সময় অলিনথাস পৌঁছুলো সেখানে। এক পলক দেখেই বুঝে নিলো যা বোঝার। আর্বাসেসের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো সে।

'কে করেছে এ খুন?' চিৎকার করলো অলিনথাস। 'নিশ্চয়ই তুমি। কোনো সন্দেহ নেই।'

আকাশ থেকে পড়লো আর্বাসেস। 'আমি! আমি কেন খুন করবো আমার দেবীর পুরোহিতকে? তোমার মাথা ঠিক আছে তো, নাযারেন? নাকি ঐ খুনীর মতো তুমিও উন্মাদ হয়ে গেছ?'

আর্বাসেসের সমর্থনে হৈ-হৈ করে উঠলো কয়েকজন।

অলিনথাস বললো, 'ভাইসব, আপনারা শান্ত হোন।' গম্ভীর ওর কণ্ঠস্বর। 'আমার কথা শুনুন। আইসিসের এই নিহত পুরোহিত ক'দিন আগে মহান যীশুখ্রীষ্টের আদর্শে আস্থা এনে খ্রীষ্টান হয়েছিলো। আইসিস-পূজার ভণ্ডামি, অন্তঃসারশূন্যতা ও প্রকাশ করেছিলো আমার কাছে। খুব শিগগিরই আপনাদের সামনেও প্রকাশ করতো। তাতে করে এদেশ থেকে চিরতরে উৎপাটিত হতো আইসিসের পূজা, ফলে এদেশে আর্বাসেসের যে প্রভাব প্রতিপত্তি তা নির্মূল হতো। সেই আক্রোশে এই মিশরীয় খুন করেছে ওকে।'

'শুনলেন আপনারা!' হতাশকণ্ঠে বললো আর্বাসেস। 'জিজ্ঞেস করুন তো এই বদমাশ কোনো দেবদেবীকে বিশ্বাস করে কিনা।'

'আমি বিশ্বাস করবো ঐসব শক্তিহীন মাটির পুতুলকে!' দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিলো অলিনথাস।

ভয়ের একটা গুঞ্জন উঠলো জনতার ভেতর। শিউরে উঠলো কেউ কেউ। বলে কী এ!—কোনো দেব-দেবী মানে না! খ্রীষ্টকে মানতে হয় মানো, তাই বলে আর কোনো দেব-দেবীকে ভক্তি করবে না, এ কেমন কথা!

www.boirboi.net

সেনচুরিয়ন এগিয়ে এলো। অলিনথাসকে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি দাবি করছো আইসিসের এই পুরোহিত নাযারেন, মানে খ্রীষ্টানদের ধর্মে আস্থা এনেছিলো।'

'হ্যাঁ।'

'ঐ যে ওখানে সিবেল-এর মূর্তি আছে, ওটা ছুঁয়ে বলো।'

'হা! সিবেলকে আমি বিশ্বাসই করি না, তো ওকে ছুঁয়ে বলতে যাবো কেন?'

'এ তো নাস্তিক! ধরো ওকে! মারো!' হৈ-চৈ করে উঠলো জনতা।

'বাঘের মুখে দাও!' নারী কণ্ঠের একটা চিৎকার শোনা গেল। 'সিংহের জন্যে একটা পাওয়া গেছে, এটাকে বাঘের মুখে দাও!'

'ঠিক ঠিক! সিংহের জন্যে একটাকে পেয়েছি, এটাকে বাঘের মুখে দিতে হবে!' জনতা চিৎকার করলো।

'আগে ওর বিচার হবে,' জনতাকে শান্ত করে বললো সেনচুরিয়ন। 'বিচারক যদি বলেন বাঘের মুখে দিতে তাহলে তা-ই দেয়া হবে। ঐ খুনীটার সাথে একেও প্রিটরের কাছে নিয়ে চলো!'

www.boiRboi.net

আঠারো

হৈ-চৈ পড়ে গেছে সারা পম্পেই-এ। দীর্ঘদিন পর একজন মানুষকে খুনের দায়ে অভিযুক্ত করা হয়েছে। অবস্থা দেখে যতখানি অনুমান করা যাচ্ছে, অ্যাম্ফিথিয়েটারের লড়াইয়ের দিন সিংহ বা বাঘের মুখেই ওকে নিক্ষেপ করা হবে। বিচারকরা দয়া দেখাতে চাইলেও নগর-বাসীদের চাপে তা পারবেন বলে মনে হয় না। গ্লকাস বিজাতীয় গ্রীক বলেই আরো পারবেন না। ও যদি রোমান হতো, নগরবাসীরা হয়তো বিবেচনা করে দেখতো ওকে ক্ষমা করা যায় কিনা। জন্তু আর মানুষের লড়াই দেখবার সুযোগ যখন একটা পাওয়া গেছে কিছুতেই তা তারা হারাতে রাজি নয় বিজাতীয় একজনকে দয়া দেখিয়ে।

গ্লকাস অভিযুক্ত হওয়ায় ভীষণ মনমরা হয়ে পড়েছে ক্লোডিয়াস। গ্ল্যাডিয়েটরদের ওপর ওর যত বাজি সব ধরেছিলো গ্লকাসের সঙ্গে। এখন যদি গ্লকাসকে গ্ল্যাডিয়েটরদেরই একজন ক'রে অ্যারেনায় ঢুকিয়ে দেয়া হয়, ওর বাজি টিকবে কী করে? এ বছরটা লোকসানি-তেই যাবে মনে হচ্ছে।

গ্লকাস গ্রেফতার হওয়ার পরদিন সন্ধ্যায় বিষণ্ণ মনে পথ চলছে ক্লোডিয়াস। হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন ডাকলো ওর নাম ধরে।

www.boiRboi.net

ঘাড় ফেরাতে দেখলো মিশরীয় আর্বাসেসকে।

'কেমন আছেন, ক্লোডিয়াস ?' বললো আর্বাসেস। 'আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত, স্যালাস্ট-এর বাড়িটা কোথায় আমাকে বলবেন একটু ?'

'এই তো সামনে। ঐ বাড়িটা,' হাতের ইশারায় দেখালো ক্লোডিয়াস। 'কিন্তু এখন কি ও আপনাকে বাড়ি ঢুকতে দেবে ? ওর যা মনের অবস্থা!'

'ঠিক জানি না, দেখি চেষ্টা করে। ভালো কথা, খুনী গ্লকাস তো ওর বাড়িতেই আছে, তাই না ?'

'হ্যাঁ। পেটুক হলেও স্যালাস্ট লোকটা ভালো। ওর বিশ্বাস গ্লকাস নিরপরাধ। সকালে ও প্রিটরের কাছে গিয়ে নিজে জামিন হয়ে কারগার থেকে বের করে এনেছে গ্লকাসকে। যতদিন বিচার না হবে ততদিন ওর বাড়িতেই থাকবে সে। কিন্তু গ্লকাসের কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন আপনি ?'

'কেন আবার, ওকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে হবে না ? আমি ওর সাথে কথা বলতে চাই। শুনলাম নাকি জ্ঞান ফিরে আসতে শুরু করেছে ওর ?'

'আপনি সত্যিই মহৎ, আর্বাসেস!'

'এর ভেতর মহত্তের কী আছে ? এ তো আমার কর্তব্য। যাই, দেখি ওর সাথে দেখা করতে দেয় কিনা স্যালাস্ট।'

'চলুন, আমি পৌঁছে দিচ্ছি আপনাকে।' বললো ক্লোডিয়াস। কিছুদূর এগোনোর পর জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা, সেই মেয়েটার খবর কী ?—মানে নিহত পুরোহিতের বোন আয়োনের কথা বলছি।'

'বেশি ভালো না। কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না গ্লকাস খুন

www.boiRboi.net

করেছে ওর ভাইকে। পাগলের মতো হয়ে গেছে বেচারি।'

'সত্যি, খুবই দুর্ভাগ্যজনক। একমাত্র ভাই মারা গেল প্রেমিকের হাতে, প্রেমিক হয়ে গেল পাগল ; মেয়েটা এখন বাঁচবে কী করে?'

'হ্যাঁ, আমিও ভেবেছি ব্যাপারটা নিয়ে। আমি ওর আইনানুগ অভিভাবক, প্রিটরের কাছে আবেদন করেছিলাম এপিসাইডেসের শেষকৃত্য হয়ে যাওয়ার পর ওকে যেন আমার বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেন। যতদিন না মন একটু ভালো হচ্ছে ততদিন আমার ওখানে থাকবে।'

'পেয়েছেন অনুমতি?'

'হ্যাঁ।'

'যাক, স্বস্তি পেলাম শুনে। এই যে, এটাই স্যালাস্টের বাড়ি।'

'আচ্ছা! তাহলে যাই আমি। আপনাকে কষ্ট দিলাম—'

'না, না কষ্ট কী। শত হোক গ্লকাস আমার বন্ধু, তার উপকারের জন্যে আপনি এসেছেন।'

উপকার না ঘণ্ট! আর্বাসেস এসেছে গ্লকাসকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নিতে যে, সে সত্যিই খুন করেছে এপিসাইডেসকে। লিখিত স্বীকারোক্তি নিয়ে প্রথমেই আয়োনের কাছে যাবে সে। গ্লকাস যে হত্যাকারী আয়োন কিছুতেই তা বিশ্বাস করতে পারছে না। কিন্তু গ্লকাস নিজে যদি স্বীকার করে তাহলে ও বিশ্বাস করতে বাধ্য হবে। এবং নিঃসন্দেহে ভ্রাতৃহন্তাকে কখনোই বিয়ে করবে না। ফলে কিছু-দিন বাদে তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে বিয়ে করতে পারবে আর্বাসেস।

আর্বাসেস এগিয়ে গেল স্যালাস্টের সদর দরজার দিকে। কয়েক পা এগোতেই দেখলো, দরজার সামনে মুখ গুঁজে পড়ে আছে ক্ষীণ একটা নারীদেহ।

www.boiRboi.net

'কে রে, পথ জুড়ে আছিস ?' মেয়েটার গায়ে পা দিয়ে খোঁচা মেরে আর্বাসেস বললো, 'সর, আমাকে যেতে দে।'

'কে ?' মাথাটা সামান্য তুলে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করলো মেয়েটা। 'গলা শুনে মনে হচ্ছে চিনি !'

'ও, সেই কানা ছুঁড়ি ! এত রাতে এখানে কী করছিস ? যা, যা, বাড়ি যা !'

'হ্যাঁ, চিনেছি আপনাকে ! আপনি মিশরীয় আর্বাসেস !' হঠাৎ কী হলো, দু'হাতে আর্বাসেসের পা জড়িয়ে ধরলো নিডিয়া। হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠে বললো, 'আপনি অনেক ক্ষমতা রাখেন—বাঁচান আমার প্রভুকে। আপনার অলৌকিক ক্ষমতা দিয়ে একমাত্র আপনিই পারেন ওঁকে বাঁচাতে। বিশ্বাস করুন, ওঁর কোনো দোষ নেই—সব দোষ আমার। আমার জন্যেই আজ আমার মালিকের এই অবস্থা। ঐ ভয়ানক বশীকরণের পাল্টা ওষুধ নিশ্চয়ই আপনি জানেন ! দয়া করুন, আর্বাসেস, ভালো করে তুলুন গ্লকাসকে। আমি যে একটু ওঁর সেবা করবো, সে উপায় নেই। সকাল থেকে বসে আছি, বাড়ির দারোয়ানরা একবারও ঢুকতে দিলো না আমাকে। ঢুকতে গেলেই দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি দেখছি কি করা যায়,' বলে আর্বা-সেস নিডিয়ার হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। সজোরে করাঘাত করলো কপাটে।

একটু পরেই খুলে গেল দরজা। এক দাস প্রশ্নবোধক চোখে তাকালো মিশরীয়র দিকে।

'আমি আর্বাসেস। জরুরি একটা কাজ আছে স্যালাস্ট-এর সাথে। আমি প্রিটরের কাছ থেকে আসছি।'

www.boiRboi.net

অনিচ্ছা সত্ত্বেও দরজার মুখ থেকে সরে দাঁড়ালো দাস। আর্বাসেস ভেতরে ঢুকলো। অমনি নিডিয়াও লাফ দিয়ে এগিয়ে এলো। ব্যাকুল কণ্ঠে বললো, 'কেমন আছেন উনি ?'

'পাগলী ছুঁড়ি! এখনো আছিস! যা, যা, পালা।'

'না, আমাকে ঢুকতে দাও। অন্তত বলো উনি কেমন আছেন।'

'ঢুকতে দেবো তোকে! যা, ভাগ! ভালোই আছে তোর প্রভু।'

বন্ধ হয়ে গেল দরজা। গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিডিয়া আবার গিয়ে বসলো ঠাণ্ডা পাথরের ওপর।

দাস আর্বাসেসকে সোজা নিয়ে গেল স্যালাস্টের কাছে। স্যালাস্ট তখন খেতে বসেছে। আর্বাসেসকে দেখে বললো, 'কী ব্যাপার, আর্বাসেস, এত রাতে ?—এসো, খাও আমার সাথে।'

'না, স্যালাস্ট, আমি খেতে আসিনি,' বললো আর্বাসেস, 'এসেছি প্রয়োজনে। তোমার বন্ধুর অবস্থা কী ? শুনলাম নাকি জ্ঞান ফিরে এসেছে ?'

'হ্যাঁ। কিন্তু এখনো বড় দুর্বল। গুছিয়ে কিছু ভাবতে পারছে না।'

'কেন এমন হলো, কিছু বলতে পারছে না ?'

'না, ওর কোনো ধারণাই নেই, কেন এমন হয়েছে। এপিসাই-ডেসকে খুন করেছে ও বিশ্বাস করতে পারছে না।'

'হুঁ!' কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলো আর্বাসেস। তারপর বললো, 'স্যালাস্ট, আমি দেখা করতে চাই তোমার বন্ধুর সাথে। ওর মুখ থেকে সব শুনে দেখি ওকে বাঁচানো যায় কিনা। শুনেছো তো, কালই বিচারের দিন ঠিক হয়েছে ?'

'হ্যাঁ, শুনেছি। বেচারা গ্লকাস কিছু খাচ্ছে না!'

ভোজনরসিক স্যালাস্টের কাছে এটাই সবচেয়ে মর্মান্তিক মনে

www.boiRboi.net

হচ্ছে, গ্রকাস খাচ্ছে না।

'রাত হয়ে যাচ্ছে, স্যালাস্ট,' আর্বাসেস বললো। 'তোমার বন্ধুর কাছে নিয়ে যাবে না আমাকে?'

'হ্যাঁ, চলো।'

গ্রকাসকে যে কামরায় রাখা হয়েছে সেখানে আর্বাসেসকে নিয়ে গেল স্যালাস্ট। ওর দিকে তাকিয়ে মিশরীয় বললো, 'আমি একা কথা বলতে চাই।'

মাথা ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল স্যালাস্ট।

গ্রকাসের বিছানার পাশে গিয়ে বসলো আর্বাসেস। একটা মাত্র প্রদীপ জ্বলছে ঘরে। তার মৃদু আলো পড়েছে গ্রকাসের মুখের ওপর। মৃত্যুর মতো ফ্যাকাসে মুখটা। পরম শত্রু ভণ্ড আর্বাসেসের মনেও একটু যেন করুণা জাগলো দেখে। মাত্র একদিনে কেমন বদলে গেছে ছোকরার চেহারা! কোথায় সেই উজ্জ্বল স্বাস্থ্য!—সেই যৌবনের তেজ!—চোখের কোণের চঞ্চল আলো!—কোথায় সেই জীবনীশক্তি!

চুপ করে কিছুক্ষণ ওকে দেখলো আর্বাসেস। তারপর ডাকলো, 'গ্রকাস!'

চোখ মেললো গ্রকাস। আর্বাসেসকে দেখেই শঙ্কিত হয়ে উঠে বসতে গেল।

'না, উঠো না তুমি,' বললো আর্বাসেস। 'গ্রকাস, আমরা একে অন্যের শত্রু ছিলাম। তবু আমি এসেছি। একা! কারণ—কারণ আমি তোমাকে বাঁচাতে চাই, তোমার বন্ধু হতে চাই।'

বিস্ময়ে কিছুক্ষণ কথা সরলো না গ্রকাসের মুখে।

'আমি কি এখনো স্বপ্নের রাজ্যে রয়েছি?' অবশেষে উচ্চারণ

www.boiRboi.net

করলো সে।

'না, গ্লকাস, তুমি জেগেই আছো। এবং তোমার সামনে এমন একজনকে দেখছো যে এসেছে তোমার প্রাণ বাঁচাতে। তুমি কি করেছো আমি জানি, কেন করেছো তা-ও জানি, কিন্তু তুমি জানো না। তুমি খুন করেছো এটা সত্যি—উঁহুঁ, ভুরু কুঁচকিও না, আমি নিজ চোখে দেখেছি তোমাকে এপিসাইডেসের বুকে ছুরি মারতে। তবু—তবু আমি তোমাকে বাঁচাতে পারি—আমি বিচারকের সামনে প্রমাণ করে দেবো যখন ঐ কাণ্ডটা ঘটাও তখন তোমার স্মৃতিবিভ্রম ঘটেছিলো। তবে, বাঁচতে হলে তোমাকে তোমার অপরাধ স্বীকার করতে হবে। এই যে, এই প্যাপিরাসে আমি স্বীকারোক্তি লিখে এনেছি; এতে সই করলেই আশা করি তুমি এড়াতে পারবে কঠিন শাস্তি। জানো তো, নরহত্যার শাস্তি কী এদেশে?'

'না, আমি সই করবো না! স্মৃতিবিভ্রম বলো আর যা-ই বলো, আমার স্পষ্ট মনে আছে আমি রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেছি এপিসাইডেসকে। আমি ওখানে পৌঁছানোর আগেই ওকে খুন করা হয়েছে!'

'ভালো ক'রে ভেবে দেখ, গ্লকাস, তোমার অপরাধ নিঃসংশয়ে প্রমাণ হয়েছে। তোমার ছোরা রক্তমাখা অবস্থায় পাওয়া গেছে এপিসাইডেসের মৃত দেহের পাশে। এখন বাঁচার একটাই উপায় আছে তোমার সামনে, বিচারকের কাছে বলতে হবে, যা করেছো উন্মত্ত অবস্থায় করেছো। কি বলবে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি শোনো: তুমি ঐ পুরোহিতের সাথে হাঁটতে হাঁটতে জানিয়েছিলে ওর বোনকে তুমি বিয়ে করতে চাও। আইসিসের পুরোহিত হলেও মনে মনে এপিসাইডেস নাযারেন—আমি সত্যি কথা বলছি কিনা এ শহরের

www.boiRboi.net

অন্যান্য নাযারেনদের তুমি জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো। যা হোক, তুমি ওর বোনকে বিয়ে করতে চাও শুনে ও বললো, তুমি যদি নাযা-রেন হও ও কোনো আপত্তি করবে না। কিন্তু তুমি রাজি হলে না নিজের ধর্ম ছাড়তে। তখন ও শপথ করে বসলো, প্রাণ থাকতে আয়োনকে বিয়ে দেবে না তোমার সাথে। এতে তুমি ভীষণ রেগে গেলে এবং হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে কোমর থেকে ছোরা বের করে আঘাত করে বসলে ওকে। এই প্যাপিরাসে আমি এ কথাই লিখে এনেছি, পড়ে দেখ।'

'কিন্তু এ তো মিথ্যা!'

'হলোই বা মিথ্যা, গ্লকাস! প্রাণ বাঁচানোর জন্যে এটুকু মিথ্যা-চারে দোষ আছে বলে তো আমার মনে হয় না।'

'দূর হও, শয়তান! আমি কখনোই স্বীকার করবো না আমি আয়োনের ভাইকে খুন করেছি—হাজারবার যদি প্রাণদণ্ড হয় তবু না!'

'সাবধান, গ্লকাস,' নিচু অথচ হিসহিসে গলায় বললো আর্বাসেস, 'তোমার সামনে দুটো মাত্র পথ খোলা আছে, যে কোনো একটা বেছে নিতে হবে—অপরাধ স্বীকার করে নেবে নয়তো অ্যাম্ফিথিয়ে-টারে সিংহের মুখে যাবে। আমি কথা দিচ্ছি, অপরাধ স্বীকার করলে আর যা-ই হোক প্রাণদণ্ড হবে না তোমার।'

'দূর হও, শয়তান!' আবার চিৎকার করলো গ্লকাস। 'আমি জানি না, সত্যিই আমি খুন করেছি কিনা। যদি করে থাকি, বিচারে আমার যা দণ্ড হয়, মাথা পেতে নেবো। প্রাণ বাঁচানোর জন্যে মিথ্যে কথা কিছুতেই বলবো না!'

'তাহলে তৈরি হও! সিংহের দাঁতে ধার কেমন পরীক্ষা করে

www.boiRboi.net

দেখবে।'

'দেখবো, তাতে তোর কী! দূর হয়ে যা আমার সামনে থেকে, বদমাশ নরকের কীট!'

'বেশ আমি যাচ্ছি। আরো দু'বার আমাদের দেখা হবে—একবার বিচারের সময় আরেকবার তোমার মৃত্যুর সময়। বিদায়!'

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো আর্বাসেস। ঢোলা আলখাল্লা সামলে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। মুহূর্তের জন্যে দাঁড়ালো স্যালাস্টের সামনে। কণ্ঠস্বরে হতাশা মিশিয়ে বললো, 'নাহ্‌, কে বললো জ্ঞান ফিরে এসেছে? এখনো প্রলাপ বকছে। কোনো আশা নেই ওর।'

'না, না, ওকথা বোলো না, আর্বাসেস। তুমি চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই বাঁচাতে পারবে গ্লকাসকে!'

'দেখি কদ্দূর কী করতে পারি।'

পথে নেমে এলো আর্বাসেস। আবার ছুটে এসে তাকে ধরলো নিডিয়া।

'কী বুঝলেন?—পারবেন ওঁকে বাঁচাতে?'

'আমি তো সে চেষ্টাতেই এসেছিলাম। কিন্তু ও যদি আমার কথা না শোনে—'

'না, না, ওঁর কথা ধরবেন না,' বাধা দিয়ে বললো নিডিয়া। 'ওঁর কি এখন হুঁশ আছে? সেই বিষ-ওষুধের ক্রিয়া এখনও জ্ঞানবুদ্ধি আচ্ছন্ন করে রেখেছে। আপনি যদি প্রিটরকে এ কথা বুঝিয়ে বলেন, আমার মনে হয় উনি ছাড়া পেয়ে যাবেন। প্রয়োজন হলে আমি সাক্ষী দেবো। আমি তো সব কথা জানি। সেই ওষুধ খাওয়ার পরই—'

মনে মনে শঙ্কিত হলো আর্বাসেস। কানা ছুঁড়ি যদি সব প্রকাশ

www.boiRboi.net

করে দেয়, নির্ঘাৎ জুলিয়া ধরা পড়বে; এবং কান টানলে যেমন মাথা আসে তেমন জুলিয়া ধরা পড়লে আর্বাসেসও রেহাই পাবে না। তাড়াতাড়ি ও নিডিয়াকে থামিয়ে দিয়ে বললো, 'এখানে না! এসব কথা কেউ শুনে ফেললে বিপদ হতে পারে। আমার বাড়িতে চলো। সব আগে শুনি তোমার কাছে, তারপর ভালো করে ভেবেচিন্তে দেখি কী করা যায়।'

'সত্যি বলছেন, আপনি করবেন ওঁর জন্যে?'

জবাব দিলো না আর্বাসেস। মনে মনে বললো, 'এক্ষুণি আটকাতে হবে ছুঁড়িকে। নইলে বিপদে ফেলে দেবে।'

নিডিয়া আর্বাসেসের মনের কথা জানলো না, কোনো সন্দেহও করলো না, লাঠি ঠুকে ঠুকে চলতে লাগলো তার পেছন পেছন।

বাড়িতে গিয়ে আর্বাসেস শুনলো সব কাহিনী। ওষুধটা গ্লকাস নিডিয়ার হাত থেকে খেয়েছে, জুলিয়ার নয়। কাজেই এ ব্যাপারে নিডিয়ার সাক্ষ্য যথেষ্ট মূল্যবান বলে বিবেচিত হবে। ও যদি প্রিটরের কাছে গিয়ে বলে যে ওষুধে চুমুক দেয়ার পরপরই গ্লকাস পাগলের মতো প্রলাপ বকতে বকতে ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে গিয়েছিলো, তাহলে খুনের দায় থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে গ্লকাস। পাগলকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার নিয়ম নেই রোমান আইনে।

সবচেয়ে বড় কথা—ঘটনা যদি এদিকে মোড় নেয় তাহলে আয়োনের চোখে গ্লকাস সম্পূর্ণ নির্দোষ প্রতিপন্ন হবে। এমনিতেই ওকে সে দোষী বলে মনে করে না। তার ওপর যদি নিডিয়ার এই কথা শোনে নিঃসন্দেহে গ্লকাসের প্রতি ওর ভালোবাসা দ্বিগুণ হয়ে যাবে। ফলে তাকে বিয়ে করার আশা চিরদিনের জন্যেই ছাড়তে হবে

www.boiRboi.net

আর্বাসেসকে।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো সে, কাউকে কিছু বলার কোনো সুযোগ দেবে না নিডিয়াকে।

'মা,' আর্বাসেস বললো, 'গ্লকাসকে বাঁচাতে তোমার সাক্ষ্য খুবই কাজে লাগবে। আজ রাতে এখানে থাকো তুমি। কাল সকালে আমরা দু'জন একসাথে প্রিটরের কাছে যাবো।' বলে জবাবের জন্যে অপেক্ষা না করে আর্বাসেস বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দিলো দরজায়।

উনিশ

পরদিন ভোরে যথাযোগ্য মর্যাদা ও আনুষ্ঠানিকতার সাথে শেষকৃত্য সম্পন্ন হলো এপিসাইডেসের। শেষকৃত্য অনুষ্ঠান শেষে সঙ্গী দাসী-দের সাথে বাড়ির পথে রওনা হলো আয়োন।

ভাইয়ের প্রতি শেষ কর্তব্য সমাপন হতেই ওর সমস্ত চেতনায় জেগে উঠলো প্রেমিক আর তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ। এখন পর্যন্ত আয়োনের ভুলেও মনে হয়নি, মদের নেশায় চুর হয়ে গ্লকাস খুন করেছে এপিসাইডেসকে। আর্বাসেস খুনের সময় যখন ধারে কাছেই ছিলো—তাছাড়া অভিযুক্ত করেছে গ্লকাসকে—তখন, আয়োনের ধারণা, খুনটা সে-ই করেছে। আর্বাসেসের অসাধ্য কোনো

www.boiRboi.net

কাজ নেই তা জানে আয়োন। এপিসাইডেসের ওপর তার রাগের কারণও স্পষ্ট! ও আর গ্লকাস—এই দু'জনেই সেদিন ওকে রক্ষা করেছিলো আর্বাসেসের কবল থেকে।

দাসীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে ও জানলো, কারাগারে না হলেও বন্দী গ্লকাস স্যালাস্টের বাড়িতে, ভয়ানক অসুস্থ সে, এদিকে বিচারের দিন ঠিক হয়ে গেছে।

'ওহ, দয়াময় দেবতারা!' মনে মনে বললো ও, 'এত অধঃপতন হয়েছে আমার! আমি যেন ভুলে গেছি ওকে! আমার গ্লকাস—আমার গ্লকাস অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে, আর আমি একবারও দেখতে যাইনি! ছি! তুমি নিরপরাধ তা আমি জানি, গ্লকাস,' মনে মনে আউড়ে চলেছে আয়োন। 'বিচারকদের আমি বলবো এ কথা। যদি ওঁরা আমাকে বিশ্বাস না করেন, যদি তোমাকে প্রাণদণ্ড বা নির্বাসন দেন, আমিও তোমার সাথে সাথে ভোগ করবো দণ্ড!'

নিজের অজান্তেই হাঁটার গতি দ্রুত হয়ে উঠলো ওর। কোথায় যাচ্ছে তা বোধ হয় নিজেও জানে না। একবার ভাবছে আগে প্রিটরের কাছে যাবে; পর মুহূর্তে ভাবছে, না সোজা স্যালাস্টের বাড়িতে গিয়ে গ্লকাসের সাথে দেখা করবে।

নগর তোরণ পেরিয়ে শহরের রাস্তায় উঠলো আয়োন। বাড়িঘরের জানালা দরজা খুলেছে, তবে রাস্তায় লোক চলাচল এখনও তেমন শুরু হয়নি। হঠাৎ ওর চোখ গেল পথের পাশে নামিয়ে রাখা একটা ঘেরাটোপা পালকির দিকে। কয়েক জন লোক—সম্ভবত বেহারা—দাঁড়িয়ে আছে পাশে। ওদের মাঝখান থেকে দীর্ঘদেহী এক লোক এগিয়ে এলো।

সভয়ে চিৎকার করে উঠলো আয়োন। লোকটা আর্বাসেস।

www.boiRboi.net

'আয়োন,' নম্রভাবে বললো আর্বাসেস, 'তোমার এই শোকের সময় তোমাকে বিরক্ত করতে হচ্ছে। কিন্তু কী করবো বলো, আমার কর্তব্য তো আমাকে করতে হবে। যে দুঃখজনক ঘটনা তোমার জীবনে ঘটে গেল তাতে তোমার এখন স্থির না থাকাই স্বাভাবিক। বিশেষ করে বিচারের দিনটায়। সেদিন তুমি কার পক্ষ নেবে?— ভাইয়ের না প্রেমিকের? ভাইয়ের হত্যাকারীর যথাযোগ্য শাস্তি চাইবে না প্রেমিকের মুক্তি চাইবে? আমি জানি এসব নিয়ে তোমার মনে এখন টানা পোড়েন চলবে; ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত হবে হৃদয়। এসময় আপন কারো কাছে থাকা উচিত তোমার। এই সব কথা ভেবে আমি প্রিটরের কাছে আবেদন করেছিলাম, তোমার দেখাশোনার ভার আপাতত কিছুদিনের জন্যে যেন পুরোপুরিই আমাকে দেয়া হয়। কারণ আইনতঃ আমি তোমার অভিভাবক। বিজ্ঞ প্রিটর সবদিক বিবেচনা করে আমার আবেদন মঞ্জুর করেছেন। এই দেখ তাঁর লিখিত নির্দেশপত্র। এতে আমাকে অধিকার দেয়া হয়েছে তোমাকে আমার বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার।'

'শয়তান মিশরীয়!' মাথা উঁচু করে চিৎকার করলো আয়োন, 'দুর হও আমার সামনে থেকে। তোমার গায়ের রঙের মতো মনটাও তোমার কালো। তুমিই খুন করেছো আমার ভাইকে। তারপর এক ঢিলে দুই পাখি মারার জন্যে ফাঁসিয়েছো গ্লকাসকে। কী, শুনে মুখ শুকিয়ে গেল? বদমাশ, পথ ছাড়ো, আমাকে যেতে দাও।'

'শোকে তোমার বুদ্ধি লোপ পেয়েছে, আয়োন।' কণ্ঠস্বর শান্ত রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করলো আর্বাসেস। 'আমি তোমাকে ক্ষমা করছি। আমি আগে যেমন ছিলাম, এখনও তেমন বন্ধু আছি তোমার। কিন্তু রাস্তা তো এসব আলাপের জায়গা নয়। চলো পালকিতে উঠবে।'

আতঙ্কিত দাসীরা আয়োনের গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। ওদের ভেতর সবচেয়ে বয়স্ক যে সে বললো, 'এ কী করে আইন হয়! শেষকৃত্যের পর ন'দিন পর্যন্ত মৃতের আত্মীয়স্বজনরা বাড়িতে থাকে, কেউ কোনো অবস্থাতেই তাদের বিরক্ত করতে পারে না। আর তুমি বলছো আমার মনিবকে নিয়ে যাবে নিজের বাড়িতে!'

'বুড়ি!' ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললো আর্বাসেস, 'আইনের কী বুঝিস তুই? অভিভাবকের বাড়িতে যাওয়া মোটেই শেষ কৃত্য আইনের বাইরে পড়ে না, তা জানিস?' তারপর আবার কণ্ঠস্বর নরম করে, 'চলো, আয়োন।'

এগিয়ে আয়োনের হাত ধরলো মিশরীয়। টেনে হাতটা ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করলো আয়োন। কিন্তু আর্বাসেসের শক্তির সাথে ও পারবে কেন?

'হা-হা-হা, ভালো, ভালো!' হেসে উঠলো আয়োন, ক্ষ্যাপাটে হাসি। 'এই বুঝি আইন! চমৎকার অভিভাবক! হা-হা-হা।'

হাসতে হাসতে চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে এলো আয়োনের। তারপর হঠাৎ জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লো আর্বাসেসের হাতের ওপর। দু'হাতে ওকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে পালকিতে তুলে ফেললো আর্বাসেস। বাহকরা পালকি কাঁধে করে হাঁটতে লাগলো দ্রুত। কিছুক্ষণের মধ্যে হতভম্ব আতঙ্কিত দাসীদের চোখের আড়ালে চলে গেল ওরা।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা পেরিয়ে গেল আর্বাসেস ফিরলো না। অস্থির হয়ে উঠলো নিডিয়া। অন্ধত্ব ওর এই অস্থিরতা বাড়িয়ে দিলো কয়েক গুণ। শেষ পর্যন্ত উঠে দাঁড়ালো ও। দু'হাত সামনে বাড়িয়ে দেয়া-

www.boiRboi.net

লের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। হাতড়ে হাতড়ে খুঁজতে লাগলো, বের হওয়ার কোনো পথ পাওয়া যায় কিনা। হতাশ হতে হলো ওকে। একটা মাত্র দরজা ঘরে, সেটা বন্ধ বাইরে থেকে; জানালা নেই! ভয়ানক আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলো নিডিয়া:

'কে আছো! কে আছো! বাঁচাও আমাকে!'

কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। আবার চিৎকার করলো নিডিয়া। বেশ কিছুক্ষণ পর এক দাস এসে খুললো দরজা।

'হয়েছে কী, মেয়ে!' চেঁচালো সে, 'বিছায় কামড়েছে নাকি? নাকি ভেবেছো তোমার ষাঁড়ের মতো চেঁচানি না শুনলে আমরা বাঁচবো না?'

'তোমার মনিব কই?' হাঁপাতে হাঁপাতে প্রশ্ন করলো নিডিয়া। 'আমাকে আটকে রেখেছো কেন? আমাকে ছেড়ে দাও!'

'আমার মনিবকে চেনো না, মেয়ে, তাই বলতে পারলে এ কথা। আমি তোমাকে আটকাইনি, আটকেছে আমার মনিব। আমাকে বলা হয়েছে পাহারা দিতে। খিদে লাগলে বলো কি খাবে, এনে দিচ্ছি; কিন্তু ছেড়ে দেয়ার কথা ভুলেও উচ্চারণ কোরো না।'

'কেন, কেন, কেন আমাকে এমন করে আটকে রেখেছে? আমি কানা, অন্যের দাসী, আমার কাছে কী চায় আর্বাসেস?'

'তা তো জানি না। আমার মনে হয় তোমার নতুন মনিবের সেবা করার জন্যেই তোমাকে আনা হয়েছে।'

'নতুন মনিব!'

'হ্যাঁ, আয়োন। আজ সকালে তাকেও নিয়ে আসা হয়েছে এ বাড়িতে।'

'কী! আয়োন এখানে?'

www.boiRboi.net

'হ্যাঁ। আমার মনে হয় তাকেও তোমার মতোই জোর করে আনা হয়েছে।'

'আমাকে তো জোর করে আনা হয়নি।'

'ঐ হলো, আনা হয়নি, কিন্তু আটকে তো রাখা হয়েছে জোর করে।'

'আমাকে নিয়ে যাবে তাঁর কাছে?'

'না। সে অসুস্থ। তাছাড়া আমার মনিবের তেমন কোনো নির্দেশ নেই। নির্দেশ ছাড়া তোমাকে নিয়ে গিয়ে শেষে বিপদে পড়বো নাকি?'

'বিপদ! কী বিপদ? আমার মনিবের সাথে আমি দেখা করবো তাতে বিপদ হবে কেন?'

'তা আমি জানি না, কিন্তু হতে পারে। আর্বাসেসকে তুমি চেনো না, আমি চিনি। এ নিয়ে আর কথা বলে লাভ নেই। আমি যাই তোমার খাবার নিয়ে আসি, সূর্য মাথার ওপর উঠে গেল।'

কিছুক্ষণ পর আবার এলো সেই দাস। নিডিয়ার সামনে খাবার রাখতে রাখতে বললো, 'তুমি তো থেসালির মেয়ে তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে নিশ্চয়ই জাদুবিদ্যা, ভাগ্য গণনা এসব জানো? তুমি তারচেয়ে এসো, গুণে পড়ে আমার ভাগ্য বলে দাও, সময় কাটবে তোমার।'

একটু যেন আশার আলো দেখতে পেলো নিডিয়া। এই দাসটাকে বোকা বানানো খুব কঠিন হবে মনে হচ্ছে না। কিন্তু তার আগে কিছু খবরাখবর জোগাড় করা দরকার এর কাছ থেকে।

www.boiRboi.net

'আচ্ছা গুণবো তোমার ভাগ্য,' জবাব দিলো নিডিয়া, 'কিন্তু তার আগে কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দাও আমার : আমার আগের প্রভু গ্লকাসের বিচার কখন হবে জানো নাকি ?'

'জানবো না আবার! এই সোসিয়া কোন খবরটা না জানে শুনি?'

'তোমার নাম সোসিয়া ? বড় সুন্দর নাম ! তা বলো শুনি, কখন হবে গ্লকাসের বিচার ?'

'হবে কী !—হচ্ছে। সকাল থেকে শুরু হয়েছে, বিকেল পর্যন্ত চলবে। আজ বোধহয় শেষ হবে না।'

'শেষ হবে না ! কেন ?'

'কেন আবার ? খালি কথা আর কথা ! উকিলরা যে কত কথা বলে, যদি জানতে ! কাল আবার বসবে বিচার সভা।'

'ঠিক জানো তুমি ?'

'বললাম কী ? সোসিয়া যা জানে ঠিক মতোই জানে।'

'আচ্ছা বিচারের রায় কী হতে পারে, তোমার কোনো ধারণা আছে ?'

'হ্যাঁ। মৃত্যু দণ্ড হবে। সবাই বলাবলি করছে এবার অ্যাম্ফিথিয়েটারের খেলা নাকি দারুণ জমবে। আসামীকে সিংহের মুখে ফেলে দেয়া হবে।'

'ওমা !' শিউরে উঠলো নিডিয়া। অনাবশ্যক প্রশ্নটা আবার করলো, 'তুমি ঠিক জানো, সোসিয়া ?'

'একেবারে ঠিক। বিচারকরা যদি অন্য কোনো দণ্ড দিতে চায়ও শহরের লোকরা তা দিতে দেবে না।'

আবার শিউরে উঠলো নিডিয়া। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করলো, 'আয়োন এখন এ বাড়িতে, তাই বলছিলে না ?'

www.boiRboi.net

‘আয়োন? হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি যাই, অনেকক্ষণ হয়ে গেল তার কোনো খোঁজ নেই না।’

‘তোমার ভাগ্য গুণবো না?’

‘এখন না, পরে সময় করে আসবো। এখন যাই।’

‘দাঁড়াও, সোসিয়া, আর একটা প্রশ্ন: আয়োনকে কোথায় রেখেছে জানো নাকি?’

‘জানবো না মানে?—আমার ওপর তার পাহারার ভার!’

‘এই ঘরের কাছাকাছি কোথাও?’

‘না, ওপর তলায়। কিন্তু আর দেরি করা যায় না—যাই।’

কুড়ি

পরদিন রাতে আয়োনের কাছে যাওয়ার জন্যে সাজসজ্জা করছে আর্বাসেস, এমন সময় তার দ্বাররক্ষী দাস এসে জানালো, ‘পুরোহিত ক্যালেনাস এসেছেন, মালিকের সাথে দেখা করতে চান।’

‘ক্যালেনাস! এখন!’ ভুরু কুঁচকে বললো আর্বাসেস। ‘আচ্ছা ঠিক আছে, বাগানে বসাও, আমি আসছি।’

একটু পরেই বাগানে নেমে এলো আর্বাসেস। ওকে দেখে উঠে দাঁড়ালো ক্যালেনাস।

‘কী ব্যাপার, ক্যালেনাস, এমন হঠাৎ—’ বললো আর্বাসেস।

www.boipoi.net

'জি, জনাব আর্বাসেস, হঠাৎই আসতে হলো,' জবাব দিলো ক্যালেনাস।

'তা বলে ফেল তাড়াতাড়ি, কী জন্যে এসেছো।'

'জি, বলবো। কিন্তু এখানেই? আপনার ঘরে গেলে ভালো হতো না?'

'কী দরকার? রাতটা সুন্দর, বাগানে হাঁটতে হাঁটতেই আমরা কথা বলতে পারবো। আমার অনুমতি ছাড়া এখানেও কেউ আসবে না।'

'বেশ,' জবাব দিলো ক্যালেনাস।

দু'বন্ধু' হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে গেল বাগানের ভেতর দিকে।

'রাতটা সত্যিই সুন্দর,' বললো আর্বাসেস। 'বিশ বছর আগে এমনি এক রাতেই আমি প্রথম দেখেছিলাম ইটালির মুখ। বিশ বছর! কী দ্রুত সময় গড়িয়ে যায়! এখনো যে বেঁচে আছি ভেবে অবাক লাগে।'

'উঁহুঁ, অন্তত আপনার মুখে একথা মানায় না। অগাধ ধন সঞ্চয় করেছেন, প্রভাব প্রতিপত্তিও কম অর্জন করেননি। সবশেষে একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বীর ওপর প্রতিশোধও নিয়েছেন সফলভাবে।'

'তুমি সেই এথেনীয় গ্লকাসের কথা বলছো? বন্ধু, ক্যালেনাস, প্রতিশোধ আমি আর নিতে পারলাম কই? প্রকৃতিই নিয়ে দিলো আমার হয়ে। হতভাগা ছোকরা এই খুনটা যদি না করতো—'

'খুন!' সবিস্ময়ে উচ্চারণ করলো ক্যালেনাস। 'সেরকম অভিযোগই অবশ্য আনা হয়েছে ওর বিরুদ্ধে। কিন্তু আর কেউ না জানুক, আপনি তো জানেন, গ্লকাস নির্দোষ।'

'মানে! কি বলতে চাইছো তুমি?'

'আর্বাসেস,' ক্যালেনাস বললো, 'হত্যাকাণ্ডটা যেখানে ঘটে তার পাশেই প্রাচীন দেবমন্দিরের সামনে ঝোপের ভেতর আমি বসে ছিলাম তখন। আমি সব দেখেছি, এবং শুনেছি।'

'তুমি সব দেখেছো!' জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাতে ভেজাতে বললো আর্বাসেস। 'তুমি একা ছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'কী করছিলে ঝোপের ভেতর বসে?'

বললো ক্যালেনাস।

'যা দেখেছো আর কাউকে তা বলেছো?' প্রশ্ন করলো আর্বাসেস।

'না। দ্বিতীয় আর কোনো কানে যায়নি একথা।'

'তোমার জ্ঞাতি বার্বোকেও বলোনি?'

'দেবতাদের দোহাই দিয়ে—'

'চুপ! তুমি আমাকে চেনো, আমিও তোমাকে চিনি—আমাদের কাছে দেবতাদের মূল্য কতটুকু?'

'তা ঠিক, তা ঠিক! তাহলে আপনার প্রতিশোধের দোহাই দিয়ে বলছি,—না!'

'এই গোপন কথাটা এতগুলো দিন আমার কাছে লুকিয়ে রেখেছো কেন?'

'কারণ—কারণ—' তো-তো করতে লাগলো ক্যালেনাস।

'কারণ,' মৃদু হেসে আর্বাসেস বললো, 'কারণ তুমি ভেবেছিলে একেবারে মোক্ষম সময়ে কথাটা প্রকাশ করবে যাতে তোমার উদ্দেশ্য কোনোরকম বাধা ছাড়াই সফল হয়, তাই না?'

'আপনি জ্ঞানী,' বিনয়ে বিগলিত হয়ে গেল ক্যালেনাস, 'আপনি মানুষের মনের কথা পড়তে পারেন।'

www.boiRboi.net

'এখন তাহলে বলো, উদ্দেশ্যটা কী ? আমার মতো তুমিও ধনী হতে চাও, তাই না ? চিন্তা কোরো না, সব ঝামেলা শেষ হোক, তুমি ধনী হবে।'

'মাফ করবেন, একটু আগেই তো বলছিলেন আমরা একে অপরকে চিনি।'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, আমার মুখ বন্ধ রাখতে হলে নৈঃশব্দ্যের দেবতা হার্পোক্রেটিস-এর উদ্দেশ্যে কিছু আগাম নৈবেদ্য দেওয়া উচিত আপনার ?'

'বাহ, বাহ, তুমিও শেষ পর্যন্ত কবি হয়ে উঠছো, ক্যালেনাস ! কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করলে খুব অসুবিধা হবে হার্পোক্রেটিস-এর ?'

'আজই নয় কেন ? কাল কী হবে কেউ বলতে পারে ?'

'ঠিক আছে, কী চাও তুমি ?'

'আমি আর কী বলবো ? শুধু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, প্রাণের দাম অমূল্য।'

ঠোঁট কামড়ে এক মুহূর্ত ভাবলো আর্বাসেস।

'তাহলে চলো, আর দেরি করে কাজ নেই। আমার ধন ভাণ্ডারে চলো।'

অস্থির হয়ে উঠেছে নিডিয়া, কখন আসবে সোসিয়া। দুপুরে ওর সাথে কথা পাকাপাকি হয়ে গেছে, রাতে সে ওর ভাগ্য বলে দেবে। গণনা নয়, এমন গুরুতর ব্যাপার জানার জন্যে ভূতের সাহায্য নেয়া হবে। সেজন্যে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সব নিয়ে আসতে বলেছে ও সোসিয়াকে, কিছু বিশেষ ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে বলেছে।

www.boiRboi.net

দিনের শেষ আলো মিলিয়ে যাওয়ার ঘণ্টা দুয়েক পর এলো সোসিয়া।

'তারপর, সোসিয়া, তৈরি তুমি ?' স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললো নিডিয়া। 'গামলা ভরে পরিষ্কার পানি এনেছো ?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আমার যেন কেমন ভয় ভয় করছে রে, মেয়ে। তুমি ঠিক জানো, ভূতটাকে আমি দেখতে পাবো না ?'

'নিশ্চিন্ত থাকো এ ব্যাপারে। বাগানের দরজা খুলে রেখে এসেছো ?'

'হ্যাঁ। চমৎকার কিছু বাদাম আর আপেল রেখে এসেছি দরজার পাশে।'

নিডিয়া যা যা করতে বলেছিলো তার ভেতর একটা ছিলো এটা।

'ভালো করেছো। এবার এ ঘরের দরজাটাও ঢীলো করে খুলে দাও। দিয়েছো ?—বেশ, এবার প্রদীপটা দাও আমাকে।'

'কেন ? প্রদীপ নিবিয়ে ফেলবো না ?'

'না। প্রদীপের রশ্মি দিয়ে আমি বুক ভরে নেবো। আগুনের ভেতর অদ্ভুত এক শক্তি লুকিয়ে থাকে। সে শক্তি প্রাণের ভেতর না নিতে পারলে ভূত আনা যায় না।'

সোসিয়া এগিয়ে প্রদীপটা ধরিয়ে দিলো নিডিয়ার হাতে।

'হ্যাঁ, এবার বসো তুমি, সোসিয়া,' নিডিয়া নির্দেশ দিলো।

বিনা বাক্যব্যয়ে নির্দেশ পালন করলো সোসিয়া। নিডিয়া প্রদীপটার ওপর ঝুঁকে বসে রইলো কিছুক্ষণ, গভীরভাবে শ্বাস টানলো কয়েকবার। তারপর বিড়বিড় করে আওড়াতে লাগলো মন্ত্র।

মন্ত্র পড়া শেষ করে মুখ তুললো নিডিয়া।

'হ্যাঁ, মনে হয় আসছে ও,' নিচু কণ্ঠে বললো সোসিয়া। 'আমার

www.boiRboi.net

চুলে ওর পায়ের স্পর্শ পাচ্ছি যেন।'

'পানির গামলাটা মাটিতে রাখো। এবার তোমার রুমালটা দাও; আমি তোমার চোখ মুখ বেঁধে দেবো।'

'হ্যাঁ! এ কাজটা করতেই হবে, আমি শুনেছি। আহ্ অত জোরে গিঁট দিও না, ব্যথা লাগে। আস্তে, আস্তে!'

'হয়েছে—কিছু দেখতে পাচ্ছো তুমি?'

'না। চারদিকে কেবল অন্ধকার।'

'তাহলে এবার শুরু করো তোমার প্রশ্ন। যা জানতে চাও জিজ্ঞেস করো ভূতকে। ফিসফিস করে তিনবার জিজ্ঞেস করবে। তোমার প্রশ্নের জবাব যদি হ্যাঁ হয়, শুনতে পাবে গামলার পানিতে বুদবুদ উঠছে সশব্দে, মানে ভূত নিঃশ্বাস ফেলছে পানির ভেতর। আর যদি না হয় পানি যেমন আছে তেমন থাকবে।'

'তুমি কোনো কারসাজি করবে না তো পানি নিয়ে?'

'ঠিক আছে, তোমার যখন এতই সন্দেহ, গামলাটা আমি তোমার পায়ের কাছে রাখছি। এখন আমি কোনো কারসাজি করার চেষ্টা করলেই তুমি টের পেয়ে যাবে, তাই না?'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে। এবার আমি শুরু করছি প্রশ্ন—'

ফিসফিস করে একটার পর একটা প্রশ্ন করে চললো সোসিয়া। আর নিডিয়া প্রদীপটা নিবিয়ে দিয়ে পা টিপে টিপে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। বাইরে থেকে নিঃশব্দে হুড়কো লাগিয়ে দিলো দরজায়।

একের পর এক প্রশ্ন করে যাচ্ছে সোসিয়া, কিন্তু কোনো সাড়াশব্দ নেই গামলার পানিতে। অর্থাৎ ওর সব প্রশ্নের জবাবেই ভূত না বলছে। শেষমেষ বিরক্ত, সেই সাথে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো সোসিয়া। একটা প্রশ্নের জবাবেও হ্যাঁ বলবে না ভূতটা?

'মরো, তুমি শয়তানের বাচ্চা,' বলে পায়ের কাছ থেকে গামলাটা লাথি মেরে এক পাশে সরিয়ে দিলো ও। দু'হাতে টেনে খুলে ফেললো চোখের বাঁধন।

কিন্তু এ কী! ঘর তো অন্ধকার! 'নিডিয়া! নিডিয়া!' ডাকলো সোসিয়া। 'নেই! বিশ্বাসঘাতিনী পালিয়েছে!' তড়াক করে উঠে দরজার কাছে ছুটে গেল সে। এবং এক মুহূর্তের ভেতর বুঝে ফেললো, নিডিয়া নয়, সে-ই এখন বন্দী। ভালো জব্দ করেছে ওকে কানা ছুঁড়ি। উভয় সংকট সোসিয়ার, হৈ-চৈ করে লোক ডাকতে গেলে আর্বাসেসের জেনে যাওয়ার সম্ভাবনা ওর কাজে গাফিলতির কথা, আর হৈ চৈ না করলে আটকে থাকতে হবে এই ছোট্ট কুঠু-রিতে, অন্তত সকাল পর্যন্ত। আর্বাসেস যদি টের পায় নিডিয়া পালিয়েছে, সোসিয়ার পিঠের চামড়া তুলে নেবে নির্ঘাৎ।

'তার চেয়ে বাবা হৈ-চৈ করে কজে নেই,' ভাবলো সোসিয়া। 'কাল সকালে অন্য সব দাসরা যখন ঘুম থেকে উঠবে, কেউ না কেউ যাবে এ ঘরের সামনে দিয়ে। তাকে ডেকে দরজা খোলানোর ব্যবস্থা করতে হবে। তারপর যাবো শহরে, ঠিক খুঁজে বের করে ফেলবো বদমাশ ছুঁড়িটাকে। তারপর টের পাবে মজা!'

নিডিয়া একবার যে পথে চলে সে পথ চিরদিনের জন্যে তার চেনা হয়ে যায়। বাগানের ভেতর দিয়েই আর্বাসেস বাড়িতে ঢুকেছিলো তাকে নিয়ে। তাই ঘর থেকে বেরিয়ে বাগানে পৌঁছাতে কোনো অসুবিধা হলো না ওর। ভূতের পথ পরিষ্কার রাখার জন্যে বাগানের দরজাও সোসিয়া খুলে রেখেছে। নিডিয়া এবার অনায়াসেই বেরিয়ে যেতে পারবে রাস্তায়।

www.boiRboi.net

পা টিপে টিপে বাগানে ঢুকলো সে। ফটকের দিকে এগোলো। হাত দুটো সামনে বাড়ানো স্পর্শ করার জন্যে। বাগানের দরজাটা কোথায় ওর জানা আছে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই পৌঁছে গেল সেখানে। কিন্তু হায়, দরজা বন্ধ। তালা দেয়া। হয় সোসিয়া মিথ্যে বলেছে, নয়তো ও দরজা খুলে রেখেছিলো ঠিকই, পরে কেউ বন্ধ করে দিয়েছে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় নিডিয়া ভাবছে কি করবে, এমন সময় শুনতে পেলো আর্বাসেসের গা শিউরানো গলা :

'কী ব্যাপার, ক্যালেনাস, এমন হঠাৎ—'

'জি, জনাব আর্বাসেস, হঠাৎই আসতে হলো,' জবাব শোনা গেল ক্যালেনাসের।

প্রমাদ গুণলো নিডিয়া। এখানে থাকা উচিত হবে না। হয়তো এই দরজার দিকেই আসবে ওরা। আন্দাজে একটা দিক লক্ষ্য করে দৌড় দিলো নিডিয়া, এবং অনুভব করলো, এমন জায়গায় এসে পড়েছে যেখানে আগে কখনো আসেনি ও। বাতাস এখানে কেমন যেন স্যাঁতসেঁতে, ঠাণ্ডা। একটু স্বস্তি পেলো নিডিয়া। কাছাকাছি কোথাও তল কুঠুরি আছে বোধহয়। নিশ্চয়ই বাড়ির মালিক সচরাচর এদিকে আসে না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো নিডিয়া। কিন্তু কয়েক মিনিট পরেই আবার শুনতে পেলো আর্বাসেসের গলা :

'তাহলে চলো, আর দেরি করে কাজ নেই। আমার ধন ভাণ্ডারে চলো।'

আবার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো নিডিয়ার। দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ছুটলো ও। দু'হাত আগের মতোই সামনে প্রসারিত। এখন একটু পরপরই হাত দুটোয় বাধছে মোটা মোটা থাম। দম নেয়ার জন্যে একটু থামলো ও। কান খাড়া করতেই শুনতে পেলো ক্যালেনাস

www.boiRboi.net

আর আর্বাসেসের গলা। এদিকেই আসছে। দম নেয়া মাথায় উঠলো, আবার ছুটতে শুরু করলো নিডিয়া।

আতঙ্কে অস্থির অবস্থা ওর। কপাল খারাপ না হলে এমন হয় ? মুক্তির একেবারে দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেও ফিরে আসতে হলো। শুধু তা-ই নয়, পালানোর জন্যে ও যেদিকে ছুটছে সেদিকেই ধেয়ে আসছে ভয়ঙ্কর মিশরীয়টা। ছুটতে ছুটতে কখন যে সিঁড়ি বেয়ে নামলো, তারপর সরু এক অলিপথ ধরে আবার ছুটলো কিছুই টের পেলো না নিডিয়া। যখন পেলো তখন ওর সামনে বাড়ানো হাত দুটো ঠেকেছে শক্ত পাথরের দেয়ালে। অলি-পথ শেষ এখানে! লুকানোর মতো কোনো জায়গা নেই ? কোনো গুপ্তপথ বা কুঠুরি ? হাতড়ে হাতড়ে খুঁজলো নিডিয়া। পেলো না কিছুই! ডুকরে কেঁদে ওঠার ইচ্ছে হলো ওর। তারপর আবার পেছন থেকে ভেসে এলো কথাবার্তার আওয়াজ। মরীয়া হয়ে দেয়ালের কোল ঘেঁষে পিছিয়ে চললো ও। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ হাতে ঠেকলো দেয়াল থেকে বেরিয়ে থাকা চওড়া একটা দেয়ালের অংশ, অনেকটা থামের মতো। থাম আর দেয়ালের মাঝে হাতখানেকের একটা কোনা তৈরি হয়েছে। সেখানে বসে পড়লো নিডিয়া। অলিপথে আলো আছে কিনা, থাকলেও কতটুকু জানে না ও। যদি উজ্জ্বল আলো থাকে তাহলে ওর কোনো আশা নেই। যদি অন্ধকার হয় বা অল্প আলো থাকে তাহলে কপাল ভালো হলে এ যাত্রা বেঁচে যেতেও পারে।

হাঁটতে হাঁটতে বাগানের শেষপ্রান্তে পৌঁছুলো আর্বাসেস ক্যালেনাসকে নিয়ে। ওদের সামনে এখন একটা বড়সড় দরজা। খোলা। দরজার মুখে একটা লণ্ঠন জ্বলছে।

www.boiRboi.net

'এসো, ক্যালেনাস,' বলে লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে দরজা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলো আর্বাসেস। দরজার সমান চওড়া একটা অলিপথ (আসলে সুড়ঙ্গ) ক্রমশ ঢালু হয়ে এগিয়ে গেছে সোজা। আর্বাসেসের হাতের লণ্ঠন ওদের চারপাশের খানিকটা জায়গা আলোকিত করছে কোনোমতে, সুড়ঙ্গের বাকি অংশে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার।

এগিয়ে চললো দু'জন। এক জায়গায় কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামলো। তারপর আবার এগিয়ে চলা। অবশেষে সুড়ঙ্গের এক ধারের দেয়াল থেকে বেরিয়ে থাকা চওড়া একটা থামের সামনে দিয়ে এগিয়ে গেল দু'জন। এই থামেরই ওপাশে গুটিসুটি হয়ে বসে আছে নিডিয়া। ওকে খেয়াল করলো না কেউ।

'প্রায় এসে গেছি আমরা,' ক্যালেনাসের চোখে চোখ রেখে বললো আর্বাসেস।

'এমন জায়গায় আপনার রত্ন ভাণ্ডার!' কিছুটা বিস্ময় কিছুটা আতঙ্ক মেশানো স্বরে বললো ক্যালেনাস। 'কেমন স্যাঁতসেঁতে, ঠাণ্ডা।'

'কী আর করা যাবে। তোমার গ্লকাসকে কাল যেখানে নিয়ে যাওয়া হবে সেখানকার চেয়ে ভালো এ জায়গা। অবশ্য তার পরদিন ওকে খুব ভালো জায়গায় নিয়ে যাবে ওরা—অ্যাম্ফিথিয়েটারের বন্দী কামরায়। ভেবে দেখ—,' ধীরে ধীরে অনেকটা ইচ্ছে করেই যেন বললো আর্বাসেস, 'ভেবে দেখ, ক্যালেনাস, তোমার একটা কথা অনায়াসে বাঁচিয়ে দিতে পারতো ওকে; আর এই আর্বাসেস তলিয়ে যেতো অতলে।'

'সেই কথাটা কোনোদিনই উচ্চারিত হবে না,' বললো ক্যালেনাস।

www.boiRboi.net

'ঠিক। সেজন্যেই তো তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছি। ব্যস, দাঁড়াও, আমরা এসে গেছি।'

নিডিয়া যেখানে বসে আছে সেখান থেকে কয়েক পা সামনে উল্টো দিকের দেয়ালে একটা ছোট্ট দরজার সামনে দাঁড়ালো আর্বাসেস। চকচক করে উঠলো ক্যালেনাসের চোখ। কোমর থেকে চাবি বের করে তালা খুললো মিশরীয়। তাকালো বন্ধু পুরোহিতের দিকে।

'ঢোকো,' বললো সে। 'আমি বাতি উঁচু করে ধরছি, তুমি তোমার নয়নযুগল সার্থক করো সোনালি স্তূপ দেখে।'

দ্বিতীয়বার বলতে হলো না অস্থির ক্যালেনাসকে। দরজা ঠেলে এগোলো সামনের দিকে। দরজাটা পেরিয়েছে কি পেরোয়নি, এই সময় আচমকা ওকে সর্বশক্তিতে ঠেলা দিলো আর্বাসেস।

'সেই কথাটা কোনো দিনই উচ্চারিত হবে না!' ভয়ানক অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো মিশরীয়। তারপর দ্রুত টেনে দিলো দরজা। তালা লাগিয়ে দিলো আবার।

ক্যালেনাসের গলা ফাটানো চিৎকার ভেসে এলো ভেতর থেকে:

'ছেড়ে দাও আমাকে! আমি আর সোনা চাইবো না!'

জবাবে আবার হাসলো আর্বাসেস হা-হা করে। 'দুনিয়ার সব সোনা আমার পায়ে ঢেলে দিলেও এক কণা রুটি তুমি পাবে না। শুকিয়ে মরো, হতভাগা। যত পারো চেঁচাও, কোনো লাভ হবে না!'

ফিরে চললো আর্বাসেস।

নিডিয়ার সামনে দিয়েই গেল সে। এবারও লক্ষ্য করলো না অন্ধ মেয়েটাকে। প্রথম কারণ ওরা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই নিডিয়া নিঃশব্দে চলে এসেছে থামের উল্টো দিকে, দ্বিতীয়ত অপূর্ব এক প্রশান্তিতে আচ্ছন্ন এখন আর্বাসেসের মন, আশপাশে কোথায়

www.boiRboi.net

কী আছে, সামান্যই তার নজরে পড়ছে।

আর্বাসেসের পায়ের আওয়াজ দূরে মিলিয়ে যেতেই নিডিয়া পা টিপে টিপে এগোলো সেই বন্ধ দরজার দিকে।

সমানে গর্জে চলেছে ক্যালেনাস : 'ছেড়ে দাও আমাকে! ছেড়ে দাও! দোহাই তোমার, আর্বাসেস, আমাকে ছেড়ে দাও! শপথ করে বলছি, আমি আর সোনা চাইবো না! কক্ষণো না!'

দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো নিডিয়া। এবার ভয় দেখাতে শুরু করেছে ক্যালেনাস :

'আমাকে অনাহারে মেরে ফেলেও তুমি নিস্তার পাবে না, বদমাশ! আমি ভূত হয়ে এসে তোমার অপকর্মের কথা জানিয়ে যাবো পৃথিবীর মানুষকে। ভালো চাও তো ছেড়ে দাও আমাকে!'

বন্ধ দরজায় করাঘাত করলো নিডিয়া। অমনি আবার চিৎকার করলো ক্যালেনাস, 'কে! কে! আর্বাসেস, আপনি? ও মহান আর্বাসেস, আমি আপনার সামান্য ভৃত্য, এবারের মতো আমাকে ক্ষমা করুন! আমাকে ছেড়ে দিন, আমি চিরদিন আপনার গোলাম হয়ে থাকবো!'

দরজার গায়ে হাতড়ে ছোট্ট একটা ফুটো আবিষ্কার করেছে নিডিয়া। সেখানে ঠোঁট নিয়ে ফিসফিস করে বললো, 'না, আমি আর্বাসেস নই।'

'কে! কে!' আতঙ্কিত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো ক্যালেনাস। 'কে তুমি?—ডাইনী না পেত্নী হতভাগ্য ক্যালেনাসের কাছে এসেছো?'

'না, আমি ডাইনী নই, পেত্নীও নই,' জবাব দিলো নিডিয়া।

www.boiRboi.net

'আমি কপালগুণে আর্বাসেসের কুকীর্তির কথা জেনে ফেলেছি। এই চার দেয়ালের বাইরে যদি বেরোতে পারি হয়তো আপনাকে আমি বাঁচাতে পারবো। কিন্তু আগে আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিন।'

'তুমি যে ই হও আমাকে উদ্ধার করো,' বললো ক্যালেনাস। 'আমার মন্দিরের সব মূল্যবান জিনিস বিক্রি করে হলেও তোমার উপকারের প্রতিদান দেবো।'

'না, টাকা বা সোনার কোনো প্রয়োজন আমার নেই। আমি চাই আপনার সাহায্য। আপনি এমন একটা কথা জানেন যা বিচারকের সামনে প্রকাশ করলে এথেনীয় গ্লকাস বেঁচে যাবেন, তাই না?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ! সে কথা জানি বলেই আর্বাসেস আমাকে আটকেছে এখানে।'

'আপনি বলবেন বিচারকের সামনে, গ্লকাস নির্দোষ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলবো! খালি তুমি এখান থেকে আমাকে বের করে নিয়ে চলো। আমি আমার নিজের গরজেই বলবো। ভণ্ড মিশরীয়র ওপর প্রতিশোধ নেবো! হ্যাঁ, প্রতিশোধ—প্রতিশোধ!'

'ঠিক আছে,' নিডিয়া বললো, 'আপনি ধৈর্য ধরে শান্ত হয়ে থাকুন, আমি আসছি।'

'সাবধানে থেকো। যদি বেরোতে পারো, সোজা প্রিটরের কাছে যাবে। যা জানো সব বলবে তাকে। আর শোনো, আসার সময় ভালো কোনো কামারকে নিয়ে আসবে, দরজার তালাটা ভয়ানক মজবুত। যাও-যাও! তাড়াতাড়ি যাও!'

দেয়াল ধরে ধরে সুড়ঙ্গের বাইরে এলো নিডিয়া। আর্বাসেসের কোনো সাড়া নেই কোনো দিকে। বাগানে কেউ আছে বলেও মনে

www.boiRboi.net

হচ্ছে না। দু'হাত সামনে বাড়িয়ে দিয়ে হাতড়ে হাতড়ে ও এগোলো দরজার দিকে।

দরজা বন্ধ জানে তবু নিডিয়া সেদিকেই এগোচ্ছে। ও ঠিক করেছে দরজার কাছে পৌঁছে সেখান থেকে পাঁচিলের গা ঘেঁষে এগোবে। সুবিধাজনক কোনো জায়গা যদি হাতে ঠেকে সেখান দিয়ে পাচিল টপকানোর চেষ্টা করবে।

আর সামান্য গেলেই নিডিয়া পৌঁছে যাবে দরজার কাছে, এই সময় ওর মনে হলো, পেছন থেকে ফিসফিস করে কে যেন বললো, 'সোসিয়া, ওটাই তো তোমার সেই পেত্নী?'

এবার স্পষ্ট শুনতে পেলো নিডিয়া সোসিয়ার গলা, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ধরো ওকে!'

ঝেড়ে দৌড় লাগালো নিডিয়া। কিন্তু খুব বেশিদূর যাওয়ার সুযোগ পেলো না। পেছন থেকে বজ্রকঠিন দুটো হাত ধরে ফেললো ওকে। তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচিয়ে উঠতে গেল নিডিয়া, তার আগেই আরো দুটো হাত এগিয়ে এসে ঘামের গন্ধওয়ালা একটা রুমাল দিয়ে বেঁধে ফেললো ওর মুখ।

www.boiRboi.net

একুশ

বিচারের তৃতীয় দিনে রায় ঘোষণা করলো সিনেট। অ্যাম্ফিথিয়েটারের বার্ষিক উৎসবের জন্যে যে সিংহটা আনা হয়েছে তার সঙ্গে লড়তে হবে গ্রকাসকে। তবে বিশেষ পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে একটু দয়া দেখিয়েছে সিনেট। একেবারে খালি হাতে লড়তে হবে না, এপিসাইডেসকে যে ছোরা দিয়ে খুন (!) করেছিলো সেটা থাকবে ওর হাতে। সিংহটাকে যদি হত্যা করতে পারে তাহলে সে মুক্তি পাবে।

আরও একজনকে একই রকম দণ্ড দিয়েছে সিনেট। সে হলো নাযারেন অলিনথাস। তার যে কী অপরাধ তা সিনেট সদস্যরাও ভালো বুঝতে পারেনি, তবু তাকে প্রাণদণ্ড দেয়া হয়েছে। যীশু খ্রীষ্টের নির্দেশিত পথে চলা বা একমাত্র ঈশ্বরে বিশ্বাস করা সমাজে নিন্দনীয় হলেও সেটা প্রাণদণ্ডের যোগ্য অপরাধ নয়। অন্তত রোমান আইনে তেমন কোনো বিধান নেই যার বলে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের বাইরে বিশ্বাস স্থাপনকারীকে প্রাণদণ্ড দেয়া যায়। প্রচলিত দেব-দেবীদের না মানা অবশ্যই গুরুতর অপরাধ, কিন্তু সেজন্যে সাধারণতঃ সাধারণ দণ্ডই দেয়া হয়ে থাকে। যেমন—অর্থদণ্ড, নির্বাসন বা স্বল্প অথবা দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড। অলিনথাসের ক্ষেত্রে অন্যরকম

www.boiRboi.net

ব্যবস্থা করতে হয়েছে প্রধানত জনতার চাপে।

অ্যাম্ফিথিয়েটারের উৎসবের জন্যে সিংহের পাশাপাশি একটা বাঘও আনা হয়েছে। সিংহের মুখে দেয়া হবে গ্লকাসকে, আর বাঘটাকে কি অনাহারী রেখে দেয়া হবে? ছি! সারা রোম সাম্রাজ্যে পম্পেই নগরীর দুর্নাম রটে যাবে না তাহলে? জনসাধারণ গোঁ ধরে বসলো, সিংহের জন্যে যেমন দেয়া হয়েছে, বাঘের জন্যেও তেমন একটা মানুষ দিতে হবে তাদের। শাসক শ্রেণী গুরুতর কোনো কারণ না হলে জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে চায় না, কাজেই মেনে নেয়া হলো জনতার দাবি। ঠিক হলো, উৎসবের দিন বাঘের মুখে নিক্ষেপ করা হবে অলিনথাসকে। তাকেও একটা ছোরা দেয়ার কথা হয়েছিলো। কিন্তু অলিনথাস রাজি হয়নি দয়াটুকু নিতে।

দণ্ডাদেশ ঘোষণা হওয়ার পর স্যালাস্টের বাড়িতে আর ফিরে যেতে পারলো না গ্লকাস। কারাগারে নিয়ে যাওয়া হলো তাকে। ফোরামের* এক প্রান্তে যেখানে জুপিটারের মন্দির তার পাশে ছোট একটা পাথরের দালানে কারাগার পম্পেই নগরীর। সন্ধ্যার সামান্য আগে কয়েক মিনিটের ব্যবধানে সেখানে ঢোকানো হলো দুই বন্দীকে।

কাল সকালে মারা যাবে দু'জন। দু'জনই জানে সেকথা। এ অবস্থায় একে অপরের প্রতি তাদের দরদ বোধ করাই স্বাভাবিক। পরিচয় ছিলো না কোনো দিন, এক দেশ বা জাতির লোকও নয় ওরা, শিক্ষা বা সংস্কৃতিতেও মিল নেই দু'জনে; তবু আজ মনে হলো পরস্পরের নিকটাত্মীয় দু'জন। সাহস আর সান্ত্বনা দিয়ে একজন আরেকজনকে প্রস্তুত করে তুলতে লাগলো ভয়ঙ্কর মুহূর্তটির জন্যে।

* ফোরাম—রোমান বাজার।

গ্লকাস দেখে অবাক হলো, তারচেয়ে অলিনথাসের মনের জোর অনেক বেশি। মৃত্যুকে গ্লকাস ভয় করে না, তাই বলে এমন মৃত্যুবরণ করতে হবে ও কখনো কল্পনা করেনি। আগাম ঘোষণা দিয়ে যদি স্বাভাবিক মৃত্যু আসতো, ও হাসতে হাসতে এগিয়ে যেতো তার দিকে। কিন্তু কাল যে মৃত্যু ওর হবে তা তো খুনের নামান্তর! অলিনথাসের অবস্থা গ্লকাসের ঠিক বিপরীত। মরতে হবে ভেবে সে যেন উৎফুল্ল। অবাক হয়ে এর কারণ জিজ্ঞেস করলো গ্লকাস। অলিনথাস হেসে বললো :

'উৎফুল্ল হবো না? দুঃখ, কষ্ট, হিংসা আর অবিশ্বাসে ভরা এ পৃথিবী ছেড়ে অনন্ত আনন্দ আর শান্তির দেশে যাবো, উৎফুল্ল তো হবোই। আমি মহান খ্রীষ্টের অনুসারী। খ্রীষ্ট তো সেই আশ্বাসই দিয়ে গেছেন মানুষকে যে, তাঁর ওপর বিশ্বাস রাখলেই স্বর্গলাভ হবে।'

অলিনথাসের এই দৃঢ় বিশ্বাস গ্লকাসকে বিচলিত করলো। তার নিজের উপাস্য দেব-দেবীরা তো এমন কোনো আশ্বাস দেয়নি! আপনা থেকেই ওর মন আকৃষ্ট হলো অলিনথাসের ধর্মের দিকে।

'তোমার খ্রীষ্টের দু'চারটে বাণী শোনাও তো, অলিনথাস,' অবশেষে বললো গ্লকাস, 'দেখি তোমার মতো উৎফুল্ল হতে পারি কিনা।'

শুরু করলো অলিনথাস। সারারাত সে বলে গেল খ্রীষ্টের কথা, তাঁর বাণীর কথা, তাঁর আশ্বাসের কথা। সারারাত বসে বসে শুনলো গ্লকাস। ঘুম বা ক্লান্তি ওর কাছেও ঘেঁষতে পারলো না।

www.boiRboi.net

নিডিয়া আবার বন্দী আর্বাসেসের বাড়ির সেই ছোট্ট কুঠুরিতে।

আর্বাসেসের নির্দেশে ক্যালেইস নামের এক দাস সোসিয়াকে সাবধান করতে এসেছিলো, যেন পালাতে না পারে নিডিয়া। সে

লোকটা এসে দেখে নিডিয়া তো পালিয়েছেই, উপরন্তু বন্দী করে রেখে গেছে সোসিয়াকে। ক্যালেইস সোসিয়াকে উদ্ধার করে জানালো আর্বাসেসের নির্দেশের কথা। শুনে ভয়ে পাংশু হয়ে গেল সোসিয়ার মুখ। ক্যালেইসের দু'হাত জড়িয়ে ধরে মিনতি করলো, যেন তখনই আর্বাসেসকে না জানায় মেয়েটার পালানোর খবর। পরদিন ভোরে যে করেই হোক সে শহরে গিয়ে ধরে আনবে মেয়েটাকে। এরপর সে সবিস্তারে বর্ণনা করলো কেমন করে তাকে বোকা বানিয়েছে নিডিয়া। সব শুনে ক্যালেইস বললো, 'যখনকার কথা বলছো তখন মালিক নিজে বাগানে ছিলেন। ওঁকে এড়িয়ে নিশ্চয়ই মেয়েটা পালাতে পারেনি। বাগানের কোথাও এখনও সে রয়ে যায়নি তো?'

'চলো খুঁজে দেখি,' বলেছিলো সোসিয়া। এবং যে মুহূর্তে ওরা নিডিয়াকে খুঁজতে বাগানে ঢুকেছে সেই মুহূর্তে সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে এসেছে নিডিয়া। একে নিডিয়া মেয়ে, তায় অন্ধ; শক্ত সমর্থ দু'জন পুরুষ মানুষের পক্ষে ওকে কব্জা করা কঠিন হয়নি। ধরে মুখ বেঁধে ওকে নিয়ে আসা হয় আগের কুঠুরিতে। রাত পেরিয়ে সকাল হয়েছে, এখনো সেখানেই আছে নিডিয়া।

আবার বন্দী হওয়ার পর থেকে ভেবে ভেবে মুক্তি পাওয়ার একটা উপায় বের করেছে নিডিয়া। আয়োন এবং গ্লকাসের উপহার দেয়া কিছু গহনা আছে ওর গায়ে—হাতে বালা, গলায় হার—দুটোই খুব দামী। ও ঠিক করেছে সোসিয়া আবার এলে এগুলো দিয়ে বশ করার চেষ্টা করবে তাকে। কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল সোসিয়া এলো না। ওকে কোনো খাবারও দেয়া হলো না। সম্ভবত পালানোর চেষ্টার শাস্তি এটা।

শেষমেষ অস্থির হয়ে চিৎকার শুরু করলো নিডিয়া; সেই সাথে দুমদাম ঘুসি বন্ধ দরজায়। একটু পরেই অগ্নিশর্মা সোসিয়াকে দেখা গেল দরজার মুখে।

'হয়েছে কী?' চিৎকার করলো সে। 'এমন চেঁচাচ্ছো কেন? আবার মুখ বেঁধে রাখি তাই চাইছো নাকি?'

'সোসিয়া, এভাবে বকছো কেন আমাকে?' জবাব দিলো নিডিয়া। একটু যেন আহ্লাদী ভঙ্গি ওর স্বরে। 'একা একা এই ঘরে থাকতে থাকতে হাঁপিয়ে উঠেছি আমি। আজ খেতেও দাওনি কিছু।'

'তোমাকে তো আমি দিব্বি সঙ্গ দিচ্ছিলাম, সেটা সহ্য হলো না, পালানোর ফন্দি আঁটলে। এখন বোঝো একা একা থাকতে কেমন লাগে?'

'আর কখনো পালানোর চেষ্টা করবো না,' বললে নিডিয়া। 'তুমি দরজার কাছে বোসো, একটু কথা বলি।'

সোসিয়া আর্বাসেসের দাস হলেও মানুষ হিশেবে খারাপ নয়। মনে দয়া মায়া আছে। দিন রাত এক ঘরে একা কাটানোর কষ্ট সে বোঝে। বললো, 'আচ্ছা, ঠিক আছে, বসছি। কিন্তু কোনো রকম চালাকি যদি দেখি—'

'না, না, সোসিয়া, আর কক্ষণো কোনো চালাকি করবো না। এখন দিনের কোন সময়?'

'সন্ধ্যা—ছাগলের পাল ঘরে ফিরছে।'

'ও মা! বিচারের রায় কী হলো?'

'একজনকে সিংহের মুখে আরেকজনকে বাঘের মুখে দেয়া হবে।'

অনেক কষ্টে গলা বেয়ে উঠে আসা চিৎকারটাকে থামালো নিডিয়া। বললো, 'আমিও সেরকমই ভাবছিলাম। কবে দেয়া হবে

www.boiRboi.net

দণ্ড ?'

'কাল অ্যাম্ফিথিয়েটারে। কাল রাতে তুমি ঐ বদমায়েশিটা না করলে আমি যেতে পারতাম দেখতে।'

কোনো জবাব দিলো না নিডিয়া। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অন্তরঙ্গ সুরে বললো, 'সোসিয়া, তোমার মুক্তি কিনতে কত টাকা দরকার ?'

'কত ? তা হাজার দুই সেস্টারস তো হবেই।'

'ওহ্, দেবতাদের ধন্যবাদ ! আরো বেশি লাগবে না তো ?'

'মনে হয় না।'

'সোসিয়া, দেখ, আমার দু'হাতের এই বালা দুটো আর গলার হার বিক্রি করলে তোমার যা দরকার তার দ্বিগুণ পাওয়া যাবে। তোমাকে এগুলো দিতে পারি যদি—'

'আমাকে লোভ দেখিয়ে লাভ হবে না, ক্ষুদে ডাইনী, তোমাকে আমি ছাড়বো না। আর্বাসেস ভয়ানক লোক। কে জানে, হয়তো সার্নাসের মাছদের দিয়ে খাওয়াবে আমাকে।'

'সোসিয়া, ভেবে দেখ ! তোমার মুক্তি ! আমাকে একেবারে ছেড়ে দিতে হবে না। এক বা দু'ঘণ্টার জন্যে ছাড়বে শুধু—।'

'না। যে দাস একবার আর্বাসেসের কথা অমান্য করে তার আর খোঁজ পাওয়া যায় না।'

'তাহলে কোনো আশা নেই ?' হতাশ কণ্ঠে প্রশ্ন করলো নিডিয়া।

'না। অন্তত যতক্ষণ না আর্বাসেস নির্দেশ দিচ্ছে।'

'বেশ, না হয় না-ই ছাড়লে, একটা চিঠি তো অন্তত পৌঁছে দিতে পারবে ! সেজন্যে নিশ্চয়ই তোমাকে গুম করে ফেলবে না আর্বাসেস।'

www.boirboi.net

'কার কাছে?'

'প্রিটরের।'

'না। প্রিটরের কাছে চিঠি নিয়ে যাই, তারপর আদালতে গিয়ে সাক্ষী দিয়ে বেড়াই? ওসব হবে টবে না।'

'না, সোসিয়া,' তাড়াতাড়ি বললো নিডিয়া, 'প্রিটরের কথা এমনি মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেছে। আমি আসলে বলতে চাইছিলাম অন্য একজনের কথা। স্যালাস্টের নাম শুনেছো?'

'হ্যাঁ।'

'তাঁর কাছে নিয়ে যাবে চিঠি। পারবে না?'

'স্যালাস্টের কাছে কী কাজ তোমার?'

'কাজ নেই কোনো। গ্লকাস আমার প্রভু ছিলেন? খুবই নিষ্ঠুর এক মহিলার কাছ থেকে আমাকে কিনে নিয়েছিলেন। জীবনে যদি কখনো ভালো ব্যবহার পেয়ে থাকি, পেয়েছি ওঁর কাছে। উনি আজ মৃত্যুর দুয়ারে। ওঁর বন্ধু স্যালাস্টের মাধ্যমে ওঁকে আমি আমার শেষ অভিবাদন জানাতে চাই। ভেবে দেখ, সোসিয়া, এইটুকু শুধু করবে, বিনিময়ে কী পাবে! যদি দাসত্ব থেকে মুক্তি চাও, পৌঁছে দিয়ে এসো চিঠিটা। আধ ঘণ্টার বেশি বাড়ির বাইরে থাকতে হবে না তোমাকে।'

আশার চোরাবালিতে ডুবতে শুরু করেছে সোসিয়ার মন। এক মুহূর্ত ভেবে সে বললো, 'ঠিক আছে, রাজি আমি। কিন্তু—দাঁড়াও, তুমি তো ক্রীতদাসী। তোমার কোনো অধিকার নেই ওসব অলঙ্কারের ওপর—ওগুলো তোমার মালিকের সম্পত্তি।'

'গ্লকাস এগুলো উপহার দিয়েছিলেন আমাকে। উনিই আমার প্রভু। উনি এগুলো দাবি করার সুযোগ পাচ্ছেন কখন?'

'তা ঠিক—তাহলে দাঁড়াও, আমি প্যাপিরাস নিয়ে আসছি।'

www.boiRboi.net

'না প্যাপিরাসে আমি লিখতে পারি না, তুমি একটা মোমের ফলক আর ছুরি নিয়ে এসো।'

অন্ধ মেয়েকেও যত্ন করে লিখতে শিখিয়েছিলো নিডিয়ার বাবা-মা, সেকথা স্মরণ করে ও তাদের উদ্দেশ্যে ভক্তিভরে কৃতজ্ঞতা জানালো।

গ্লকাসের দণ্ডাদেশ ঘোষিত হওয়ার পর আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে বাড়িতে চলে এসেছে স্যালাস্ট। এবং এসেই মদ নিয়ে বসেছে।

গ্লকাস সম্পর্কে প্রথম দিকে ওর মনোভাবও ক্লোডিয়াসের মতোই ছিলো—যত পারো ফুর্তি করে নাও গ্রীকটার পয়সায়। কিন্তু এর ভেতর দিয়েই কখন যে এথেনীয় ছেলেটাকে অন্তর থেকে ভালোবেসে ফেলেছে তা স্যালাস্ট নিজেও টের পায়নি। পেলো যেদিন গ্লকাসকে খুনের মিথ্যে অভিযোগে ফাঁসানো হলো সেদিন। প্রিটরের কাছে নিজে জামিন হয়ে সেই রাতেই সে গ্লকাসকে নিয়ে এসেছিলো নিজের বাড়িতে। শুধু তা-ই নয় যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে তাকে বাঁচানোর। সব সত্ত্বেও সিনেট প্রাণ-দণ্ডই দিয়েছে গ্লকাসকে। গ্লকাসের যখন মৃত্যু ঘটবে তখন অজ্ঞান হয়ে থাকতে চায় স্যালাস্ট। তাই বাড়ি ফিরে এক মুহূর্ত দেরি না করে বসে গেছে মদের পাত্র নিয়ে।

রাত ক্রমশঃ গভীরতার দিকে এগোচ্ছে। পথঘাট জনশূন্য প্রায়। স্যালাস্টের বাড়িতে পৌঁছুতে বেশিক্ষণ লাগলো না সোসিয়ার। ভৃত্য ওকে বললো চিঠি রেখে যেতে, কারণ প্রভুর মন মেজাজ এখন খুব খারাপ, তাকে বিরক্ত করা যাবে না।

'কিন্তু যে পাঠিয়েছে তাকে আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, চিঠিটা স্যালাস্ট ছাড়া আর কারো হাতে দেবো না,' বলতে বলতে গোটা

www.boiboi.net

কয়েক সেস্টারস গুঁজে দিলো সোসিয়া ভৃত্যের হাতে।

'আচ্ছা, আচ্ছা,' ভৃত্য বললো, 'প্রতিশ্রুতি যখন দিয়েছো, তা তো রাখতেই হবে। যাও ভেতরে। কিন্তু মালিকের সঙ্গে কথা বলতে পারবে কিনা জানি না। গ্লকাসের কথা ভুলতে সন্ধ্যা থেকেই মদ নিয়ে বসেছেন।'

'তবু দেখি চেষ্টা করে,' বললো সোসিয়া।

ভৃত্য ওকে নিয়ে গেল স্যালাস্টের কাছে। স্যালাস্ট তখন ফুঁপিয়ে, ফুঁপিয়ে কাঁদছে আর বিড়বিড় করছে ঃ

'আহা-হা, বন্ধু আমার, বড় ভালো লোক ছিলো! এমন অবিচার! বেচারা গ্লকাস!—সিংহের দাঁতে ধার কেমন? আহা-হা-হা!'

স্যালাস্টের প্রিয় এক দাস সান্ত্বনা দিলো ওকে ঃ 'কী আর করবেন, আপনার তো কোনো হাত নেই এতে।'

'জানি, জানি! আরেক পাত্র মদ দাও আমাকে!'

এই সময় সেখানে পৌঁছুলো সোসিয়া।

'কে তুমি? কী চাও?' চিৎকার করে উঠলো স্যালাস্ট।

'আমি এক মেয়ের কাছ থেকে একটা চিঠি নিয়ে এসেছি,' বললো সোসিয়া। 'ও আমাকে বারবার বলে দিয়েছে, চিঠিটা যেন আপনার ছাড়া আর কারো হাতে না দেই।'

'চিঠি! মেয়ে! উহ্ আমাকে কি একটু শান্তিতে শোক করতেও দেবে না! দাও ওর কাছে!' দাসের দিকে ইশারা করলো স্যালাস্ট।

'কোনো জবাব দেবেন না?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলো সোসিয়া।

'জবাব! হতভাগা বদমাশ, ভাগো এখান থেকে! প্যানডারাস-এর অভিশাপ লাগুক তোমার ওপর।'

এক মুহূর্ত দেরি না করে বেরিয়ে গেল সোসিয়া।

www.boiboi.net

দাস জিজ্ঞেস করলো, 'পড়বো চিঠিটা?'

'না। আরেক পাত্র মদ দাও আমাকে!'

বাইশ

অবশেষে ভোর হলো—পম্পেই নগরীর শেষ ভোর।

অস্বাভাবিক শান্ত প্রকৃতি। অনেকটা যেন ঝড়ের পূর্বক্ষণের মতো। সূর্যের আলো প্রাণপণে চেষ্টা করছে আকাশের ধোঁয়াটে পর্দা ভেদ করে নগরীর পথঘাট উজ্জ্বল করে তোলার। ভিসুভিয়াসের মাথার সেই ধোঁয়ার মেঘ এখন পম্পেই-এর অর্ধেক আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। প্রায় দু'সপ্তাহ ধরে অনড় দাঁড়িয়ে আছে সে ঐ ভিসুভিয়াসের মতোই। একেক সময় একেক জন্তুর চেহারা নিচ্ছে। কখনো বাঘ, কখনো কুমীর, কখনো বা অন্যকিছু। আজ সকালে তাকে দেখাচ্ছে এক অতিকায় দানবের মতো, যে শহরের দিকে এক হাত আর আকাশের দিকে অন্যহাত বাড়িয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, যেন এক অদৃশ্য দেবতার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে পম্পেইবাসীদের অনাচার অবিচারের দিকে।

ভোর থেকেই সারা শহরের মতো আর্বাসেসের বাড়িতেও সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। অ্যাম্ফিথিয়েটারে যাওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে সবাই। কিন্তু আর্বাসেস এখনো তার ঘরে। অদ্ভুত এক অতিথি

www.boirboi.net

এসেছে, তার কাছে।

অতিথি আর কেউ নয়, ভিসুভিয়াস পাহাড়ের সেই ডাইনী।

ছোট্ট একটা পুঁটলি হাতে সে নেমে এসেছে পাহাড় থেকে শহরে, প্রভু আগুনকটি হার্মেসকে সাবধান করতে।

'আমাকে সাবধান করতে এসেছো!' সবিস্ময়ে বললো আর্বাসেস, 'কী ব্যাপারে?'

'অশুভ কিছু একটা নেমে আসছে এই শহরের উপর। সময় থাকতে পালান, প্রভু। আমার গুহার ঠিক নিচে এক আগুনে গহ্বর আছে; গত কয়েকদিন ধরেই তার ভেতর আগুনের ঢেউ উথাল পাথাল করছিলো। আজ সকাল থেকে তার চেহারা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। টগবগ করে লাল কী যেন ফুটছে তার ভেতর। ছোট বড় নানা আকারের পাথরের চাঙড় প্রচণ্ড বেগে ছিটকে উঠছে। আমার গুহাটা ভরে গেছে এর মধ্যেই। সবচেয়ে ভয়ানক ব্যাপার, ভিসুভিয়াসের ঢালে হঠাৎ দেখা দিয়েছে হ্রদের মতো বিরাট এক ফাটল। তার ভেতর থেকে উঠছে হালকা শাদা ধোঁয়ার রেখা। গন্ধকের গন্ধে দম নেয়া যায় না। শিগগিরই প্রলয়কাণ্ড শুরু হয়ে যাবে। তাই সময় থাকতে চলে যাচ্ছি অন্য দেশে। যাওয়ার আগে ভাবলাম, প্রভুকে জানিয়ে যাই বিপদের কথা।'

'বিপদের ভেতরেও আমার কথা মনে রেখেছো দেখে সত্যিই খুব ভালো লাগছে আমার। ঐ যে ঐ টেবিলের ওপর একটা সোনার পানপাত্র আছে, ওটা নাও তুমি। তোমার গুহায়, ভিসুভিয়াসের ঢালে যা তুমি দেখেছো বললে, তাতে আমার মনে হয় হাজার বছর আগে মরে যাওয়া আগ্নেয়গিরিটা আবার বেঁচে উঠছে। তবে এটাও ঠিক, আজ-কালের ভেতর এমন কিছু মহাপ্রলয় ঘটে যাবে না।

www.boiRboi.net

আজকের দিনটা যাক, কাল থেকে আমি গোছগাছ শুরু করবো এ শহর ছাড়ার জন্যে। ভালোকথা, তুমি কোন দিকে যাচ্ছো ?'

'আজ দিনের ভেতর হারক্যুলেনিয়াম পার হয়ে যাবো। তারপর উপকূল ধরে চলতে থাকবো, যতদিন না পছন্দমতো কোনো থাকার জায়গা পাই। এই পৃথিবীতে আমি এখন সম্পূর্ণ একা, বন্ধুহীন। আমার দুই সাথী সাপ আর শেয়াল মরে গেছে। কিন্তু, মহান হার্মেস, আমার আয়ু কুড়ি বছর বাড়িয়ে দেবেন বলেছিলেন, মনে আছে তো ?'

'হ্যাঁ আছে,' জবাব দিলো আর্বাসেস, 'কিন্তু বলো তো, কেন তুমি আরো বাঁচতে চাও ? এই তো তোমার জীবন, একা একা বনে, জঙ্গলে, গুহায় বাস, তাহলে কিসের মোহে তুমি বাঁচতে চাও ? জীবনে কী আনন্দ আছে তোমার ?'

'জীবনে আনন্দ নেই,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো বুড়ি, 'কিন্তু মরণে ভয় আছে। সারা জীবন জাদু আর মন্ত্র-তন্ত্রের সাধনায় কাটিয়েছি, সেগুলো তো বলতে পারে না, মরণের ওপারে কী আছে !'

'তা ঠিক ! আচ্ছা, বোন, সময় চলে যাচ্ছে, এবার আমাকে তৈরি হতে হবে আজ দিনের উৎসবের জন্যে। এখন তাহলে বিদায়। কামনা করি আগামী দিনগুলো আরেকটু সুখের হোক তোমার।'

বুড়ি চলে যেতেই আর্বাসেস তার সর্দার দাসকে ডেকে পাঠালো।

'ক্যালেইস,' বললো সে, 'পম্পেই-এ থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আমি। বাতাস অনুকূল থাকলে তিনদিনের ভেতর এখান থেকে চলে যেতে চাই। আলেকজান্দ্রিয়ার বণিক নারসেস-এর একটা জাহাজ বন্দরে নোঙ্গর করে আছে জানো তো ?—ওটা কিনে নিয়েছি আমি। কাল থেকেই তুমি সব জিনিসপত্র ঐ জাহাজে তুলতে শুরু

করবে, ঠিক আছে ?'

বিস্ময় গোপন করতে পারলো না ক্যালেইস। 'এত তাড়াতাড়ি!' তারপর বললো, 'প্রভুর আদেশ পালিত হবে। আপনার অধীনা আয়োনের কী হবে ?'

'আমার সাথে যাবে।'

সোসিয়া ফিরে সব বললো নিডিয়াকে, স্যালাস্টের দুর্ব্যবহারটুকু ছাড়া। কি জানি ওকথা শুনে কাজ হয়নি ভেবে নিডিয়া যদি না দেয় গহনা।

আরেকবার আশায় বুক বাঁধলো নিডিয়া। নিশ্চয়ই স্যালাস্ট দেরি করবে না প্রিটরের কাছে যেতে। এবং লোকজন নিয়ে আসবে আর্বাসেসের বাড়িতে। উদ্ধার করবে ওকে, ক্যালেনাসকে। ক্যালেনাস যা যা জানে সব বলবে প্রিটরকে। তারপর আজ রাতের মধ্যেই মুক্তি পাবে গ্লকাস।

কিন্তু কোথায় কী! রাত গড়িয়ে গেল—ভোর হলো, এলো না স্যালাস্ট বা অন্য কেউ। সূর্য একটু ওপরে উঠে আসার পর আর্বাসেসের নেতৃত্বে অ্যাম্ফিথিয়েটারের পথে রওনা হলো তার দাসরা এথেনীয় গ্লকাসের মৃত্যু-দৃশ্য দেখে নয়ন তৃপ্ত করার জন্যে।

সত্যিই নয়ন তৃপ্ত করার মতো ব্যাপার ঘটছে আজ পম্পেই-এর অ্যাম্ফিথিয়েটারে। লড়াইয়ের গোল চত্বরটা ঘিরে বিশাল, উঁচু গ্যালারি। পনর থেকে আঠারো হাজার লোক বসতে পারে তাতে। ইতিমধ্যে পূর্ণ হয়ে গেছে আসন-সারি। ধনী, গরিব, নারী, পুরুষ, বিবাহিত, অবিবাহিত সবার জন্যে আলাদা বসবার ব্যবস্থা। অ্যারেনার কাছাকাছি আসনগুলো সংরক্ষিত অভিজাত, ধনী এবং রাজ-

www.boiRboi.net

পুরুষদের জন্যে। মেয়েরা বসেছে গ্যালারির পুরো একটা ধার জুড়ে। সেখানেও অভিজাত, সাধারণ আর কর্মজীবী দাসীদের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা।

পম্পেই-এর নারী-পুরুষ, ছেলে-বুড়ো, দাস-প্রভু নির্বিশেষে আজ এসেছে অ্যাম্ফিথিয়েটারের বার্ষিক উৎসব দেখতে। আরো এসেছে আশপাশের গ্রামবাসীরা। হারক্যুলেনিয়াম থেকেও কম লোক আসেনি। রাজধানী রোম থেকেও এসেছে নিমন্ত্রিত বিশিষ্ট অতিথি-বর্গ। দর্শকদের কোলাহলে কান পাতা দায়। অস্থির হয়ে উঠেছে সবাই। আর এক মুহূর্ত ধৈর্য ধরে বসে থাকতে পারছে না যেন।

হঠাৎ তীক্ষ্ণ শিঙার আওয়াজে থেমে গেল সব কোলাহল। আনুষ্ঠানিক ভঙ্গিতে মিছিল করে অ্যারেনায় ঢুকছে গ্ল্যাডিয়েটররা। নিজেদেরকে ভালো করে দেখতে দেয়ার জন্যে অ্যারেনার চারপাশ ঘিরে একটা চক্কর দিলো ওরা। তারপর গিয়ে বসলো ওদের জন্যে নির্ধারিত স্থানে। আবার বেজে উঠলো শিঙা। প্রথম প্রতিযোগী যুগল ঢুকলো অ্যারেনায়। দু'জনই অশ্বারোহী। একজনের নাম বারবিক্স অন্যজনের নাম নোবিলিওর। ধীর গতিতে ঘোড়া চালিয়ে অ্যারেনার দু'প্রান্তে চলে গেল দু'জন। তারপর ঘুরে দাঁড়ালো মুখোমুখি।

দর্শকরা অপেক্ষা করছে রুদ্ধশ্বাসে।

এডিল পানসা হাত উঁচু করে একটা ইশারা করলো। সঙ্গে সঙ্গে শিঙা বেজে উঠলো আবার একবার। অমনি ঘোড়া ছোটালো দু'অশ্বারোহী। অ্যারেনার মাঝখানে সংঘর্ষ হলো দুই ঘোড়ার। ছিটকে পড়তে পড়তে কোনোমতে সামলে নিলো আরোহীরা। তারপর শুরু হলো লড়াই। বর্শা দিয়ে একে অপরকে আঘাত করার চেষ্টা করতে লাগলো দু'জন। হঠাৎ প্রতিপক্ষের মাত্র তিন কদমের

www.boighar.net

ভেতর পৌঁছে বারবিক্স তার ঘোড়ার মুখ উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দিলো। এক মুহূর্ত পরেই আবার চলে গেল আগের অবস্থায়। ব্যাপারটা একেবারে অপ্রত্যাশিত নোবিলিওর-এর কাছে। প্রাণপণ চেষ্টা করেও নিজের ঘোড়াটাকে সে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলো না। এই সুযোগে বারবিক্স দ্রুত এগিয়ে বর্শা দিয়ে আঘাত করলো নোবিলিওরকে। কিন্তু, নোবিলিওর দক্ষ যোদ্ধা। অপূর্ব কৌশলে সে ব্যর্থ করে দিলো বারবিক্স-এর আক্রমণটা।

'সাবাশ, নোবিলিওর!' চিৎকার করলো প্রিটর।

সমস্বরে প্রিটরের কথার প্রতিধ্বনি করলো জনতা: 'সাবাশ! সাবাশ! নোবিলিওর!'

দুই যোদ্ধা যার যার ঘোড়া নিয়ে আবার দু'প্রান্তে চলে গেল। আবার ছুটে এলো একে অপরের দিকে। দু'জনের বর্শাই তাক করা প্রতিপক্ষের মাথার দিকে। ছুটতে ছুটতেই বারবিক্স তার ঢাল উঁচু করলো মাথা সামলানোর জন্যে। নোবিলিওর-ও ঢাল উঁচু করলো। দর্শকরা মোটামুটি নিশ্চিত দু'জনেরই বর্শা আঘাত করবে প্রতিপক্ষের ঢালে। কাছাকাছি পৌঁছে গেছে দু'জন, এই সময় আচমকা বর্শার মুখ নিচু করে ফেললো নোবিলিওর। সোজা সেটা গিয়ে লাগলো বারবিক্স-এর বুকে। এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেল। ঘাড় গুঁজে ঘোড়া থেকে পড়ে গেল বারবিক্স। অ্যারেনার রক্ষীরা ছুটে গেল ওকে তুলবার জন্যে। কিন্তু তখন আর বেঁচে নেই বারবিক্স।

'নোবিলিওর! নোবিলিওর!' উল্লাসে ফেটে পড়লো দর্শকরা।'

'দশ সেস্টারশিয়া গেল,' দাঁতে দাঁত চেপে বিড়বিড় করলো ক্লোডিয়াস।

দর্শকদের উল্লাস থিতিয়ে আসতেই আবার বেজে উঠলো শিঙা।

এবার ছ'জন একসাথে প্রবেশ করলো অ্যারেনায়। নাইজার জাল আর ত্রিশূল নিয়ে মুখোমুখি হয়েছে ঢাল তলোয়ার হাতে স্পোরাসের। লাইডন মুখোমুখি টেটরাইডেস-এর। দু'জনের হাতেই একটা করে ভারি গ্রীক সেস্টাস। আর কোনো অস্ত্র নেই ওদের কাছে। বাকি দু'জন যোদ্ধা এসেছে রোম থেকে। তাদের সারা শরীর মোড়া ইস্পাতের বর্মে। দু'জনের অস্ত্র বলতে এক হাতে সূচালো তলোয়ার, অন্য হাতে ঢাল।

ছ'জন গ্ল্যাডিয়েটর দাঁড়িয়ে আছে পাথরের মূর্তির মতো। অবশেষে ইশারা করলো এডিল পানসা। শিঙা বাজলো একবার। শুরু হয়ে গেল লড়াই।

শুরুতেই ঘটে গেল অবিশ্বাস্য ঘটনাটা। মাত্র মিনিটখানেকের মাথায় টেটরাইডেসকে পরাজিত করলো লাইডন। মারাত্মক আহত হয়ে টেটরাইডেস লুটিয়ে পড়লো প্রতিদ্বন্দ্বীর সামনে।

ক্ষোভে দুঃখে মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে ক্লোডিয়াসের। একশো সেস্টারশিয়া (এখনকার আটশো পাউণ্ডের সমান) বাজি ধরেছিলো সে টেটরাইডেসের ওপর। সব গেল! কে ভেবেছিলো, ঐ হালকা পাতলা লাইডনের হাতে অমন বেধড়ক পিটুনি খাবে পালোয়ান টেটরাইডেস? পৈতৃক সম্পত্তির সামান্য যা অবশিষ্ট আছে, এবার তা বিক্রি করতে হবে ক্লোডিয়াসকে বাজির টাকা শোধ করার জন্যে।

টেটরাইডেস আর লড়তে পারবে না, সুতরাং লাইডন আপাতত বিশ্রাম করবে। যতক্ষণ না অন্য কোনো প্রতিযোগী তাকে লড়াই-এ আহ্বান জানায়।

এদিকে সেই রোমান দু'জন আর স্পোরাস ও নাইজারের লড়াই

www.boiRboi.net

চলছে। এডিল পানসার হঠাৎ কী খেয়াল হলো, সে ঘোষণা করলো দুই রোমান গ্ল্যাডিয়েটরের মধ্যে যে জিতবে তার সাথে লড়তে হবে লাইডনকে।

স্পোরাস আর নাইজার সমানে সমানে লড়ছে। নাইজার তার জালে জড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করছে স্পোরাসকে, সেই সাথে মাঝে মাঝে ত্রিশূলের আঘাত হানছে। আর স্পোরাস ঢাল দিয়ে নিজেকে আড়াল করে তলোয়ার চালাচ্ছে নাইজারকে লক্ষ্য করে। ইতিমধ্যে ওর তলোয়ার বেশ কয়েকবার রক্ত ঝরিয়েছে নাইজারের। দু'জনেই ঘুরছে চক্রাকারে। কোনোমতে যদি একবার নাইজারের কাছাকাছি হতে পারে স্পোরাস তাহলে লড়াই শেষ হতে বেশিক্ষণ লাগবে না। নাইজারের ত্রিশূল দিয়ে ছোটখাটো খোঁচা দেয়া যায় দু'একটা, কিন্তু আত্মরক্ষার অস্ত্র হিশেবে একেবারে অচল ওটা। কাজেই স্পোরাস যদি কোনোমতে একবার কাছাকাছি হতে পারে ওর!

কিন্তু অত সহজ নয় ব্যাপারটা। অত্যন্ত সাবধানে এগোতে হচ্ছে স্পোরাসকে। ত্রিশূলকে সে ভয় করে না। কিন্তু মোলায়েম সুতোর ঐ খাটো জালটির মতো মারাত্মক অস্ত্র আর নেই। ওর পাল্লার ভেতর গিয়ে পড়লে দেবতারাও আর তাকে রক্ষা করতে পারবে না।

ইতিমধ্যেই নাইজারের কাঁধে রক্ত দেখা দিয়েছে। বাহুতেও। স্পোরাস এখনও অক্ষত। একটু একটু করে যুদ্ধের নেশা পেয়ে বসছে ওকে। সুযোগ পেলেই—কখনো কখনো সুযোগ করে নিয়ে, আক্রমণ করছে প্রতিপক্ষকে। তলোয়ারের আঘাত থেকে আত্মরক্ষা করতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে নাইজার। হঠাৎ সে পিছু হটতে শুরু করলো। স্পোরাস ভাবলো, ভয় পেয়েছে শত্রু। সে হো-হো করে হেসে উঠে ছুটলো নাইজারের দিকে। তলোয়ার এগিয়ে দিলো সামনে যাতে

www.boiRboi.net

জাল ছুঁড়বার আগেই নাইজারের গলাটা দু'ফাঁক করে দেয়া যায়।

নাইজার ভেবে দেখলো, কাঁধ আর বাহু থেকে যেভাবে রক্ত পড়ছে তাতে কিছুক্ষণের মধ্যেই সে অবসন্ন হয়ে পড়বে। তখন আর পালানোর উপায় থাকবে না। সুতরাং মরতে যদি হয় এখনই না হয় মরা যাক। অন্তত একবার চেষ্টা করে দেখার মতো শক্তি এখনও আছে তার।

স্পোরাসের তলোয়ার নাইজারের গলার খুব কাছে এসে গেছে; দর্শকরা চিৎকার করে উঠেছে—'গেল! শেষ নাইজার!'—ঠিক এই সময় সাঁ করে মাথাটা একপাশে সরিয়ে নিলো নাইজার। ওর কানের ধার ঘেঁষে বাতাসে শোঁ-ও-ও শব্দ তুলে বেরিয়ে গেল তলোয়ার।

নাইজার এভাবে তাকে ফাঁকি দেবে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি স্পোরাস। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে সে তলোয়ার এগিয়ে দিয়েছিলো। কিন্তু তলোয়ারটা যখন বাধা না পেয়ে সাঁ করে বেরিয়ে গেল তখন সে ঝোঁক সামলাতে না পেরে এগিয়ে গেল নাইজারের খুব কাছে। মুহূর্তের মধ্যেই অবশ্য সামলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। কিন্তু ততক্ষণে নাইজারের জালে ধরা পড়েছে তার শরীর; বুকে আঘাত করেছে ত্রিশূল।

জালের বাঁধন থেকে নিজেকে ছাড়ানোর জন্যে প্রাণপণে হাত পা ছুঁড়তে লাগলো স্পোরাস। কিন্তু লাভ হলো না। এদিকে জালটাকে একটু কায়দা করে হ্যাঁচকা এক টান মেরেছে নাইজার। মুখ থুবড়ে পড়ে গেল স্পোরাস। তার বুকের ওপর পা দিয়ে ত্রিশূল বাগিয়ে দাঁড়ালো নাইজার।

করতালি আর 'সাবাশ নাইজার! সাবাশ নাইজার!' শব্দে মুখর হয়ে উঠলো অ্যাম্ফিথিয়েটার। বিজয়ী নাইজার হাসিমুখে অভিবাদন

জানালো দর্শকদের। আর স্পোরাস মাটিতে পড়ে থেকেই মাথাটা একটু উঁচু করে আকুল নয়নে তাকাতে লাগলো চারদিকে দর্শকদের দয়ার আশায়। পরাজিত গ্ল্যাডিয়েটরকে বাঁচতে দেয়া হবে কিনা তা নির্ভর করে দর্শকদের ইচ্ছার উপর।

স্পোরাসকে অপছন্দ করে না কেউ। কিন্তু রক্তের স্বাদ পেয়ে বাঘ যেমন ক্ষেপে ওঠে আজকের দর্শকরাও তেমনি ক্ষেপে উঠেছে রক্ত দেখে। রক্ত চাই! আরো রক্ত! সারা বছর তারা ব্যাকুল হয়ে থেকেছে রক্ত দেখার জন্যে। আজ রক্তের বন্যা বইতে হবে অ্যারেনায়।

বাঁচার আকুতি স্পোরাসের চোখে মুখে। কিন্তু দয়ার চিহ্ন নেই কোথাও। নারীদের মুখগুলো পর্যন্ত কঠোর, নিষ্ঠুর। সবার মুখে এক আওয়াজ: 'মারো, নাইজার! শেষ করে দাও!'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নিচু করলো স্পোরাস। বুজে এলো চোখ দুটো। বিদায় পৃথিবী!

সাধারণত বিজয়ী গ্ল্যাডিয়েটরই পরাজিতের মাথা কেটে ফেলে। এক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। নাইজারের হাতে অস্ত্র বলতে একটা ত্রিশূল। তা দিয়ে মাথা কাটা সম্ভব নয়। এডিল পানসা তালি বাজালো দু'হাতে। অ্যারেনার পাশের ছোট একটা দরজা খুলে গেল। আপাদমস্তক কালো পোশাক আর কালো মুখোশ পরা এক লোক এগিয়ে এলো, হাতে খাটো তীক্ষ্ণধার একটা তরবারি। ধীর, মাপা পায়ে সে গিয়ে দাঁড়ালো স্পোরাসের পাশে। নাইজার সরে দাঁড়ালো একটু। জল্লাদের নির্দেশে হাঁটু গেড়ে বসলো স্পোরাস। জল্লাদ তলোয়ার উঁচিয়ে চারদিকে তাকালো একবার—কে জানে, শেষ মুহূর্তে যদি দয়া হয় দর্শকদের। কিন্তু না, দয়া যেন আজ উবে গেছে

www.boiboi.net

পম্পেই থেকে।

তলোয়ার চালালো জল্লাদ। রোদে ঝিক করে উঠলো শাণিত ফলাটা। পরমুহূর্তে স্পোরাসের মুণ্ড ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে গিয়ে পড়লো। মুণ্ডহীন ধড়টা গড়িয়ে পড়লো মাটিতে। তড়পালো কিছুক্ষণ। তারপর স্থির।

তক্ষুণি মুণ্ডহীন ধড়টা টেনে নিয়ে যাওয়া হলো অ্যারেনার বাইরে, যেখানে নিহতদের রাখা হয় সেই স্পোলিয়ারিয়াম-এ। মুণ্ডটাও নিয়ে যাওয়া হলো। রক্তের ওপর ছিটিয়ে দেয়া হলো বালি।

রোম থেকে আসা সেই গ্ল্যাডিয়েটর দু'জনের লড়াই চলছে এখনো। অবশ্য খুব বেশিক্ষণ আর চললো না। স্পোরাসের দেহ বাইরে নিয়ে যাওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যে ইউমলপাস নামের গ্ল্যাডিয়েটর হত্যা করলো তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে।

আবার তুমুল করতালি। ক্রীতদাসরা আরেকটা মৃতদেহ টেনে নিয়ে গেল স্পোলিয়ারিয়াম-এ। আবার বালি ছড়ানো হলো রক্তের ওপর। লাইডনের ডাক পড়লো আবার। বিজয়ী ইউমলপাসের সাথে লড়তে হবে তাকে।

অ্যাম্ফিথিয়েটারের আইন অনুযায়ী লাইডন অবশ্য লড়তে বাধ্য নয়। তাকে যে চ্যালেঞ্জ করেছিলো তার সাথে সে লড়েছে। এখন আর কারো সাথে লড়া না লড়া সম্পূর্ণ তার ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। ইচ্ছে করলেই সে অস্বীকার করতে পারে ইউমলপাসের সাথে লড়তে।

পানসা ওকে ডেকে বললো, 'তুমি তরুণ, তলোয়ার যুদ্ধে অভিজ্ঞ নও; ইচ্ছে করলে তুমি ইউমলপাসের মতো ঝানু যোদ্ধার মুখোমুখি না-ও হতে পারো। আমাদের কিছু বলার থাকবে না। ভালো করে

www.boiRboi.net

ভেবে সিদ্ধান্ত নাও। হারলে মৃত্যু নিশ্চিত। আর যদি জিততে পারো, আমি ঘোষণা করছি, আগের লড়াইয়ে যা পেয়েছো এবার তার দ্বিগুণ পাবে।'

হৈ-হৈ করে জনতা সমর্থন জানালো এডিলকে।

লাইডনের একবার মনে হলো, পিছিয়ে যায়। কিন্তু—ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো সে—ঐ তো ক্রীতদাসদের ভেতর বসে আছে তার বাবা। লজ্জায় মাথা নিচু হয়ে আসতে চাইলো লাইডনের। ওর মতো সমর্থ ছেলে থাকতে বুড়ো বাবা আজও স্বাধীন নাগরিকদের পাশে বসার অধিকার পেলো না! ছি! টেটরাইডেসকে হারানোর বিনিময়ে যা ওর পাওনা হয়েছে তা দিয়ে কেনা যাবে না বাবার স্বাধীনতা। আরো টাকা চাই। ইউমলপাসকে হারাতে পারলে পাওয়া যাবে দ্বিগুণ।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো লাইডন: সে লড়বে। টাকা চাই তার! প্রচুর টাকা। বাবাকে যদি মুক্ত করতে না পারে বেঁচে থেকে লাভ কী?

'মাননীয় এডিল!' দৃঢ়-স্বরে সে বললো, 'পম্পেই-এর সম্মানের খাতিরে আমি লড়বো।'

জনতা চিৎকার করে উঠলো উল্লাসে।

ইউমলপাস তীক্ষ্ণচোখে একবার তাকালো লাইডনের দিকে। হাসলো একটু। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেললো—যেন বোঝাতে চাইলো: 'বেচারা, খামোকা মরবার সাধ হয়েছে!'

দু'জনই অ্যারেনার বাইরে চলে গেল। বর্ম, অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে ফিরে এলো একটু পরেই। বেজে উঠলো শিঙা এডিল-এর ইশারায়। শুরু হয়ে গেল লড়াই।

ঠিক এই সময় অ্যারেনার এক রক্ষী প্রিটরের হাতে দিলো একটা

www.boiRboi.net

চিঠি। ওপরের আবরণ সরিয়ে দ্রুত একবার তাতে চোখ বুলালো প্রিটর। বিস্ময়ের ভঙ্গি ফুটে উঠলো মুখে। পরমুহূর্তে ভাবলো, 'দুর, নিশ্চয়ই ব্যাটা সকাল থেকেই মদ নিয়ে বসেছে, তারপর যা মনে হয়েছে লিখেছে।' চিঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে লড়াই দেখায় মন দিলো সে।

এদিকে অ্যারেনায় শুরু থেকেই কেমন যেন বেকায়দা অবস্থা লাইডনের। এডিল পানসা বোধহয় ঠিকই বলেছিলো ; তলোয়ারবাজিতে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ইউমলপাসের, অন্যদিকে লাইডন একেবারে অনভিজ্ঞ। তলোয়ার চালানোর কায়দাকানুন সে জানে, কিন্তু সত্যিকারের লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা নেই। ফলে শুরু থেকেই আত্মরক্ষায় ব্যস্ত থাকতে হলো তাকে। ইউমলপাস বেশ ক'বার শক্ত আঘাত হানলো, তার কয়েকটা ফেরাতে পারলো লাইডন, কয়েকটা পারলো না। কিছুক্ষণের মধ্যে ওর অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়ালো।

'ইউমলপাস ! ইউমলপাস !' দর্শকদের চিৎকারে কান পাতা দায়।

ইউমলপাস করুণার চোখে তাকালো লাইডনের দিকে। সে পেশাদার যোদ্ধা। লড়তে এসেছে, লড়বে। কিন্তু তাই বলে নরহত্যা? অসম যোদ্ধার সাথে লড়াইকে খুন ছাড়া আর কী বলা যায় ? তলোয়ার চালাতে চালাতে এক সময় সে নিচু কণ্ঠে বললো, 'তুমি আর যুদ্ধ কোরো না, লাইডন ! আমি তোমাকে লোক দেখানো আঘাত করি, তাতে তুমি হার মেনে নাও। দর্শকরা সবাই তোমার ওপর খুশি, আমার মনে হয় না তোমার জীবন ওরা নিতে চাইবে। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো, আমার সাথে তুমি পারবে না ? জিদ করে খামোকা মরবে কেন ?'

ইউমলপাসের কথা যে সত্যি তা লাইডন-ও বুঝতে পারছে। ওর

www.boiRboi.net

মুখ দিয়ে প্রায় বেরিয়ে এসেছে 'ঠিক আছে!'—এই সময় আবার ওর চোখ গেল বাবার দিকে। দাসদের মাঝে বসে আছে।

'না, আমার বাবা এখনো দাস!' বললো সে। 'হয় মৃত্যু নয় বাবার মুক্তি!'

এবার পরিপূর্ণ উদ্যম নিয়ে আক্রমণ করলো ইউমল্পাস। কয়েক মিনিটের ভেতর শেষ হয়ে গেল লড়াই। লাইডনের প্রাণহীন দেহ পড়ে রইলো অ্যারেনায়।

দাসদের গ্যালারি থেকে ভেসে এলো বুকফাটা এক আর্তনাদ। নিজের জায়গায় বসে জুলিয়া বিড়বিড় করলো, 'বেচারা মেডন!'

লাইডনের মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হলো স্পোলিয়ারিয়ামে। শিঙা বেজে উঠলো আবার।

'সিংহ আর এথেনীয় গ্লকাসকে নিয়ে এসো এবার!' চিৎকার শোনা গেল এডিল-এর।

অমনি নিশ্চুপ হয়ে গেল দর্শকরা। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলো মানুষ আর জানোয়ারের লড়াই দেখবার জন্যে।

তেইশ

ভোর থেকে তিন তিনবার ঘুম থেকে জাগানো হলো স্যালাস্টকে। তিনবারই, আজ বন্ধু মারা যাবে, মনে করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাশ

www.boiRboi.net

ফিরে শুলো সে।

অবশেষে বেলা যখন অনেক হয়ে গেল না উঠে পারলো না স্যালাস্ট। কাল গভীর রাতে মদের ঘোরে ঘুমিয়ে গিয়েছিলো। সেই থেকে আর মদ পেটে পড়েনি। ফলে ওর মাথা এখন অনেক পরিষ্কার। সেজন্যে বন্ধুর কথা মনে পড়ছে বেশি করে। প্রধান ভৃত্যকে ডেকে জিজ্ঞেস করলো, 'কী?—শুরু হয়ে গেছে?—অ্যাম্ফিথিয়েটার?'

'অনেকক্ষণ আগে,' জবাব দিলো ভৃত্য। 'শুনছেন না শিঙা ফোঁকার আওয়াজ, মানুষের হৈ-চৈ-এর শব্দ?'

'হুঁ। আমার বাড়ি থেকে কেউ যায়নি তো ওখানে?'

'না, প্রভু। আপনি কড়াকড়িভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন। সে নির্দেশ অমান্য করবে এত বড় সাহস কার আছে এ বাড়িতে?'

'বেশ বেশ! দিনটা যদি তাড়াতাড়ি চলে যেতো, উহ! আরে!—টেবিলের ওপর ওটা কার চিঠি?'

'আপনার। কাল রাতে এক লোক দিয়ে গেছে। আপনি তখন খুব বেশি—খুব বেশি—'

'মদ খাচ্ছিলাম, ওটা পড়লেও কিছু বুঝতাম না, তাই তো?'

'এখন পড়বো?'

'পড়ো। বেচারা গ্লকাসের কথা কিছুক্ষণের জন্যে অন্তত ভুলে থাকা যাবে।'

প্রধান ভৃত্য টেবিলের ওপর থেকে তুলে নিলো মোমের ফলকটা। ওপরের আবরণ সরিয়ে চোখ বুলাতেই বিস্মিত একটা ধ্বনি বেরোলো তার গলা দিয়ে। 'গ্রীক! নিশ্চয়ই মেয়েটা লেখাপড়া জানে।' বলতে বলতে চিঠিটা মনে মনে একবার পড়ে ফেললো সে।

www.boiRboi.net

সবকিছু ওর তালগোল পাকিয়ে যেতে চাইলো যেন।

'উহ!' চিৎকার করলো সে। 'প্রভু! কেন কাল রাতেই চিঠিটা পড়তে বললেন না! শুনুন কী লিখেছে :

'দাসী নিডিয়া, গ্লকাসের বন্ধু স্যালাস্টের কাছে :

'আমি আর্বাসেসের বাড়িতে বন্দী। এক্ষুণি প্রিটরের কাছে গিয়ে একথা জানিয়ে আমাকে উদ্ধার করুন। তাহলে হয়তো সিংহের মুখ থেকে আমরা ফিরিয়ে আনতে পারবো গ্লকাসকে। এ বাড়িতে আরো একজন বন্দী আছেন। তিনি নিজের চোখে দেখেছেন, এপিসাইডেসকে খুন করেছে গ্লকাস নয় অন্য একজন। উনি সত্যি কথা জানেন বলেই তাঁকে বন্দী করা হয়েছে। আমার অনুরোধ, যা করার তাড়াতাড়ি করবেন। দেরি করলে হয়তো বাঁচানো যাবে না আমার প্রভুকে। একটা কথা, আসার সময় সশস্ত্র লোকজন নিয়ে আসবেন। আর, তালা খোলায় দক্ষ এমন একজন কামারকেও আনবেন সঙ্গে। আমাদের উদ্ধার করতে হলে তালা ভাঙতে হবে। আপনার পরলোকগত পিতার দেহভস্মের দোহাই দিয়ে বলছি, দেরি করবেন না।'

'ওহ! ওহ!' আর্তনাদ করে উঠলো স্যালাস্ট। 'কী ভুলটা না করেছি! আর কিছুক্ষণের মধ্যে ও মারা পড়বে। অথচ আমি সুযোগ পেয়েও ওকে বাঁচাতে পারলাম না!'

'প্রভু, এখনও বোধহয় সময় আছে,' বললো ভৃত্য। 'যদি তাড়াতাড়ি করতে পারি—'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এক্ষুণি যাবো আমি প্রিটরের কাছে।'

www.boiRboi.net

'না,' দাস বললো, 'আমার মনে হয় একবারে মেয়েটাকে আর ঐ সাক্ষীটাকে উদ্ধার করে নিয়ে গেলেই ভালো হবে। প্রিটর এখন আপনার কথা শোনার মতো অবস্থায় নেই। অ্যাম্ফিথিয়েটারের উত্তেজনা নিশ্চয়ই তাঁর ভেতরেও সংক্রমিত হয়েছে?'

'ঠিক বলেছো। যাও, এক্ষুণি আমার সব লোককে লাঠিসোটা নিয়ে তৈরি হতে বলো। আমি আসছি।'

সারা পম্পেই আজ জনশূন্য। ছেলে-বুড়ো, নারী-পুরুষ সবাই গেছে অ্যাম্ফিথিয়েটারে। আর্বাসেসের বাড়িতেও এক অবস্থা। জন দুই মাত্র দাস (তাদের একজন সোসিয়া) পাহারায় রয়েছে, বাকি সব গেছে লড়াই দেখতে। ফলে প্রায় বিনা বাধায় স্যালাস্ট প্রবেশ করলো মিশরীয়র বাড়িতে।

নিডিয়া আর ক্যালেনাসকে মুক্ত করতে বেশিক্ষণ লাগলো না। তারপর ওদের সাথে করে ছুটলো সে অ্যাম্ফিথিয়েটারের দিকে।

ঐ বাড়িরই অন্য এক অংশে যে গ্লকাসের অপর এক আপনজন বন্দী হয়ে আছে তা সেই ব্যস্ততার মুহূর্তে কারো মনে পড়লো না।

'সিংহ আর এথেনীয় গ্লকাসকে নিয়ে এসো এবার!' আদেশ দিলো এডিল পানসা।

অমনি নিশ্চুপ হয়ে গেছে অ্যাম্ফিথিয়েটার। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে গ্যালারির পনর হাজার দর্শক।

অসহ্য গরম পড়েছে আজ। গুমোট ভাব আবহাওয়ায়। প্রকৃতি যেন থম মেরে গেছে; যেন ঝড়ের পূর্বাভাস ঘোষণা করছে। বাতাসে কেমন এক বিশ্রী গন্ধ! আকাশ ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন সকাল থেকে।

www.boiRboi.net

অ্যারেনার দিকে মনোযোগ দর্শকদের। আকাশে কী হচ্ছে না হচ্ছে সে খেয়াল নেই কারো। তার ভেতরেও যে দু'একজন আকাশের দিকে তাকালো অবাক হলো তারা। তবে খুব বেশি নয়। একটু পরেই আবার অন্য সবার মতো মন দিলো লড়াই দেখায়। ভিসু-ভিয়াসের মাথায় বেশ ক'দিন ধরেই ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে, ওতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

শিঙার আওয়াজ শোনা গেল আবার। অ্যাম্ফিথিয়েটারের যে কুঠুরিতে গ্লকাস আর অলিনথাসকে আটকে রাখা হয়েছে তার দরজা খুলে গেল।

'এথেনীয় গ্লকাস! তোমার সময় হয়েছে,' তীক্ষ্ণ একটা গলা চিৎকার করলো। 'সিংহ অপেক্ষা করছে তোমার জন্যে।'

অলিনথাসের কাছে সারা রাত যীশুর বাণী ও এক ঈশ্বরের মহিমার কথা শুনে অপূর্ব এক প্রশান্তিতে মন ভরে গেছে গ্লকাসেরও। মৃত্যুকে আর কোনো ভয় নেই ওর—তা সে মৃত্যু স্বাভাবিক ভাবেই আসুক আর সিংহের মুখ থেকেই আসুক।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো সে।

'আমি তৈরি,' বলে অলিনথাসের দিকে তাকালো গ্লকাস। বললো, 'ভাই, বন্ধু, এসো, শেষবারের মতো আমরা আলিঙ্গন করি। দোয়া করো আমাকে।'

খ্রীষ্টান অলিনথাস দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এলো। গ্লকাসকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললো, 'আহ্, আরো আগে কেন তোমার সাথে আমার দেখা হলো না? তোমাকে হয়তো নিয়ে আসতে পারতাম আমার ধর্মের সুশীতল ছায়াতলে।'

'যা হয়নি তা নিয়ে আক্ষেপ করে আর কী হবে? আশা করি

www.boiRboi.net

মরণের ওপারে আবার আমাদের দেখা হবে। বিদায়, বন্ধু! বিদায় প্রিয় পৃথিবী! হ্যাঁ, রক্ষী—নিয়ে চলো আমাকে।'

রক্ষীর পেছন পেছন অ্যারেনায় এসে দাঁড়ালো গ্লকাস।

'বুকে সাহস আনো!' গ্লকাসের হাতে ওর ছুরিটা ধরিয়ে দিতে দিতে বললো এক রক্ষী, 'তুমি তরুণ, স্বাস্থ্যবান; ছোট হলেও একটা অস্ত্র থাকছে হাতে। হতাশ হওয়ার কী আছে? তুমিই হয়তো জিতবে।'

জবাব দিলো না গ্লকাস। মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করছে। সেই বিষ ওষুধের প্রতিক্রিয়া এখনো কাটেনি মনে হচ্ছে। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো চারদিকে। হাজার হাজার মানুষ ওকেই দেখছে। যারা বিশ্বাস করে সত্যিই গ্লকাস খুনী তাদের চোখে ঘৃণা, তারা রক্ত দেখতে চায় ওর। অনেকে নিরপেক্ষ। তারা সত্যিকারের লড়াই দেখতে চায়। দেখতে চায় জন্তু আর মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

আবার বেজে উঠলো শিঙা। রক্ষীরা চলে গেল অ্যারেনা ছেড়ে। খুলে দেয়া হলো সিংহের খাঁচার মুখ। পুরো একটা দিন না খাইয়ে রাখা হয়েছে ওকে। সকাল থেকেই খাঁচার ভেতর অস্থিরভাবে পায়চারি করছে জন্তুটা। সবাই ভেবেছে ক্ষিদের জ্বালায় অমন করছে। কিন্তু যারা অভিজ্ঞ তারা লক্ষ্য করেছে ওর ভঙ্গিতে ক্রোধের চেয়ে শঙ্কাই ফুটে উঠেছে বেশি।

খাঁচার মুখ খুলে যেতেই ভয়ঙ্কর এক গর্জন করে ছুটে অ্যারেনার মাঝখানে চলে এলো সিংহ। দর্শকরা নৃসংশ উল্লাসে হাততালি দিয়ে উঠলো। গ্লকাস হাতের ছুরি বাগিয়ে দু'পা ফাঁক করে দাঁড়ালো। সতর্ক ভঙ্গিতে লক্ষ্য করছে জন্তুটার ভাবভঙ্গি।

কিন্তু, তারপর! কী আশ্চর্য! সিংহটা ছুটে বেরিয়ে এসেছে খাঁচা

www.boiRboi.net

থেকে, অথচ লাফিয়ে পড়েনি শিকারের ওপর। গ্লকাসের কয়েক হাত সামনে এসে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে মুখ তুলেছে সে। অস্থির ভঙ্গিতে কয়েকবার শ্বাস টেনে লাফ দিলো। কিন্তু গ্লকাসের দিকে নয়। গ্লকাসের দিকে তাকালোই না সে। অ্যারেনার চারপাশে ছুটতে লাগলো সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে। পালানোর পথ খুঁজছে যেন। সেই সাথে ডাক ছাড়ছে ঘন ঘন—ক্রুদ্ধ গর্জন নয়, শঙ্কিত আর্তনাদ।

দর্শকরা বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেছে। ক্ষুধার্ত হিংস্র পশু এ কী আচরণ করছে! ডাক ছাড়ছে যেন ভীত কুকুরের গোঙানি! ভয় পেয়েছে নাকি সিংহটা? শুধু মাত্র নেংটি পরা ছোরা সম্বল একটা মানুষকে দেখে বনের রাজা সিংহ ভয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছে, এ কি সম্ভব?

অ্যারেনার চারপাশে কয়েকবার চক্কর দেয়ার পরও যখন বেরোনোর পথ পেলো না, এলোপাতাড়ি লাফ ঝাঁপ দিতে শুরু করলো সিংহটা। যেন লাফিয়েই পেরিয়ে যাবে উঁচু গ্যালারি। দর্শকরা আরো অবাক হলো। কেউ কেউ—বিশেষ করে যারা অ্যারেনার কাছাকাছি বসেছে—ভয়ও পেলো। লাফাতে লাফাতে যদি জানোয়ারটা তাদের ভেতর এসে পড়ে তাহলে কী হবে? গ্লকাসকে দেখে ওর অরুচি হয়েছে বলে অন্য কাউকে রুচিকর মনে হবে না এমন নিশ্চয়তা কে দিতে পারে?

কিছুক্ষণের ভেতর অবসন্ন হয়ে পড়লো সিংহটা। করুণ একটা আর্তনাদ করে আবার গিয়ে ঢুকলো তার খাঁচায়। খাবার ওপর মাথা রেখে শুয়ে পড়লো হতাশ ভঙ্গিতে।

দর্শকরা আর অবাক নয়, রাগতে শুরু করেছে এবার। রেগে গেছে এডিল, প্রিটর এবং অন্যান্য রাজপুরুষরাও।

'যাও, খোঁচানি দিয়ে খুঁচিয়ে বের করো ওটাকে,' সিংহের খাঁচার

www.boiRboi.net

দায়িত্ব যে রক্ষীর ওপর তাকে ডেকে নির্দেশ দিলো প্রিটর, 'তারপর দরজা বন্ধ করে দেবে, যেন আর ঢুকতে না পারে খাঁচায়।'

রক্ষী ভয়ে ভয়ে এগিয়ে গেল নির্দেশ পালন করার জন্যে, এই সময় তুমুল হৈ চৈ-এর আওয়াজ উঠলো অ্যাম্ফিথিয়েটারের প্রধান প্রবেশ পথে। সবগুলো চোখ ঘুরে তাকালো সেদিকে। কয়েক মুহূর্ত পরেই ভীড় ঠেলে এগিয়ে এলো স্যালাস্ট। সোজা এসে দাঁড়ালো সিনেটররা যেখানে বসেছে সেখানে। মাথার চুল উস্কোখুস্কো ওর। হাঁপাচ্ছে ভীষণভাবে। দ্রুত একবার চারপাশে চোখ বুলিয়ে সে চিৎকার করলো, 'গ্রীক গ্লকাসকে সরিয়ে নাও! জলদি করো! ও নির্দোষ! গ্রেপ্তার করো মিশরীয় আর্বাসেসকে—ও-ই হত্যা করেছে এপিসাইডেসকে!'

আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো প্রিটর।

'স্যালাস্ট, তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? কী আবোল-তাবোল বকছো?'

'আগে গ্লকাসকে সরাতে বলুন!' জবাব দিলো স্যালাস্ট। 'এক্ষুণি! নইলে ওর মৃত্যুর জন্যে দায়ী হবেন আপনি, প্রিটর! সম্রাটের কাছে নিজের জীবন দিয়ে এর জবাবদিহি করতে হবে! আমি সাক্ষী নিয়ে এসেছি—একেবারে প্রত্যক্ষদর্শী। দেখি পথ ছাড়ুন—আসতে দিন ওকে! পম্পেই-এর নাগরিকগণ! আপনারা চোখ রাখুন আর্বাসেসের ওপর! ঐ যে ওখানে বসে আছে সে। পালাতে না পারে যেন। কই, পুরোহিত ক্যালেনাস, আসুন এদিকে!'

স্যালাস্টের দাসরা প্রায় কাঁধে ক'রে নিয়ে এলো ক্যালেনাসকে। প্রিটরের সামনে দাঁড় করিয়ে দিলো। ভয়ে, অনাহারে শুকিয়ে গেছে ক্যালেনাসের মুখ। এমনিতেই শীর্ণদেহী লোক সে, এখন লাগছে

একেবারে কঙ্কালের মতো। চোখ দুটো শকুনীর চোখের মতো ঘোলাটে। একমাত্র প্রতিশোধস্পৃহাই তাকে সোজা রেখেছে এখনও।

'পুরোহিত ক্যালেনাস!—ক্যালেনাস!' চিৎকার করলো জনতা। 'সত্যিই ক্যালেনাস? নাকি তার প্রেতাত্মা?'

'পুরোহিত ক্যালেনাসই বটে!' গম্ভীর কণ্ঠে বললো প্রিটর। 'কী বলার আছে আপনার?'

'মিশরীয় আর্বাসেস খুন করেছে দেবী আইসিসের পুরোহিত এপি-সাইডেসকে! আমি নিজের চোখে ওকে ছুরি মারতে দেখেছি ওর বুকে। আর দেখেছি বলেই আমাকে মাটির নিচে এক অন্ধগুহায় আটকে রেখেছিলো আর্বাসেস। এই ভদ্রলোক তাঁর লোকজন নিয়ে আমাকে উদ্ধার করেছেন। উদ্ধার পেয়েই আমি ছুটে এসেছি বদমাশ লোকটার পাপের কাহিনী আপনাদের জানাতে। এথেনীয় গ্লকাসকে ছেড়ে দিন—সে নির্দোষ!'

'এ জন্যেই তাহলে সিংহটা ওকে কিছু বলেনি!—আশ্চর্য! আশ্চর্য!' চিৎকার করে উঠলো পানসা।

'আশ্চর্য! আশ্চর্য!' চিৎকার করলো জনতাও। 'এথেনীয়টাকে সরাও! আর্বাসেসকে দাও সিংহের সামনে!'

পাহাড় থেকে উপত্যকা, উপকূল থেকে সাগর—সবখানে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হলো ঐ চিৎকার: 'আর্বাসেসকে দাও সিংহের সামনে!'

'রক্ষী! গ্লকাসকে সরিয়ে আনো!' নির্দেশ দিলো প্রিটর।

ঠিক সেই মুহূর্তে নারী কণ্ঠে শোনা গেল উৎফুল্ল এক চিৎকার। উৎফুল্ল কিন্তু আবেগ মেশানো। উৎফুল্ল কিন্তু করুণ। 'দেবতাদের বিচার!'

www.boiRboi.net

সেই চিৎকারের সঙ্গে কণ্ঠ মেলালো জনতা। 'দেবতাদের বিচার! দেবতাদের বিচার!'

'চুপ করো সবাই!' আগের মতোই গম্ভীর কণ্ঠে বললো প্রিটর। 'কে ওখানে?'

'অন্ধ মেয়ে নিডিয়া,' জবাব দিলো স্যালাস্ট। 'ওর জন্যেই অন্ধ-গুহা থেকে ছাড়া পেয়েছে ক্যালেনাস, গ্লকাস রক্ষা পেয়েছে সিংহের মুখ থেকে।'

'তাহলে, পুরোহিত ক্যালেনাস,' প্রিটর বললো, 'আপনি এপি-সাইডেসকে খুন করার দায়ে অভিযুক্ত করছেন আর্বাসেসকে?'

'হ্যাঁ, করছি!'

'আপনি দেখেছেন ওকে খুন করতে?'

'প্রিটর—আমার এই চোখ দুটো দিয়ে—'

'হয়েছে। আপাতত এতেই চলবে। খুঁটিনাটি সব শুনবো যথা সময়ে, যথাস্থানে। মিশরীয় আর্বাসেস, আপনার বিরুদ্ধে যে অভি-যোগ আনা হয়েছে, আপনি শুনেছেন। এখন বলুন আপনার কী বলার আছে।'

বিনামেঘে বজ্রপাতের মতো ক্যালেনাসকে নিয়ে স্যালাস্ট হাজির হওয়ায় ভীষণ ভয় পেয়ে গেছিলো আর্বাসেস। নিজের জায়গায় বসে কাঁপতে শুরু করেছিলো রীতিমতো। তবে কিছুটা সময় যাওয়ার পর একটু একটু করে সে সামলে নিলো। প্রিটরের প্রশ্নের উত্তরে যখন কথা বললো তখন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, অচঞ্চল তার গলা।

'প্রিটর,' বললো আর্বাসেস, 'আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে তা এমন অসম্ভব যে কোনো রকম জবাব দেয়ার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। তবু যেহেতু জিজ্ঞেস করেছেন তাই

www.boirboi.net

বলছি। প্রথমে আমাকে অভিযুক্ত করেছেন মাননীয় স্যালাস্ট—গ্লকাসের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু! দ্বিতীয় অভিযোগকারী একজন পুরোহিত—কিন্তু, পম্পেই-এর নাগরিকগণ, আপনারা অল্পস্বল্প জানেন এই ক্যালেনাসের চরিত্র। ওর মতো অর্থলোভী মানুষ এই পম্পেই-এ দ্বিতীয়টি আছে কিনা সন্দেহ। সোনার বিনিময়ে ওর সাক্ষ্য কেনা খুবই সহজ! প্রিটর, আমি নির্দোষ!'

'স্যালাস্ট,' প্রিটর বললো, 'ক্যালেনাসকে কোথায় পেয়েছো তোমরা?'

'আর্বাসেসের বাড়ির নিচে এক অন্ধকার কামরায়।'

'মিশরীয়,' ভ্রূকুটি করে বললো প্রিটর, 'দেবীর পুরোহিতকে বন্দী করার দুঃসাহস দেখিয়েছেন আপনি—কেন?'

'শুনুন তাহলে,' শান্ত কণ্ঠে শুরু করলো আর্বাসেস। 'এই লোকটা এসে আমাকে ভয় দেখিয়ে বলে, আমার সব ধন সম্পদের অর্ধেক না দিলে সে একটু আগে যে অভিযোগ করেছে সেই অভিযোগ আনবে আমার বিরুদ্ধে। আমি অনেক বোঝানোর চেষ্টা করি, "তুমি যা বলছো তা রীতিমতো বেআইনী।" ও শোনেনি আমার কথা। থামো—ওকে থামান, প্রিটর, আমাকে শেষ করতে দিন আগে। মাননীয় প্রিটর, এবং উপস্থিত নাগরিকগণ, এদেশে আমি নতুন—আমি জানতাম এই পুরোহিত যা বলছে তা যদি সত্যি সত্যি করে নির্ঘাৎ এই বিদেশ বিভুঁই-এ আমি মারা পড়বো। তাই কৌশলে—আমার ধনভাণ্ডারে নিয়ে যাচ্ছি বলে ওকে আমি বন্দী করি। আমার মনে কোনো অসদুদ্দেশ্য ছিলো না। আমি চেয়েছিলাম আসল অপরাধীর প্রাণদণ্ড কার্যকর হয়ে গেলেই ওকে ছেড়ে দেবো। অর্থাৎ নির্দোষ আমি মিথ্যে একটা অভিযোগ থেকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম

আমাকে। আপনারা যারা এখানে উপস্থিত আছেন, নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন আত্মরক্ষার অধিকার মানুষের জন্মগত অধিকার। সত্যিই যদি আমি অপরাধী হয়ে থাকি, এই পুরোহিত গ্লকাসের বিচারের সময় এসে সাক্ষ্য দিলো না কেন? যদি দিতো ওকে আটক করার সুযোগই আমি পেতাম না।। আমি যখন গ্লকাসকে অভিযুক্ত করলাম ও তখন কোথায় ছিলো?—কেন এগিয়ে এসে বলেনি আমি মিথ্যে বলছি? মাননীয় প্রিটর, এ-ই আমার বক্তব্য, এখন আপনি বিচার করুন।'

দ্বিধায় পড়লো প্রিটর। কিছুক্ষণ চিন্তা করে সে আদেশ দিলো, 'আর্বাসেস, ক্যালেনাস, গ্লকাস—সবাইকে সরিয়ে নিয়ে যাও। এ ব্যাপারে আর যা কিছু করার আদালতে বসে করবো।'

কিন্তু প্রিটরের এ আদেশ মানতে রাজি হলো না জনতা। তারা খেলা দেখতে এসেছে—জানোয়ারে মানুষে মরণপণ খেলা। খুনী আর্বাসেস সামনে থাকতে সে খেলা বন্ধ হবে? কক্ষনো না। আর্বা-সেসকে আগে সিংহের মুখে দাও, তারপর দেখা যাবে বিচার-আচার।

সারা অ্যাম্ফিথিয়েটার জুড়ে এক আওয়াজ—'সিংহের মুখে! সিংহের মুখে! সিংহের মুখে ফেলে দাও মিশরীয়টাকে।'

প্রিটর ইতস্তত করছে এখনও। কে একজন চেঁচিয়ে উঠলো—'ভয় কী, বন্ধুগণ? আর্বাসেসকে ধরে তোমরাই ছুঁড়ে দাও না সিংহের সামনে!'

বলতে না বলতেই পনর হাজার দর্শক উঠে দাঁড়ালো। পারলে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ে আর্বাসেসের ওপর। মুখে তাদের চিৎকার চলছে: 'সিংহের মুখে! সিংহের মুখে!' আইন-শৃঙ্খলা, নিয়ম-কানুন সব চুলোয় গেছে। বুনো জন্তু হয়ে উঠেছে জনতা।

আর্বাসেসের কপাল থেকে ঘাম ঝরছে দরদর করে। ঘন ঘন

www.boiRboi.net

ঢোক গিলছে সে। কাঁপছে থরথর করে। কীভাবে আত্মরক্ষা করবে ভেবে পাচ্ছে না। চারদিক থেকে মানুষ এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছে তাকে। এবার ধরে টেনে নিয়ে যাবে অ্যারেনার মাঝখানে। ভয়ানক হতাশা আর আতঙ্ক গ্রাস করলো আর্বাসেসকে। মৃত্যু আসন্ন জেনে আনমনে একবার চোখ তুলে তাকালো আকাশের দিকে। এবং তক্ষুণি ফিরে পেলো হারানো সাহস।

ছ'হাত মেলে দিলো আর্বাসেস ওপর দিকে। অদ্ভুত এক গাম্ভীর্য ভর করলো চেহারায়।

'দেখ!' বজ্র নির্ঘোষে উচ্চারণ করলো সে। জনতার হৈ-হট্টগোল ছাপিয়ে শোনা গেল তার কণ্ঠস্বর। 'দেখ, পম্পেইবাসীরা! দেখ, কী করে দেবতারা নিরপরাধকে রক্ষা করেন! দেখ, অরকাসের প্রতিশোধের আগুন ধেয়ে আসছে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ এনেছে যারা তাদের দিকে! দেখ, পাতালের আগুন আকাশে ছড়িয়ে দিয়েছেন দেবতারা! পৃথিবীতে নামলো বলে সে আগুন।'

আর্বাসেসের দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকালো জনতা। ভয়াবহ এক দৃশ্য দেখলো তারা। বিশাল এক পাইন বৃক্ষ যেন উঠে এসেছে ভিসুভিয়াসের মাথা ফুঁড়ে। তার কাণ্ড কৃষ্ণ বর্ণের, ডালপালা আগুনের! সেই আগুন মুহুর্মুহু তীব্রবেগে ছড়িয়ে দিচ্ছে অসংখ্য —লাখ লাখ, কোটি কোটি আগুনের কণা।

মুহূর্তে মৃত্যুর নীরবতা নেমে এলো সেখানে। পনর হাজার মানুষ যেন পাথর হয়ে গেছে চোখের পলকে। এবং হঠাৎ সেই অটুট নৈঃশব্দকে বিদীর্ন করে গর্জে উঠলো সিংহ। পরপরই আর্তস্বরে ডাক ছেড়ে উঠলো বাঘটা।

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কা কাটতে কয়েক মুহূর্তের বেশি লাগলো না।

www.boiRboi.net

তারপরই চারদিক থেকে উঠলো মেয়েদের তীব্র তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকার। পুরুষরা হতচকিত হয়ে তাকাতে লাগলো এ ওর মুখের দিখে—বোবা হয়ে গেছে যেন তারা। ঠিক এই সময় ওদের পায়ের নিচে দুলে উঠলো ধরণী। অ্যাম্ফিথিয়েটারের দেয়ালগুলো কাঁপতে লাগলো থরথর করে। দুর থেকে ভেসে এলো বাড়ি ঘরের ছাদ ধসে পড়ার আওয়াজ। আর এক মুহূর্ত—তারপরই ভিসুভিয়াসের মাথার আগুনে পাইন গাছ ঢলে পড়তে লাগলো ওদের দিকে। ছাই, ভস্ম আর জ্বলন্ত পাথরের বর্ষণ শুরু হয়ে গেল সুন্দরী পম্পেই-এর ওপর। জনহীন রাজপথে, সাগরের জলে, পাহাড়ের গায়ে আঙুর ক্ষেতে, অ্যাম্ফিথিয়েটারের ওপরে—সব জায়গায় অবিরাম ঝরছে সে ছাই।

'চারদিকে এক রব: 'ভিসুভিয়াস! ভিসুভিয়াস! ভূমিকম্প! আগুন!'

আর্বাসেসের কথা আর ভাবছে না কেউ। নিজেকে বাঁচানোর চিন্তায় পাগল সবাই। পালানোর পথ খুঁজছে। ঠেলাঠেলি, ধাক্কা-ধাক্কি, মারামারি করে একজন আরেকজনের আগে নেমে আসতে চাইছে গ্যালারি থেকে, বেরিয়ে যেতে চাইছে অ্যাম্ফিথিয়েটার থেকে। কেউ কাঁদছে, কেউ জপছে দেবতাদের নাম, কেউ কেউ আবার শপথ করছে এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেলে কী করবে। বিশাল সেই জনতা এভাবে অবশেষে বেরোতে পারলো অ্যাম্ফি-থিয়েটার থেকে। কিন্তু যাবে কোথায়?

আবার ভূমিকম্প আসছে ভেবে মূল্যবান জিনিসপত্র বাঁচানোর জন্যে বাড়ির দিকে ছুটলো অনেকে। কেউ কেউ কাছাকাছি যে বাড়ি, মন্দির বা ছাদ পেলো তার নিচে ঢুকে পড়লো উত্তপ্ত ছাই আর পাথ-রের বৃষ্টি থেকে বাঁচবার জন্যে; অনেকে ছুটলো খোলা মাঠ বা

সাগরের দিকে। কিন্তু সেই মেঘ আরো কালো, আরো বড়, আরো ভয়ানক হয়ে ছেয়ে ফেললো ওদের ওপরের আকাশ। দিন দুপুরে পম্পেই এর ওপর ঘনিয়ে এলো অন্ধকার—মহা প্রলয়ের রাত্রি।

চব্বিশ

গ্লকাস বিশ্বাস করতে পারছে না সে জেগে আছে। রক্ষীরা যখন এক ছোট্ট কুঠুরিতে নিয়ে এসে একটা ঢোলা আলখাল্লা পরিয়ে দিল্লো, হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলো ও। এই সময় স্যালাস্টের এক দাস নিডিয়াকে পৌঁছে দিয়ে গেল সেখানে।

'আমি—আমার কাজ শেষ,' ফুঁপিয়ে উঠে বললো নিডিয়া। 'এবার আমি মরবো।'

এতক্ষণে সম্বিত ফিরলো গ্লকাসের। ছুটে গিয়ে ও ধরলো অন্ধ মেয়েটাকে।

'নিডিয়া, নিডিয়া। তুমি আমাকে বাঁচিয়েছো!'

হু-হু করে কেঁদে ফেললো নিডিয়া। দু'হাতে গ্লকাসের মুখ ধরে বললো, 'ওহ তুমি বেঁচে আছো! সত্যিই বেঁচে আছো। আমাকে ধরে দেখতে দাও! তোমার নিশ্বাস! ওহ্! আমি—আমি বাঁচাতে পেরেছি তোমাকে!'

গ্লকাস জবাব দেয়ার আগেই বাইরে থেকে ভেসে এলো হাজার

www.boiRboi.net

হাজার মহিলার আতঙ্কিত কান্নার আওয়াজ। তারপর মহা হৈ-হল্লা। পুরুষদের চিৎকার: 'ভিসুভিয়াস! ভিসুভিয়াস! ভূমিকম্প! আগুন!' রক্ষীরা ছুটে বেরিয়ে গেল। গ্লকাসও আর দেরি করা সমীচীন মনে করলো না। নিডিয়ার হাত ধরে বেরিয়ে এলো কুঠুরি থেকে।

কিন্তু অ্যাম্ফিথিয়েটার ছেড়ে যাওয়ার আগে অলিনথাসকে একবার না দেখে যাওয়া চলে না। মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়েও গত রাতে যে ওকে বন্ধু বলে, ভাই বলে বুকে টেনে নিয়েছিলো আজ মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেই তাকে ভুলে যাবে? না, অতখানি অকৃতজ্ঞ হতে পারে না গ্লকাস।

অলিনথাস তখনো তার আগের কুঠুরিতে বসে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো গ্লকাস।

'একেই বলে ঈশ্বরের দয়া—ঈশ্বর সর্বশক্তিমান!' গাঢ়স্বরে বললো অলিনথাস।

'পালাও, বন্ধু!' চিৎকার করে বললো গ্লকাস। 'তোমার বন্ধুদের খুঁজে বের করে পালাও ওদের নিয়ে! আমি চললাম! আয়োনকে বাঁচাতে হবে!'

জবাব দিলো না অলিনথাস। কাল রাতের বন্ধু কোন্‌দিকে গেল খেয়ালও করলো না। গভীর চিন্তায় মগ্ন সে।

অবশেষে উঠে দাঁড়ালো অলিনথাস। ঈশ্বরের নাম জপতে জপতে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলো কুঠুরি থেকে। রক্ষীরা পালিয়েছে। একটু আগেও যে অ্যাম্ফিথিয়েটার পনর ষোল হাজার নরনারীর কোলাহলে মুখর ছিলো এখন তা নিশ্চুপ; জনহীন। অ্যাম্ফিথিয়েটারের শূন্য কুঠুরিগুলো একের পর এক পেরিয়ে চললো অলিনথাস।

www.boiRboi.net

হঠাৎ ওর কানে এলো চাপা কান্নার মতো একটা আওয়াজ। পাশের একটা ঘর থেকে আসছে। কে কাঁদে এই পরিত্যক্ত অ্যাম্ফিথিয়েটারে ? শোকার্তকে সান্ত্বনা দেয়াই তো খ্রীষ্টানের ধর্ম। দরজা পেরিয়ে অলিনথাস ঢুকে পড়লো প্রায়ান্ধকার ঘরটায়।

'কে কাঁদে অমন করে ?' জিজ্ঞেস করলো সে।

কোনো জবাব পাওয়া গেল না।

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতেই অলিনথাস দেখলো, ধূসর চুলের এক বৃদ্ধ বসে আছে একটা মৃতদেহের মাথা কোলে করে। অপার স্নেহে সে আঁকড়ে ধরে আছে মাথাটা। পাশে আরো দুটো মৃতদেহ। আজকের লড়াইয়ে নিহত গ্ল্যাডিয়েটরদের মৃতদেহ ওগুলো। অলিনথাস চিনতে পারলো বৃদ্ধকে। পম্পেই-এর হাতে গোনা কয়েকজন খ্রীষ্টানের একজন।

'মেডন !' সহানুভূতির সঙ্গে বললো অলিনথাস, 'ওঠো ! পালাও ! ভিসুভিয়াস ফুঁসে উঠেছে ! এখন শোক করার সময় নয়, আগে নিজেকে বাঁচাও !'

'কি প্রাণচঞ্চল ছিলো আমার ছেলে !—না, ও মরতে পারে না ! এখানে এসো, এই যে এখানে, ওর বুকে হাত রাখো !—নিশ্চয়ই এখনো চলছে হৃৎপিণ্ড !'

'ভাই, মেডন, ওর আত্মা চলে গেছে,' অলিনথাস বললো। 'ওকে আমরা আমাদের প্রার্থনায় স্মরণ করবো। এখন চলো, এই পাথরের দেয়াল ধসে পড়ার আগেই আমরা চলে যাই !'

'না ! আমার ছেলেকে ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না !' বলতে বলতে গভীর স্নেহে মৃত লাইডনের কপালে চুমু খেলো মেডন। 'তুমি যাও, অলিনথাস। আমাদের বাপ ছেলেকে একা থাকতে দাও !'

'মেডন, মেডন, তোমার ছেলে মারা গেছে!'

শান্তভাবে মুখ তুললো মেডন। মৃদু একটু হাসলো। 'না, না, না!' বিড়বিড় করতে করতে সে লুটিয়ে পড়লো ছেলের বুকের ওপর। শিথিল হয়ে খসে পড়লো হাত দুটো। অলিনথাস এগিয়ে একটা হাত তুলে নিয়ে দেখলো, নাড়ীর গতি স্তব্ধ। মারা গেছে মেডন।

দু'চোখ ভিজে উঠলো অলিনথাসের। দীর্ঘশ্বাস ফেলে রওনা হলো সে বেরোনোর পথের দিকে।

নিডিয়ার হাত ধরে ছুটে চলেছে গ্লকাস আর্বাসেসের বাড়ির দিকে। এর মধ্যেই ও নিডিয়ার কাছ থেকে জেনে নিয়েছে আয়োনের খবর —কোথায় আছে, কী অবস্থায় আছে।

বিনা বাধায় আর্বাসেসের বিশাল প্রাসাদে ঢুকলো ওরা। নিডিয়াকে বাগানে রেখে এগিয়ে গেল গ্লকাস। কামরা থেকে কামরায় খুঁজে ফিরতে লাগলো আয়োনকে। কিন্তু পেলো না। একটা মানুষ নেই আর্বাসেসের বাড়িতে। পালাবার সময় ভৃত্যরা কি সঙ্গে নিয়ে গেল আয়োনকে? নাকি খুন করে রেখে গেছে?

এদিকে কালো ধোঁয়ার মেঘ অন্ধকার করে ফেলেছে চারদিক। চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছে না গ্লকাস। চিৎকার করে ডাকতে শুরু করলো ও: 'আয়োন! আয়োন! কোথায় তুমি? সাড়া দাও!'

অবশেষে দোতলার একটা কামরার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় পাওয়া গেল সাড়া। আনন্দে লাফিয়ে উঠলো গ্লকাসের হৃৎপিণ্ড। ঝড়ের গতিতে দরজা খুলে ঢুকলো ও ঘরটায়। ছুটে গিয়ে আয়োনকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়েই বেরিয়ে এলো আবার। কয়েক সেকেণ্ডের ভেতর পৌঁছুলো নিডিয়াকে যেখানে রেখে গিয়েছিলো

www.boiRboi.net

সেখানে। তারপর এক হাতে আয়োনকে এক হাতে নিডিয়াকে ধরে ছুটলো সাগরের দিকে।

অ্যাম্ফিথিয়েটার থেকে বেরিয়ে মন্দিরের দিকে ছুটলো ক্যালেনাস। অর্ধেক পথ যাওয়ার আগেই পুরোপুরি আঁধার হয়ে এলো চারদিক। আকাশ থেকে ছাই আর পাথরের বৃষ্টি চলছে এখনো। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে ঘনঘন বজ্রপাত আর বিদ্যুৎচমক।

হঠাৎ কে একজন তার পথ আটকে দাঁড়ালো।

'ক্যালেনাস না!' বললো লোকটা। 'কী ভয়ানক অবস্থা চারদিকে!'

'হ্যাঁ কিন্তু তুমি কে?'

'আমাকে চিনতে পারছো না! আমি বার্বো!'

'বার্বো! সত্যিই চিনতে পারিনি, কেমন অন্ধকার হয়ে গেছে চারদিক!'

'শোনো, ক্যালেনাস, তোমার মন্দির তো সোনাদানায় ভর্তি, তাই না? চলো, ওখান থেকে যতখানি পারি হাতিয়ে নিয়ে সটকে পড়ি। সাগরপারে গিয়ে কোনো নৌকায় উঠে পড়বো। আজকের দিনে কোথায় কী হলো কে খোঁজ রাখবে?'

'ঠিক বলেছো, বার্বো। চলো। আমরা ভাগাভাগি করে নেবো।'

দু'জন ছুটলো আইসিসের মন্দিরের দিকে।

আয়োন আর নিডিয়াকে নিয়ে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এসেছে গ্লকাস। ঠিক সেই মুহূর্তে একটু দূরে ওরা দেখতে পেলো আর্বাসেসকে। রক্ষীদের হাত এড়িয়ে পালিয়ে এসেছে সে। ভয়ে গ্লকাসের গায়ের

www.boiRboi.net

সাথে সেঁটে গেল আয়োন। কিন্তু আর্বাসেস দেখতে পেলো না ওদের—পেলেও খেয়াল করলো না। তারও মাথায় এক চিন্তা, প্রাণ বাঁচাতে হবে। বন্দরে অপেক্ষা করছে তার জাহাজ, আয়োন, ধন-দৌলত আর দাসদাসীদের নিয়ে। একবার উঠে পড়তে পারলেই হয়, কে আর ধরবে তাকে।

মন্দিরে পেঁাছে থমকে দাঁড়ালো বার্বো আর ক্যালেনাস। উঁচু চত্বরটা হাতুড়ির ঘায়ে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলেছে কে যেন। ভাঙাচোরা ইঁট পাথরের ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে পুরোহিতদের রক্তাক্ত মৃতদেহ।

'ওরা মরে গেছে।' শিউরে উঠে বললো বার্বো ; এই প্রথম ওর কণ্ঠস্বরে শঙ্কা শুনতে পেলো ক্যালেনাস।

পুরোহিত-প্রধান কিছু না বলে তাকালো জ্ঞাতি ভাইয়ের দিকে। তারও দৃষ্টিতে ভয়।

বেশ কিছুক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে রইলো দুজন। ক্যালেনাসেরই সম্বিত ফিরলো প্রথম।

'তাড়াতাড়ি যে কাজে এসেছি করে পালাতে হবে।' ফিসফিস করে সে বললো ; নিজের কণ্ঠস্বরে নিজেই একটু চমকালো যেন। তারপর দ্রুতপায়ে চৌকাঠ পেরিয়ে ঢুকে গেল মন্দিরের যে অংশ এখনও খাড়া আছে তার ভেতর। উত্তপ্ত মেঝের ওপর দিয়ে মৃত সহযোগী, সহকারীদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল মন্দিরের ধনাগারের দিকে। বার্বো গেল পেছন পেছন।

'যত বেশি নেয়া যায় ততই লাভ,' ভেবে একটি থলে যোগাড় করে সে ভরতে শুরু করলো সোনা-দানা দিয়ে। পোশাকের ভেতরে যত-

www.boiRboi.net

খানি সম্ভব নিলো। তারপর বেরিয়ে গেল মন্দির ছেড়ে, সঙ্গীর কথা ভাবার কোনো প্রয়োজন বোধ করলো না।

এদিকে থরে থরে সাজানো সোনার ফুলদানী, জলাধার, প্রদীপ-দানী ; সিন্দুক ভর্তি মণিমুক্তা, স্বর্ণমুদ্রা দেখে বিমোহিত অবস্থা বার্বোর। কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা নেবে ভাবতে ভাবতে দেখলো ক্যালেনাস থলে আর পোশাক ভরে নিয়ে বেরিয়ে গেল। বার্বোও এবার নিতে শুরু করলো।

সময় বয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ ভয়ঙ্কর শব্দে বাজ পড়লো মন্দিরের কাছেই কোথাও। আর দেরি করা উচিত মনে করলো না বার্বো। তাড়াতাড়ি রওনা হলো এক থলে জিনিসপত্র নিয়ে। দরজার কাছে পৌঁছে ভয়ানক আতঙ্কে জমে গেল যেন সে। উত্তপ্ত ছাই গলা পর্যন্ত উঁচু হয়ে আটকে দিয়েছে দরজা। আর চৌকাঠের গোড়া দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঢুকছে ধূমায়িত তরল পদার্থ। সর্বস্ব হারানো কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠলো বার্বো। ধীরে ধীরে পিছিয়ে এসে বসে পড়লো হতাশ ভঙ্গিতে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দরজা বন্ধ ছোট্ট কুঠুরিতে শ্বাসকষ্ট শুরু হলো বার্বোর। উঠে দাঁড়ালো সে। মরীয়া ভঙ্গিতে দাঁতে দাঁত চেপে চক্কর দিতে লাগলো কুঠুরির ভেতর। হঠাৎ চোখ পড়লো এক কোণে খাড়া করে রাখা বলি দেয়ার ধারালো কুঠারটার ওপর। সেটা তুলে নিয়ে প্রাণপণে ঘা মারতে লাগলো একদিকের দেয়ালে।

হারক্যুলেনিয়াম-এর দিকে চলে গেছে যে রাস্তা সে পথ ধরে ছুটছে ক্লোডিয়াস। অন্ধকারে প্রায় কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, তবু যথাসম্ভব দ্রুত ছুটছে সে।

www.boiRboi.net

'কোনোমতে একবার নগর তোরণের বাইরে পৌঁছুতে পারলে হয়,' ভাবলো ক্লোডিয়াস। 'নিশ্চয়ই কোনো না কোনো বাহন পেয়ে যাবো। তারপর হারক্যুলেনিয়ামে পৌঁছুনো কঠিন কিছু হবে না।'

এই সময় কে যেন জড়িয়ে ধরলো তার পা। কাতর একটা গলা শুনতে পেলো ক্লোডিয়াস: 'কে? আমাকে একটু ধরো! সাহায্য করো! হোঁচট খেয়ে পড়ে গেছি গর্তে। আমার মশালটা নিভে গেছে। আমার দাসরা আমাকে ফেলে পালিয়েছে। আমি ডাওমেড—বণিক ডাওমেড। আমাকে তোলো, দশ হাজার সেস্টারস দেবো তোমাকে।'

'ছাড়ো—ছাড়ো। আমাকে যেতে দাও, গাধা,' তর্জন করলো জুয়াড়ী ক্লোডিয়াস।

'ক্লোডিয়াস না! ভাই, আমাকে ছেড়ে যেও না! আমাকে একটু ধরো! তোমার হাতটা দাও!'

'হয়েছে, তাড়াতাড়ি ওঠো!'

'কোথায় যাচ্ছো ক্লোডিয়াস?'

'হারক্যুলেনিয়ামের দিকে।'

'আমিও তো ওদিকেই যাচ্ছিলাম। আচ্ছা আমার ভিলায় গেলে কেমন হয়? মাটির নিচে অনেকগুলো কুঠুরি আছে। সেখানে আশ্রয় নিলে এই ছাইয়ের বৃষ্টি থেকে বাঁচা যাবে মনে হয়।'

'ঠিক বলেছো। যদি কিছু খাবার দাবার নামিয়ে নেয়া যায় তাহলে কয়েকদিনের ভেতর এই অগ্নুৎপাত না থামলেও অসুবিধা হবে না।'

ছুটলো দুজন। কিছুদূর যেতে না যেতেই বাচ্চা কোলে এক মহিলা থামালো ওদের।

'আমাকে আপনাদের সঙ্গে নিয়ে চলুন,' কাঁদতে কাঁদতে বললো

www.boiRboi.net

সে। 'এই বাচ্চাটা ছাড়া আমার আর কেউ নেই। আমাকে বাঁচান আপনারা!'

'দুর হ ছুঁড়ি! দুর হ! পথ ছাড়!' খেঁকিয়ে উঠলো ক্লোডিয়াস। 'নিজেরা বাঁচবো কী করে তার ঠিক নেই, উনি এসেছেন আব্দার নিয়ে।'

'না, না! এই দুধের বাচ্চার কথা মনে করে আমাকে আপনাদের সাথে নিন। দয়া করুন, ও ডাওমেড! দয়া করুন!'

'ঠিক আছে, চলো,' বললো ডাওমেড।

ভিলায় পৌঁছেই কয়েকজন দাসকে ডেকে প্রচুর পরিমাণ খাবার আর বাতি জ্বালানোর তেল মাটির নিচের কুঠুরিগুলোয় নিয়ে যেতে বললো ডাওমেড। মেয়ে জুলিয়া, ক্লোডিয়াস, সাহায্য প্রার্থী সেই বাচ্চাওয়ালা মেয়েটা, বেশিরভাগ দাসদাসী এবং কিছু আতঙ্কিত অতিথি আর প্রতিবেশীকে নিয়ে সে আশ্রয় নিলো সেখানে।

গ্লকাস ছুটছে আয়োন আর নিডিয়ার হাত ধরে। গাদা গাদা ছাই এসে পড়ছে মাথায়, মুখে। শ্বাসরোধ করে দিতে চাইছে। স্থানে স্থানে হাঁটু সমান উঁচু হয়ে জমে গেছে ছাই। ডানে বাঁয়ে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ছে বাড়ি-ঘর। পায়ের নিচে কাঁপছে মাটি। মেঘ গর্জনের মতো একটানা আওয়াজ ভেসে আসছে ভিসুভিয়াসের দিক থেকে। দলে দলে মানুষ রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে। কারো মাথায় জিনিস-পত্রের বোঝা, কারো কাঁধে বুড়ো বাবা, কারো কোলে বাচ্চা। মাঝে মাঝে কান্না শোনা যাচ্ছে বাচ্চাদের। মহিলাদের আতঙ্কিত আর্তচিৎকার তো আছেই।

চারদিক রাতের মতো কালো। মাঝে মাঝে মশালের আলো

www.boiRboi.net

দেখা যাচ্ছে এখানে ওখানে। দরিদ্র পল্লীর কাঠের ঘরগুলো জ্বলে উঠছে একটা একটা করে। কখনো বা আগুনের দীর্ঘ লকলকে শিখা জ্বলে উঠছে পাহাড়ের গায়ে ভূমিকম্পের ফলে তৈরি হওয়া ফাটলে। উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হয়ে উঠছে চারপাশ। একটু পরেই নিভে যাচ্ছে শিখা, আবার অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে পৃথিবী।

গ্লকাস বা আয়োন কিছুই দেখতে পাচ্ছে না চোখে। কিন্তু ওদের চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে আছে নিডিয়া—চিররাত্রির দেশের মানুষ। অন্ধকারে পথ চলা-ই ওর নিয়তি। গ্লকাসের হাত ধরে সে নির্ভুলভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সমুদ্রের দিকে। এই মুহূর্তে আর কিছু চায় না নিডিয়া। একটু পরে কি হবে তা নিয়ে ওর মাথাব্যথা নেই। এই প্রলয়ের ক্ষণটিই ওর জীবনের পরমতম মুহূর্ত। কারণ হাত ধরে সে গ্লকাসকে নিয়ে যেতে পারছে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে।

'ওহ! আমি আর হাঁটতে পারবো না,' হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বললো আয়োন। 'আমার পা জ্বলছে গরম ছাই-এ। পালাও তুমি গ্লকাস! আমার কথা ভেবো না, আমার ভাগ্যে যা আছে হবে।'

'তোমাকে ছাড়া বেঁচে থাকার চেয়ে তোমার সাথে মরবো আমি,' বললো গ্লকাস। 'এসো তো! আর একটু, তারপরই আমরা পৌঁছে যাবো সাগরপারে।'

আয়োনকে প্রায় টানতে টানতে নিয়ে চললো গ্লকাস।

www.boiRboi.net

হঠাৎ চোখ ধাঁধানো আলোয় আলোকিত হয়ে উঠলো ভিসুভিয়াসের চূড়া। বিশাল কয়েকটা ফাটল দেখা দিলো সেখানে। সে সব ফাটলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো তরল আগুন। বিশাল নদীর মতো ঢেউ-এর পর ঢেউ তুলে নেমে আসতে লাগলো শহরের দিকে।

মানুষের তৈরি প্রাসাদ, মন্দির, পথ-ঘাট ভেঙে চুরে, গুঁড়িয়ে, পুড়িয়ে, ডুবিয়ে দিয়ে আসতে লাগলো। চারদিকের পলায়মান জনতার ভয়ার্ত হাহাকারে আকাশ ছিঁড়ে যেতে চাইছে যেন! আসছে! আসছে!!

ভাগ্যদেবীর মন্দিরের সামনে পৌঁছেছে ওরা। নিডিয়া আর আয়োনকে এক মুহূর্ত দাঁড়াতে বললো গ্লকাস। উত্তপ্ত গলিত লাভার বন্যা কোন দিকে যায় একটু দেখে নেয়া দরকার। হাত দিয়ে চোখ আংশিক আড়াল করে সে তাকালো জ্বলন্ত ভিসুভিয়াসের দিকে। তারপরই অস্বাভাবিক একটা আওয়াজ শুনে মুখ ফেরালো মন্দিরের দিকে। সর্বনাশ! সেই সিংহটা দাঁড়িয়ে আছে মন্দির প্রাঙ্গণে পোষা কুকুরের মতো। সন্ত্রস্ত একটা ভঙ্গি তার আচরণে। চোখে দিশেহারা চাউনি। গ্লকাসের সাথে চোখাচোখি হলো, কিন্তু কোনো ভাব ফুটলো না তার চোখে। মৃত্যু ভয়ে ভীত সিংহটা আশ্রয়ের আশায় চিরশত্রু মানুষের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

যা দেখার জন্যে দাঁড়িয়েছিলো গ্লকাস তা দেখা হয়ে গেছে। তরল লাভার তিনটে স্রোত নেমেছে ভিসুভিয়াসের মাথা থেকে। একটা আসছে পম্পেই-এর দিকে, একটা যাচ্ছে উপত্যকার দিকে, অন্যটা সাগরের দিকে। ভাগ্য ভালো, ওরা সাগরতীরের যেখানটায় যাবে বলে ভেবেছে সেখান থেকে কিছুটা দূরে সাগরে পড়বে সাগরমুখি স্রোতটা। আয়োন আর নিডিয়ার কাছে ফিরে এলো গ্লকাস।

ছুটতে ছুটতে এক দল লোক আসছে। আর দশ পা-ও দূরে নেই। মশাল জ্বলছে তাদের কয়েক জনের হাতে। কয়েক জনের পিঠে, কাঁধে, মাথায় মোট-ঘাট। আয়োন আর নিডিয়াকে ধরে ছুটতে শুরু করার আগে ওদের দিকে তাকালো গ্লকাস। চমকে উঠলো।

দলটার সামনে খোলা তলোয়ার হাতে আর্বাসেসের দীর্ঘকায় মূর্তি। মশালের আলোয় কেমন এক অতিপ্রাকৃতিক জন্তুর মতো লাগছে তার মুখ। গ্লকাসকে দেখেই অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো মিশরীয়টা।

'হা-হা-হা! এমন ভয়ঙ্কর মুহূর্তেও ভাগ্যদেবী আমার ওপর প্রসন্ন মনে হচ্ছে!' বললো সে। 'গ্লকাস, আমার অধীনাকে আমি ফেরত চাইছি। আয়োনকে তুলে দাও আমার হাতে।'

'বিশ্বাসঘাতক, খুনী!' চোখ রাঙিয়ে চিৎকার করলো গ্লকাস। 'ভাগ্য তোকে আমার কাছে নিয়ে এসেছে আমার জিঘাংসা পূরণের জন্যে। আয় তোর হাড় মাংস আলাদা করবো আমি!'

ওর কথা শেষ হতে না হতেই আচমকা উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হয়ে গেল চারদিক। ভিসুভিয়াসের চূড়াটা যেন ঠেলে উঠে গেল ওপর দিকে। চূড়ায় ফাটল দেখা দিয়েছিলো আগেই, এবার সে ফাটলগুলো বাড়ি খেতে লাগলো একটার সাথে অন্যটা—যেন বিশালকায় কয়েকটা দানব মরণপণ করে যুঝছে পরস্পরের সাথে। তাদের পদভারে কাঁপছে পৃথিবী।

আর্বাসেসের সঙ্গী সাথীরা চিৎকার করে উঠলো আতঙ্কে। হাতের মশাল, পিঠের বোঝা ফেলে দিয়ে ত্ব'হাতে মুখ ঢাকলো কেউ কেউ। আর আর্বাসেস ভিসুভিয়াসের দিকে এক পলক তাকিয়ে চোখ রাখলো গ্লকাসের ওপর। মনে মনে বললো: 'কেন আমি পিছিয়ে যাবো? নক্ষত্ররা তো বলেইছে পাথরের আঘাত থেকে বাঁচতে পারলে আমার অগ্রযাত্রার গতি হবে অপ্রতিহত। পাথরের আঘাত থেকে কি বাঁচিনি একবার? তাহলে কেন ভয় করবো?'

নিজের দাসদের দিকে ফিরে চিৎকার করলো সে: 'আয় তোরা! ধর ঐ গ্রীকটাকে। হাড় গুঁড়িয়ে দে! আমার আয়োনকে কেড়ে

www.boirboi.net

নেবে আমার কাছ থেকে !'

বলতে বলতে এক পা এগোলো আর্বাসেস—সেটাই তার শেষ পদক্ষেপ! পায়ের নিচের মাটি কাঁপছে ভয়ানক ভাবে। সম্ভবত এমন প্রচণ্ড কাঁপুনি এই প্রলয় শুরু হওয়ার পর এ-ই প্রথম। শহরের যে ছ'চারটে বাড়িঘর তখনো খাড়া ছিলো, ধসে পড়লো একসাথে। কাছেই ছিলো সম্রাট অগাস্টাসের মর্মর মূর্তি। ভয়ঙ্কর শব্দ তুলে বাঁধানো পথের ওপর উল্টে পড়লো সেটা গোড়ার স্তম্ভসহ। স্তম্ভটা পড়লো আর্বাসেসের ওপর।

দাসরা মশাল নিয়ে ছুটে এলো। আর্বাসেসের শরীর সম্পূর্ণ চাপা পড়েছে স্তম্ভের নিচে। দেখা যাচ্ছে শুধু মাথাটা। তীব্র যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত হয়ে গেছে আর্বাসেসের। ঠোঁট কাঁপছে থিরথির করে, চোখ ছটো খুলছে বন্ধ হচ্ছে। যেন ঘোষণা করছে প্রাণবায়ু এখনো বেরিয়ে যায়নি এই চোখের মালিকের দেহ থেকে। অবশেষে আস্তে আস্তে একটা স্থির ঘোলাটে আলো আসন গাড়লো চোখ ছটোয়। ঠোঁট কাঁপা থেমে গেল, যন্ত্রণার ছাপটা রয়েই গেল আর্বাসেসের মুখে।

মারা গেছে জ্ঞানী জাছকর—আগুনকটি হারমেস—মিশরীয় ফারাও বংশের শেষ বংশধর—মহা ক্ষমতাশালী আর্বাসেস।

www.boiRboi.net

পঁচিশ

অবশেষে সাগরতীরে পৌঁছুলো ওরা।

ইতিমধ্যে বহু লোক উঠে পড়েছে নৌকায়। তীর থেকে যতদূরে সম্ভব চলে যেতে চায় তারা।

বড়সড় একটা নৌকায় দুই সঙ্গিনীসহ আশ্রয় পেলো গ্লকাস। নৌকা সাগরে ভাসার কিছুক্ষণের মধ্যেই ওর বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়ে গেল আয়োন। নিডিয়া শুয়ে রইলো পায়ের কাছে। গ্লকাস জেগে রইলো অনেকক্ষণ। ধোঁয়া আর ছাইয়ের মেঘ কেটে গিয়ে আকাশে যখন তারা দেখা দিলো তখন আস্তে আস্তে ঘুম নেমে এলো ওর চোখে।

নিডিয়া শুয়ে ছিলো, কিন্তু ঘুমায়নি। নৌকায় উঠে শুয়ে পড়ার পর থেকে ভেবেছে সে। ভেবে ভেবে একটা সিদ্ধান্তে এসেছে।

রাতশেষে সূর্যোদয়ের আগের ধূসর আলোয় যখন চারদিক ম্লান-ভাবে আলোকিত হলো তখন উঠে বসলো সে। গ্লকাসের বুকে মুখ গুঁজে ঘুমিয়ে থাকতে দেখলো আয়োনকে। গ্লকাসও ঘুমিয়ে আছে। তার ভারি নিশ্বাসের আওয়াজ কানে এলো নিডিয়ার। নিঃশব্দে একটু এগোলো সে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো গ্লকাসের মুখটার দিকে। তারপর আস্তে ঝুঁকে চুমু খেলো ওর কপালে। ঠোঁটে।

www.boiRboi.net

আবার কপালে। ফিসফিস করে বললো : 'বিদায়, প্রিয়তম! তুমি সুখী হও। আমার আর কোনো প্রয়োজন নেই তোমার জীবনে। আমি থাকলে তোমার সুখের পথে কাঁটাই হবো শুধু। বিদায়!'

এক মাঝি ঝিমুচ্ছিলো পাটাতনের ওপর বসে। হঠাৎ তার মনে হলো কিছু একটা জলে পড়ার শব্দ শুনলো যেন। ঘোর লাগা চোখে তাকালো সে সামনে। তারপর পেছনে। ঢেউ-এর ওপর শাদা কিছু দেখলো যেন। মুহূর্ত পরেই হারিয়ে গেল তা। মুখ নামিয়ে নিলো মাঝি। ঘর, স্ত্রী, সন্তানদের স্বপ্নে ডুবে গেল।

সূর্যোদয়ের বেশ পরে ঘুম ভাঙলো গ্লকাসের। দেখলো আয়োন তার পাশেই ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু নিডিয়া? নিডিয়া কই?

সারা নৌকা তন্ন তন্ন করে খোঁজা হলো। পাওয়া গেল না অন্ধ ফুলওয়ালীকে। হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে যেন সে।

প্রায় সতেরো শতাব্দী* পেরিয়ে যাওয়ার পর অবশেষে পম্পেইকে বের করা হলো তার কবর থেকে। সবকিছু যেমন ছিলো তেমনই আছে। ভূমিকম্পের হাত থেকে বেঁচে যাওয়া দেয়ালগুলো রয়েছে একেবারে অবিকৃত; যেন কালই রঙ করা হয়েছে। মর্মরের মেঝে-গুলো এখনও চকচকে, মসৃণ। নগর তোরণের কাছে এক বাড়ির তলকুঠুরিতে পাওয়া গেছে বিশটা কঙ্কাল (তার একটা শিশুর)। মিহি ছাইয়ের মতো ধুলোর আস্তরণ ছিলো সেগুলোর ওপর। প্রচুর ধনরত্ন, মুদ্রা পাওয়া গেছে সেই কুঠুরিতে। বাড়িটা ধনী বণিক ডাওমেডের।

---

* পম্পেই ধ্বংস হয়েছিলো ৭৯ খ্রীষ্টাব্দে, নতুন করে আবিষ্কৃত হয় ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে।

www.boiRboi.net

স্যালাস্ট, পানসা, লেপিডাসের বাড়ি; আইসিসের মন্দির, বিশাল অ্যাম্ফিথিয়েটার এখন আগ্রহী দর্শকদের কৌতূহল মেটায়। আইসিসের মন্দিরের এক কক্ষে পাওয়া গেছে বিরাট এক কঙ্কাল; তার পাশে পড়ে আছে ধন রত্নের একটা স্তূপ, আর একটা কুঠার। কক্ষের দেয়ালে ছোট একটা গর্ত। মন্দিরের ধন লুট করতে এসে মারা পড়েছিলো বার্বো। নগরীর মাঝখানে এক জায়গায় পাওয়া গেছে আরেকটা কঙ্কাল। এটারও পাশে পড়েছিলো প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা আর আইসিস মন্দিরের মূল্যবান অলঙ্কারাদি। বার্বোকে ফেলে পালিয়েও বাঁচতে পারেনি ক্যালেনাস।

খননকারীরা ধ্বংসস্তূপ পরিষ্কার করার সময় এক জায়গায় পেয়েছে আক্ষরিক অর্থেই দ্বিখণ্ডিত একটি কঙ্কাল। ভেঙে পড়া একটা মূর্তির স্তম্ভের নিচে চাপা পড়ে ছিলো। খুলির গঠন ও আকৃতি দেখে মনে হয় সেটা ইউরোপীয় কারো নয়। আমাদের ধারণা, মিশরীয় ফারাও বংশের শেষ সন্তান, ধূর্ত আর্বাসেসের কঙ্কাল ওটা।

—ঃ শেষ ঃ—

www.boiRboi.net